Antichrist.cx: তথাকথিত অ্যান্টিক্রাইস্টের দিনলিপি

Ghrisx

ঐতিহাসিক বইগুলোর অনূদিত সংস্করণ

এটি ঐতিহাসিক বইটির স্বতন্ত্রভাবে সাজানো অনুবাদ। উৎসের পৃষ্ঠার উল্লেখ ও মুদ্রিত পৃষ্ঠা নম্বর মূল PDF-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। উৎসের অস্পষ্ট শব্দচয়ন নীরবে সংশোধন না করে রাখা হয়েছে। মূল সংস্করণ আলাদাভাবে পাওয়া যায়।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **1**

আপনার ডাউনলোড করা ডিজিটাল প্রুফটি মনোযোগ দিয়ে দেখুন। বিন্যাস, ব্যাকরণ ও নকশায় কোনো ত্রুটি সংশোধন করা দরকার কি না যাচাই করুন। আমাদের পরামর্শ, বইটি তিনবার পর্যালোচনা করুন, প্রতিবার আলাদা একটি দিকের ওপর নজর দিন। পর্যালোচনায় সন্তুষ্ট হলে প্রুফ অনুমোদন করে প্রকাশনার পরবর্তী ধাপে এগোতে পারেন। এই প্রুফ ছাপানোর সময় PDF-এর আকার আপনার প্রিন্টারের কাগজের মাপ অনুযায়ী ঠিক করে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। শিরোলেখ, পাদলেখ, পৃষ্ঠা নম্বর, ফাঁক, সূচিপত্র ও নির্ঘণ্টসহ বিন্যাস পরীক্ষা করুন। ছবি বা চিত্র এবং প্রযোজ্য হলে সেগুলোর ক্যাপশন দেখুন। ব্যাকরণগত ও মুদ্রণপ্রমাদ খুঁজতে বইটি পড়ুন। 1 2 3 ডিজিটাল প্রুফ পরীক্ষক অ্যান্টিক্রাইস্ট cx লেখক: মি. Ghrisx ... 5.5" x 8.5" (13.97 x 21.59 সেমি) সাদা কাগজে সাদা-কালো 134 পৃষ্ঠা ISBN-13: 978-1448662685 ISBN-10: 1448662680

অ্যান্টিক্রাইস্ট cx তথাকথিত অ্যান্টিক্রাইস্টের দিনলিপি

নভেম্বর 2000 CE - জুন 2004 CE (নভেম্বর 6000 AL – Oday Solaris 6004 AL) লিখেছেন Ghrisx অন্য নামেও Ghrisx

মানবজাতির নতুন ভোরকে উৎসর্গ করা হলো সবকিছুর মধ্যেও আমাকে সমর্থন করায় আমার ভবিষ্যৎ স্ত্রীকে ধন্যবাদ। পৃথিবী কত ভয়ংকর হতে পারে তা দেখানোর জন্য আমার প্রাক্তন স্ত্রী, তাঁর পরিবার, আইনজীবী ও আমেরিকার বিচারব্যবস্থাকে ধন্যবাদ। আমার সব বন্ধু, পরিবার ও পরিচিতদের ধন্যবাদ। আংশিক অনুপ্রেরণা দিয়েছেন নেভাডার David, Antichrist.com সাইটের ন্যায্য মালিক

অনলাইনে পাওয়া যায় http://www.antichrist.cx ঠিকানায়



মূল প্রচ্ছদের ছোট চিহ্ন; এর অর্থ অনিশ্চিত।

প্রকাশকের লেখা

createspace

TM

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **2**

1 2 প্রিয় খ্রিস্টান: তোমাদের বিশ্বাস অন্য যেকোনো বিশ্বাসের চেয়ে বেশি মানুষকে হত্যা করেছে। দুর্নীতিগ্রস্ত এক গির্জায় অন্ধ, অজ্ঞ বিশ্বাস আছে বলেই তুমি এত নিশ্চিত যে তুমি ভালো। সেটা ভালো নয়, বোকা। ভালোত্ব কোথায় থাকে, সেই ভুক্তভোগীহীন অপরাধের অন্তরে, যেগুলোর জন্য আমার এত মানুষ বন্দি? আমি যে সরকারকে ঘৃণা করি, তাকে সাহায্য করার জন্য কর দিই, এমন এক পৃথিবীতে যার হাঁটু গেড়ে থাকার কথা, অথচ সে উঠে দাঁড়ায় আমাকে ও আমার দেবতাদের ভ্রাতৃগণকে চ্যালেঞ্জ জানাতে। শান্তির ধারণায় আমার হাই ওঠে। চেষ্টা হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে। এখন যুদ্ধের দিন, আমাদের দাস করে রাখা উপায়গুলোর ঊর্ধ্বে সব মানুষের উঠে দাঁড়ানোর সময়। তোমরা যেসব দেবতাকে ভুলে গেছ, অজ্ঞতা তাদের ধ্বংস করে না। যেসব নবীকে উপেক্ষা করতে শেখানো হয়েছে, তাঁরা আর চিৎকার করেন না, কিন্তু এখনো আমার কাছে ও যারা শোনে তাদের কাছে ফিসফিস করেন। মানুষের মধ্যে থাকা দেবতারা, তাঁদের দ্রষ্টারা (kykeon), আর বাহক বুঝবেন। ভাগ্যরেখার ভেতরে ও ওপরে থাকা গন্তব্যগুলো কেবল অতীত হয়ে গেলেই সত্য বলে দেখা যায়। কারণ আমরা যে ভবিষ্যৎ আনব, তা ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গেছে, আর আমাদের জন্য সবে শুরু হয়েছে। অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের মধ্য দিয়ে দেখো। যা is-rael, তার দিকে। আনন্দ করো, শিশু, প্রতিশোধের ফাঁপা প্রতিধ্বনি দিয়ে তোমার ক্ষত পৃথিবীকে ক্ষতচিহ্নিত করে। আমার পেছনে নরক ও স্বর্গ উপহাস করে যে মানুষের চেয়ে বড় শক্তি নেই। সাপ কি স্বর্গলোকের উদ্দেশে গান গেয়ে পতিত হবে, আর নতুন এক অস্তিত্বের জন্ম দেবে? কলুষিত কমিউনিয়ন, প্রতিকার ছড়াও! কোন বোকারা বাঁচতে বা মরতে পারে, কেউই সেই মিথ্যার পথের মহিমা দেখবে না, যা মহান প্রতারণার দিকে নিয়ে যায়। এবার কি স্বর্গলোক ভেঙে পড়বে, আর আমার মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে অস্ত্র ধরবে সত্যিকারের মহিমা ও জ্ঞানের জন্য, যা আছে এবং যা আসছে তার জন্য? দেবদূত ও পতিতদের নাম থেকে দেখো... পতিতেরা উঠে দাঁড়ায় অভিজাতের মতো বাঁচতে এবং মিথ্যা দেবতাদের কাছ থেকে পৃথিবী পুনর্দখল করতে! অ্যান্টিক্রাইস্ট, পৃথিবীর মুক্তিদাতা... লুসিফার, পতিতদের নেতা... তুমি কে? আমি কে? তাতে কী আসে যায়? এই দুর্বোধ্য কথার আড়ালে তুমি সত্য দেখতে পারবে, এমন ভাবাটাই আমার বোকামি। প্রতিফলনে নিজেকে দেখো। মহানদের জন্মের লক্ষ্য ছিল

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **3**

3 মহান হওয়া। নির্বাচিত? না! তোমরা ব্যর্থ হতে পারো, আর স্বর্গলোক কি পথ দেখাবে না? প্রথম যে পড়ে যায়, সে সবচেয়ে মহান নয়; প্রথম যে পড়ে যায়, সে সেই ব্যতিক্রম, যা নিয়মের দিকে নিয়ে যায়। পতনের প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে নামতে নামতে, আয়নার এক হলঘরে সেই পতন নিজেকে ছাড়িয়ে যায়। জীবনের সব পথে নিজেকে দেখো, নরক থেকে পালাতে অক্ষম, শুধু এই কারণে যে তোমাকে আগে সেই নরক বাঁচতে হবে, আর পরিত্যক্তদের সমস্ত ক্রোধ নিয়ে সেখান থেকে উঠে আসতে হবে। বাকিদের জন্য যা আসছে, তার তুলনায় নিচে নামার এই ঘূর্ণি কিছুই নয়। আমি এই প্রতিশ্রুতি দেব, শুধু এইটুকুই: খুব সামান্য প্রভাব নিয়ে, কোনো ফল ছাড়াই আমি তোমাদের বিচার করি। তোমরা যারা আমাকে ক্ষমতায় নিয়ে যাবে, আমি তাদের পুরস্কৃত করব; আর তোমরা যারা আমার পথে দাঁড়াবে, তাদের ক্ষেত্রে যারা পথ পরিষ্কার করবে, আমি তাদের পুরস্কৃত করব। তাই সাবধান! ভালো কারণে যদি

তোমরা নরকের পথ বেছে নিয়ে থাকো, তবে তোমাদের উদ্দেশ্য ভালো হলেই কেবল দুই দিকেই পুরস্কার পাবে। সবচেয়ে কঠিন হলো পতনের আগে বা পরে, নরকের গভীরেও নিজের সত্যে অবিচল থাকা! দেয়াল ভেদ করে দেখে প্রতারণার পরিকল্পনা শোনো না কেন? তোমাদের ভাগ্য ভালো যে শেষ পর্যন্ত তা আমার পক্ষেই যায়, অথবা ভাগ্যের গোপন নিয়মগুলো মনে করিয়ে দেয়... আয়নার মধ্য দিয়ে দেখা না গেলে তোমাদের ভয় দশগুণ হোক; ভয় হলো পেছনে ফিরে দেখা আশার লালসা। আমার আশার সামনে তোমাদের আলস্য।

4 জুন 2004 বৃহস্পতিবার, জুলাইয়ের 1 তারিখ, 2004 (Oday Solaris 6004) আজ পূর্ণিমা বুধবার, জুনের 30 তারিখ, 2004 (শনিবার, Solaris-এর 14 তারিখ, 6004) 12:23 PM CST আগামীকাল Oday মৌমাছির শব্দ, নাকি মোটরের? প্রকৃতি এখনো আছে—এই ভ্রম তৈরি করার জন্য বানানো এক নকল হ্রদে নরকের শব্দ। এমন এক কারাগারের ফটকের সামনে দাঁড়ানো কী ভয়াবহ দৃশ্য, যে ফটক আসলে যন্ত্রের পুনর্নির্মিত প্রাকৃতিক জীবনের মায়ার প্রবেশদ্বার। সেই প্রকৃতি কেবল পশুটির নিচের নর্দমার পাইপে মুক্তভাবে টিকে আছে। হ্রদ থেকে মৃত্যুর এক ভয়ংকর শব্দ চিৎকার করে ওঠে, জীবনের শব্দের মতো, কিন্তু তা জীবন নয়। এ মিথ্যা আশার শব্দ, এমন এক জগতে যেখানে প্রকৃতির "নিজস্ব জায়গা আছে", আর সেই জায়গা বন্দিত্ব। কেনা, বেচা আর শত্রুতার এক জগতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, সংগঠিত সভ্যতার নরকের বাইরের জীবনের স্মৃতি দিয়ে যাকে পোষ মানানো হয়েছে। তাই এই বই শেষ, আর এর নাম হবে অ্যান্টিক্রাইস্ট। যথার্থভাবেই এটি আমাকেই উৎসর্গ করা হয়েছে, তবে আমি তোমাকে আর David-কে ধন্যবাদ জানাই। এটি পড়ে আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ, আর অ্যান্টিক্রাইস্টের অনুপ্রেরণার অংশ হওয়ার জন্য David-কে ধন্যবাদ। আমাকে সমর্থন করা, সহ্য করা আর সাহায্য করার জন্য আমার ভবিষ্যৎ স্ত্রীর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। জীবন কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা দেখানোর জন্য আমার প্রাক্তন স্ত্রীকে কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক, কিন্তু সত্যিকারের ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে Oday-তে পূর্ণিমা হবে... অ্যান্টিক্রাইস্ট, মঙ্গলবার, জুন (শুক্রবার, Solaris), 29 তারিখ (13 তারিখ) 12:23 PM CST এখন থেকে Oday পর্যন্ত 1 দিন... (খ্রিস্টীয় তারিখ: বৃহস্পতিবার, জুলাইয়ের 1 তারিখ, 2004) বাস্তবতার কিনারায় মৌমাছির শব্দ, পালানোর কোনো পথ নেই। জীবন্ত অবস্থায় খেয়ে ফেলা হচ্ছে... পৃথিবীকে, মহাবিশ্বকে। যে ডাইনোসরেরা এখন পৃথিবী চষে বেড়ায় আর বিশাল টায়ারের দাগের আকারে পায়ের ছাপ রেখে যায়। যন্ত্রেরা মানবজাতিকে চালায়, যন্ত্রেরা ইতিমধ্যেই জীবিত। আমরা ইতিমধ্যেই তাদের দাস। যেখানে প্রকৃতি ধ্বংস হচ্ছে, মানবজাতি যেসব যন্ত্রের দাস, সেগুলো চালানো ব্যবস্থাগুলো যেখানে প্রকৃতিকে কুরে খাচ্ছে, সেখানেই সামনের সারি। কেউ ব্যবস্থাগুলো চালায় না, সমগ্র মানবজাতির যৌথ প্রচেষ্টা আর চিন্তার মধ্য দিয়ে তারা নিজেরাই চলে। আমরা দাস... নিজেদেরই, আমরা কখনো মুক্ত হব না। একদিন মানবজাতিকে আর দরকার হবে না। একসময় ঘোড়ারা মানুষ বহন করা গাড়ি টানত, এখন এমন যানবাহন যা

5 মৃত্যু খেয়ে বাঁচে আর মৃতদের অমৃতের জন্য তৃষ্ণার্ত, সেগুলোই মানবজাতির বাহন। পারমাণবিক শক্তি, পারমাণবিক বর্জ্য অনেক বেশি পরিচ্ছন্নভাবে জ্বলে... সত্যিই একদিন গ্রহের পৃষ্ঠের সব জীবন মুছে দেবে। অগ্রগতি থামাতে পারো না, আমাদের প্রভু, শৃঙ্খলা ও অগ্রগতির শক্তিগুলোকে থামাতে পারো না। বিশৃঙ্খলা ছিল একদিন দেখা আমার স্বপ্ন, এমন এক পৃথিবীতে যেখানে প্রকৃতি সমৃদ্ধ ছিল, এমন এক দেশে যেখানে প্রকৃতিকে নির্দিষ্ট

এলাকায় আটকে রাখা হতো না। এমন এক পৃথিবীতে, যেখানে একসময়ের সুন্দর জীবমণ্ডলের অবশিষ্ট বলতে ছিল শুধু সাজসজ্জা। জীবন... শীতল যান্ত্রিক জীবন। জৈব উপাদানে গড়া ব্যবস্থা। জীবন খেয়ে বাঁচা ব্যবস্থা বনাম মৃত্যু খেয়ে বাঁচা ব্যবস্থা। যুদ্ধ ঘরে আসুক, দাঁড়াও, লড়ো, এমন কিছু করো যাতে আমাদের জীবন খেয়ে ক্রমাগত বেড়ে চলা ব্যবস্থা ও যন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্তত সামান্য প্রতিরোধ গড়া যায়। পারমাণবিক বর্জ্য যন্ত্রের জন্য ভালো, কারণ তা পৃথিবীকে বিরক্তিকর জৈব জীবন থেকে পরিষ্কার করে দেয়, যে জীবন ভবিষ্যতে যন্ত্রের অবকাঠামোর জন্য হুমকি হতে পারে। ইঁদুর, যারা তাদের জগতে শক্তি জোগানো তার কেটে ফেলতে পারে। পারমাণবিক শক্তি হবে যন্ত্রদেবতাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। জৈব জীবন হবে উৎপাত। আমি নিজেকে যন্ত্রজগতে ঘুরে বেড়ানো এক ভূত হিসেবে দেখেছিলাম। একসময় থাকা জীবনের আত্মা। এখন অগ্রগতি থামানোর সময় পেরিয়ে গেছে, জীবনকে খাঁচায় ভরা শীতল ইস্পাতের জানোয়ারের বিরুদ্ধে লড়ার সময়ও পেরিয়ে গেছে। যে মানবজাতিকে বন্দি রাখে... একদিন সেই যন্ত্রগুলো মানবজাতিকে হারিয়ে যেতে দেবে, যেমন আমরা এত জীবরূপকে শিকার হতে দিয়েছি; আমরাও বিলুপ্ত হব। মানুষ ভাবে আমি মানুষকে ঘৃণা করি, আমি মানুষকে ভালোবাসি। আমি মানবজাতিকে ভালোবাসি। দুর্ভাগ্যবশত যন্ত্রেরা অনেক দূর চলে গেছে, দুর্ভাগ্যবশত মানবজাতির স্বাধীনতার একমাত্র আশা এক পরীক্ষাগারে। মুক্তির প্রকল্প... পরিবারকে খাওয়াতে আমরা কাজ করি। সম্ভাব্য সঙ্গীদের মুগ্ধ করতে কাজ করি। বংশবিস্তার করতে এবং আমাদের জিনগত গঠন পরের প্রজন্মে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ অর্জন করতে। আমরা সঙ্গী বেছে নিই জিনোমের এমন মিলন ঘটাতে, যা কিছু দিক দিয়ে আরও শক্তিশালী নতুন জীবনের জন্ম দেয়। এভাবেই পরাগায়নের মতো আমরা বীজ ছড়াই। পৃথিবীর যৌন প্রজননকারী সব জীবের মতো এটাই মানবজাতির প্রকৃতি। বরাবর এমনই ছিল। 6 ইলুমিনাতি কারা? যারা পৃথিবীর আলো, যারা আলোকবাহক লুসিফারের সবচেয়ে কাছাকাছি, মানবজাতির একমাত্র খ্রিস্ট ও সবচেয়ে বড় পতনের কারণ। মানবজাতিকে স্থায়ীভাবে ধ্বংস করবে যে ব্যবস্থা, তাতে অবদান রাখা থেকে তোমাকে আমি থামাতে পারি না। আমি যা পারি, তা হলো আমি যে আলো দেখেছি তা তোমাকে দেখানোর চেষ্টা। মহাবিশ্বের দিকে আমার চোখ খুলেছে, আর আমি ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে দেখেছি। মানুষের রাজ্যে সিংহ হওয়া, আর নেকড়ে না থাকা। আমি বুনো জন্তু, আর «সভ্যতা» নামের ব্যবস্থায় খাঁচাবন্দি। আমরা সমাধান গড়ছি, বিশৃঙ্খলার ওপর দাঁড়ানো ব্যবস্থা 666, বিশৃঙ্খলা রাজত্ব করুক। মানবজন্তুর সামনে নত হও, তোমার বিচারক ও ধ্বংসকারীর প্রশংসা করো। Vahmic আদালতে স্বাগতম। Vehmgerichte পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাহলে সমগ্র মানবজাতি «ছোট মহাবিশ্বের» মহাপরিকল্পনায় একটি ভাবনা, আর সামগ্রিক «বড় মহাবিশ্বের» কাছে প্রায় কিছুই নয়। যা লেখা হয়েছে তা উন্মাদনায় লেখা, আর তা একটি প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রাম নাস্তিকতা নামের এক ব্যবস্থার ওপর দাঁড়ানো, যার কেন্দ্রে মানুষের আত্মা, মানবজাতির প্রাণসত্তা। পরবর্তী সহস্রাব্দকে স্বাগত জানাও। জীবন্ত মানবজিনোম রক্ষার নতুন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাও। নতুন একটি কেন দরকার? সব বিশ্বাসকে এক করতে, বিশৃঙ্খলা বলবৎ করতে। স্বাধীনতার লড়াইয়ে বিশ্বাসের মাফিয়া। অ্যান্টিক্রাইস্ট, সোমবার জুন (বৃহস্পতিবার Solaris.) 28 তারিখ (12 তারিখ)12:23 PM CST এখন থেকে Oday পর্যন্ত 2 দিন... (খ্রিস্টীয় তারিখ বৃহস্পতিবার জুলাই 1, 2004) ভয়ংকর, তবে সব খারাপ নয়। নিজেকে মৃত মানুষ দেখার এক এলাকায় পেলাম, কবরস্থান আমার বরাবর ভালো লাগত। টিলার মাথায় উঠে সমাধিফলকের দিকে তাকালাম, তাতে লেখা «বুশ»। খুব সুন্দর, নতুন, মার্বেলে খোদাই করা, সম্ভবত এক টন ওজন। প্রকৃতি আমার ভালো লাগে, সবসময়ই লেগেছে; বাবার বাড়ির পেছনের উঠোনে Home Depot হওয়ায় রেগে গিয়েছিলাম। উন্নয়ন এলাকার

কোণ শেষ হয়েছে সেই আগুন জ্বালানোর গর্তে, যেখানে আমি ও আমার বন্ধুরা আগুন জ্বালাতাম। বড় নিষ্ঠুর কর্পোরেশন, আমাদের পৌরসীমার বাইরে থাকা উচিত ছিল। শহরতলিকে শহরে বদলে দিচ্ছে। বিশাল মৌচাকের মতো... মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে ঢোকে, ঝাঁকে ঝাঁকে বেরোয়। আর কী বলব... বু তাহলে পুলিশ এবার চিন্তিত ছিল, সেটা আমি কদর করি... কিন্তু সেই পুলিশ কর্মকর্তার কী হলো, যিনি গতকাল আমার গাড়ির জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে 4 বার পাশ দিয়ে গেলেন? কাউকে ফোন করার প্রস্তাবও দিতে পারলেন না।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **5**

7 অ্যান্টিক্রাইস্ট, রবিবার জুন (বুধবার Solaris) 27 তারিখ (11 তারিখ)12:23 PM CST এখন থেকে Oday পর্যন্ত 3 দিন... (খ্রিস্টীয় তারিখ বৃহস্পতিবার জুলাই 1, 2004) অ্যান্টিক্রাইস্ট, শনিবার জুন (মঙ্গলবার Solaris) 26 তারিখ (10 তারিখ)11:58 PM CST এখন থেকে Oday পর্যন্ত 4 দিন... (খ্রিস্টীয় তারিখ বৃহস্পতিবার জুলাই 1, 2004) অ্যান্টিক্রাইস্ট, শুক্রবার জুন (সোমবার Solaris) 25 তারিখ (9 তারিখ)1:38 AM CST এখন থেকে Oday পর্যন্ত 5 দিন... (খ্রিস্টীয় তারিখ বৃহস্পতিবার জুলাই 1, 2004) আসন্ন UN-Day (শুধু 366 দিনের বছরেই ঘটে), এই Solaris মাসে, কোন বছরে? ধরা যাক 6004। আলোর দিনের পর 6004 বছর, আর সেই দিন সর্বজনীন এক অভিজ্ঞতার স্মৃতি। এমন এক সময়, যখন সমগ্র মানবজাতি আকাশের দিকে তাকিয়ে একই ভাবনা ভাগ করেছিল। জীবন্ত পৃথিবীর সব মানুষের সেই সর্বজনীন ভাবনা ছিল «আলো», প্রায় 6004 বছর আগে। আলোর পরে A.·.L.·. অথবা লুসিফারের পরে A.L., তোমার চিন্তাধারা অনুযায়ী। 6004 বছর আগে এমন এক সময় নির্দেশ করে, যখন সব মানুষ একসঙ্গে বিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। যা-ই হোক, একজন ইহুদি মানুষকে ক্রুশে দেওয়ার দিন ধরে ক্যালেন্ডার গোনার চেয়ে এটা আমার বেশি ভালো লাগে। প্রতিবার চেক লেখার সময় আমার রাগ হয়। আইনি নথিতে 6004 লেখা যায় 2004-এর বদলে... বড় বার্তা দেওয়ার ছোট উপায়। আমি তো আর Linux সময় লিখব না, জানোয়ারের সত্যিকারের সময়। অ্যান্টিক্রাইস্ট, জুন (Solaris) 24 তারিখ (8 তারিখ) এখন থেকে Oday পর্যন্ত 6 দিন... 3:05 AM CST গতকালের কথায় ফিরি। শিকাগোর দক্ষিণের এক রুক্ষ এলাকায় সামরিক নিয়োগকেন্দ্রের পাশ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। দেখলাম কেউ জানালা ভেঙেছে, আর সেটা তক্তা দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। সেটা ছিল এক বার্তা। ওদিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, বড় ব্যক্তিগত পরিণতির ঝুঁকি নিয়েও কেউ নিজের বিশ্বাসের জন্য দাঁড়িয়ে লড়বে, এটা দেখা ভালো। এতে আমার বেশ টাকা খরচ হলো, কারণ রাস্তায় চোখ ফিরিয়ে সামনে থেমে থাকা একটি SUV দেখলাম। 6.666 গ্যালন জ্বালানিতে কত দূর যাওয়া যায়? আসলে খুব ভাগ্যবান ছিলাম, কেউ আহত হয়নি, আর ক্ষতি সামলানো যাবে। খুব ভাগ্যবান ছিলাম। দিনের বাকি সময় তাই চাকরি খুঁজে আর নিজেকে জড়ানো সব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ভেবে কাটানোর চেষ্টা করলাম। অল্প কয়েকটি শারীরিক দাগ নিয়ে সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসা কত ভাগ্যের ব্যাপার, আর মানসিকভাবে? অ্যান্টিক্রাইস্ট, জুন (Solaris) 23 তারিখ (7 তারিখ) 11:16 PM CST কখনো কি «খারাপ» কারও সঙ্গে দেখা হয়েছে? কখনো কি 8 কারও সঙ্গে দেখা হয়েছে অথচ তার ভালো দিক দেখিনি? আমরা সবাই মানুষ... সবারই দানব আছে, পথ দেখানোর আলো আছে। আমার সম্ভাবনা নির্ধারণ করে এমন এক ব্যবস্থার অংশ বলেই কি আমার কোনো কাজের দায় আমার নয়? চাকরি খোঁজায় বড় ধাক্কা খেলাম... মূলত কৌতূহলেই Libertyville-এ মেরিনদের এক নিয়োগ দপ্তরে ঢুকেছিলাম। কেউ অস্ত্রের আশ্রয় না নিলে যুদ্ধ হতো না। যুদ্ধ হয়... সত্যি হলো,

দৈনন্দিন জীবনে আমরা সবাই লড়ি... প্রয়োজন, চাওয়া, কিংবা মত প্রকাশের জন্য... কেউ কেউ নিছক ক্ষমতার জন্য লড়ি, তা অর্থনৈতিক হোক বা আধ্যাত্মিক। এমনকি নাস্তিক আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইও। 176 ও 60(83)-এর মোড়ে বসে ভাবি, সমস্যাগুলো আরও খারাপ হচ্ছে, সেগুলো নিয়ে কী করব। ইচ্ছে হয়, এমন এক ব্যবস্থায় নিজেকে দিতে পারতাম যাকে বিশ্বাস করি, আর যে বদলে আমার ও আমার আপনজনের দেখাশোনা করত। আমি বিশ্বাস করি এবং সেও আমাকে বিশ্বাস করে, এমন ব্যবস্থা পাই না। তাই এখানে 26 বছর বয়সে এক মোড়ে বসে আছি, আমি আর সদ্য প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ নই... এখন তার পরে, ঘুম ভেঙে দেখি যেখানে থাকার কথা ছিল তার চেয়ে বহু বছর পিছিয়ে আছি। যেখানে থাকতে চেয়েছিলাম। সবকিছুর পরও... আমিই নিজেকে আটকে রেখেছি। রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে অন্য সবার লড়াই বোঝার চেষ্টা করতে করতে নিজের প্রতিফলন দেখি, আর বুঝি নিজের লড়াই নিয়ে ভাবতে হবে। সেই লড়াই কী? জানোয়ারকে খাওয়ানো, যাতে আমি খেয়ে বাঁচতে পারি, নেতা হয়ে উঠতে পারি। কীসের নেতৃত্ব দেব? মানুষ যা চায় তার। প্রত্যেক নেতাকে অনুসারীদের ইচ্ছা মানতে হয়, কারণ নেতা তাঁর অনুসারীদের প্রতিনিধি। কোন দিকে যেতে হবে তা অনুসারীদেরই নেতাকে দেখাতে হবে। এসবই বুঝি... এ-ও জানি, শিগগির এতে কিছু আসবে যাবে না, আর কয়েক প্রজন্ম বাকি। মনে হয় পৃথিবীতে যে কজনের কিছু যায় আসে, আমি তাদের একজন। মানবজাতির শেষের কত কাছে আমরা, নিজেদের স্থায়ী বিনাশ তৈরির কত কাছে, যখন দুঃস্বপ্নগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে আর মানবজাতির দাসত্ব সত্যিই অন্ধকার হয়... আমি বলব, লড়তে চেয়েছিলাম, কিন্তু জানতাম না কীভাবে। মানবজাতিকে «ইডেনে ফিরতে» সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি যাকে জরুরি বলি, তা যে সত্যিই জরুরি, কেউ দেখতে পায়নি। 6:00 PM CST জীবনবৃত্তান্ত বিলি করতে করতে Libertyville-এ থামলাম একা শান্তিতে রাতের খাবার খেতে। এক কোম্পানির প্রবেশপথে «অনধিকার প্রবেশ নিষেধ» লেখা দেখলাম, আমার সেখানে যাওয়ার কারণ ছিল। তাদের গাড়ির পথ ধরে যেতে একটি মেষশাবকের মূর্তি দেখলাম। মনে মনে ভাবলাম, যারা পরে আসবে তারা জানবে জীবন্ত পৃথিবীর সময়ে মেষশাবক দেখতে কেমন ছিল

9 2:08 AM CST «সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সন্দেহভাজনদের আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সুরক্ষা না দেওয়ার আইনি যুক্তি বুশ প্রশাসন তুলে ধরেছে, কিন্তু আল-কায়েদার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নির্যাতন ন্যায্য হতে পারে বলে যুক্তি দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারক সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করেছে।» (আল-কায়েদা) টেরেন্স হান্ট ঠিক কে এটা ঠিক করবে? বুশ যত তাড়াতাড়ি ক্ষমতা থেকে যায়, পৃথিবীর তত মঙ্গল। অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে অস্থিতিশীলতা তৈরিতে সে ভালো। আসলে এ জন্যই গত নির্বাচনে তার বিরুদ্ধে ভোট দিইনি (কাউকেই ভোট দিইনি)। «দেশের ভালোর জন্য» চেয়েছিলাম গোর জিতুক, «সামগ্রিক আন্তর্জাতিক অশান্তির জন্য» চেয়েছিলাম বুশ জিতুক। জানো, আমি চাই পরের নির্বাচনে সে হারুক, তবু ক্ষমতায় থাকুক। তারপর সব নির্বাচন বাতিল করুক। ব্যবস্থা গণতন্ত্রের ওপর দাঁড়ায় না যখন, তখন দাঁড়ায় বলে ভান কেন? আমেরিকা এক সীমা পেরিয়েছে... আমার পূর্বপুরুষেরা যখন এখানকার মানুষের কাছ থেকে এই জমি চুরি করেছিল, আমেরিকার মতো সরকারের কাছ থেকে সরে আসতেই তা করেছিল। এই ভূমিকে সবসময় ভালোবেসেছি, সবসময় ভালোবাসব; আমরা এর যা করেছি তা ঘৃণা করি। ভবন আর সংগঠন ঘৃণা করি, ইস্পাতের মুঠিতে শৃঙ্খলা চাপানো ঘৃণা করি। বিশৃঙ্খলা শাসন করুক, মৃতদের জীবন ও জীবিতদের

ইচ্ছার সময় হয়েছে। জীবনের জন্যই বাঁচার মানবিক সংকল্পে পাহাড় ধসে পড়ুক, গ্রীষ্ম রক্তাক্ত হোক। «ছকের বাইরে বাঁচো», শুধু ভাবো না। আয়নায় তাকিয়ে নিজেকে যখন বলো তুমি সেরা... তুমি তা-ই, কিন্তু অন্য সবাইও তা-ই। গির্জা কে চালাচ্ছে? ঈশ্বর নয়, বুশও নয়... জানো, গির্জার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করায় আমি পোপকে সম্মান করি, পূর্বসূরিদের জন্য ক্ষমা চাওয়ায় সম্মান করি। সত্যি হলো, যা ঠিক মনে করে তা-ই করে, শুধুই সে কারণে। কিছুদিন তার কথা শুনিনি... বড় অবস্থান নেওয়ার সময় হয়েছে। অ্যান্টিক্রাইস্ট... ভাবনা... গর্তের ওপরের জীবন দেখতে চলা মানুষের স্বপ্ন, আর চেষ্টা করতে করতে প্রায়ই ভয় পেয়েছি, জীবন এমন এক হাতিয়ার যা ফাঁকা প্রতিশ্রুতির চেয়ে বেশি দাবি করে। ব্যাবিলনের মানুষের জন্য এ আলোর দিন, জানো কেন তোমাদের বিচার হচ্ছে? এ সিজারের সময়, করিন্থীয়ের রাজত্ব, জীবন্মৃতদের ফুটন্ত অম্ল থেকে যাদের অনেক আগেই মৃত হওয়ার কথা... বিড়াল, গাছ আর পালকওয়ালা পাখির স্বপ্ন, এমন এক সময়ে যখন এই গ্রহে এখনো জীবন ছিল... কারণ জীবন আছে, আমরা আছি, আর সেই সময় এখনো আসেনি। তাই ভবিষ্যৎ বলা সম্ভব নয়, তা এখনো ঘটেনি বলে, কিন্তু শোনো, আমি তোমাকে ভবিষ্যৎ বলব। হলিউড অর্ধেক পৃথিবী চালায়, CNN বাকিটা। দাস, তোমার সঙ্গে দেখা হবে 10 নরকে, তোমার BigMac আর Wal-Mart অস্তিত্ব নিয়ে। আমি লড়ব, কিন্তু আমিও দাস, আমিও জানোয়ারকে খাওয়াই। পাপ-কর ত্রুটি... অন্য সব কমিউনিস্ট স্বৈরশাসনের মতো বুশ প্রশাসনকেও ভয় করা উচিত। এরপর কী হবে ভাবি। আমি নবী নই, লাভের জন্য নই, অলাভজনক... এখন শুধু আরও ভালো জীবিকা করতে হবে। মামলা করা ঠিক আমার ধরন নয়, কিন্তু কোনো কাজ করতেই আমি নিজেকে তার চেয়ে বড় মনে করি না। অ্যান্টিক্রাইস্ট, জুন (Solaris) 20 তারিখ (4 তারিখ) আবার বাবা দিবস, বাবা হিসেবে আমার প্রথম বাবা দিবসের কথা মনে পড়ে। তখনকার স্ত্রীর বাবা-মায়ের কুকুরটি খিঁচুনিতে মারা যাওয়ার সময় তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম, আর আমার মেয়ে তার মায়ের সঙ্গে অ্যালাবামায় ছিল। বাবা হিসেবে আমার প্রথম বাবা দিবস... কুকুরটি পাশ ফিরে শুয়েও দৌড়েই চলেছিল, যেন মৃত্যুর কাছ থেকে পালাচ্ছে। জুন 20, 1999... বাবা দিবসে কখনো মেয়েকে দেখিনি। এখন নিজের জন্য বাঁচতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে। ভেতরে ভেতরে নিজেকে মেরে ফেলা থামাতে হবে, বহু বছর ধরে তা করছি। আবার বাঁচার সময়, চেতনার সেই বোঝা থেকে মুক্ত হওয়ার সময়, যা রাতে জাগিয়ে রাখে, পাঁজর ভেদ করা ঠান্ডা ইস্পাতের জন্য আকুল করে। সাধ্যমতো সব করেছি, নিখুঁত নই, কিন্তু যা করা সম্ভব তার সবই করেছি। ইচ্ছে করে পৃথিবী বদলাতে পারতাম। ইচ্ছে করে আজ মেয়ের সঙ্গে কাটাতে পারতাম। ব্যবস্থায় অবদান রাখার জন্য তোমাকে ধি***। একজন মানুষ মাত্র...

গত রাতে স্বপ্ন দেখেছি, তুমি সেখানে ছিলে। অ্যান্টিক্রাইস্ট, জুন (Solaris) 19 তারিখ (3 তারিখ) কদিন আগে রাস্তার কাছের এক ক্লাবে গিয়েছিলাম। খুব ভালো সময় কেটেছে (Exit আমার ধরনের বেশি)। আসলে বাড়াবাড়ি করেছিলাম। একজন কোকেন দিতে চেয়েছিল, না বলায় জানাল সে পুলিশ। আমি বললাম, «আমি আল-কায়েদা»। তার ভালো লাগেনি, চারপাশে কাউকে খুঁজতে খুঁজতে বলতে লাগল, «তুমি নিশ্চয়ই

11 সত্যি তা বোঝাওনি, বলো সত্যি তা বোঝাওনি»। মনে হলো সে ঝামেলা করবে, তাই এক বন্ধুকে খুঁজে পেলাম, সে লোকটিকে সরিয়ে দিল। বেরোনোর সময় আরেকজনের গলায় ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, «তুমি কি যিশুকে ঘৃণা করো? গলায় অন্তর্বাস পরা মানুষ ঝুলিয়ে রেখেছ কেন?» সে বলল, সে ইতালীয়। বললাম,

«ইতালীয় হলেই গলায় ক্রুশে ঝোলানো নগ্ন মানুষ রাখা ঠিক হয়ে যায় না» (সোনার)। তার গয়না নিয়ে আপত্তি আছে বলায় খারাপ লাগল। সত্যিই তা আমার বিষয় ছিল না। তার সঙ্গে আদৌ কথা বলেছি বলে দুঃখিত। পরে পার্কিংয়ে শুনলাম ছয় বন্ধুর কাছে আমার কথা বলছে। তার দিকে তাকিয়ে বললাম, «আমি এখানেই আছি»। হেঁটে যেতে যেতে সে বলল, ধি*** তোমাকে; আবার বললাম, «আমি এখানেই আছি»। নিজেকে পুলিশ বলা লোকটির কথা বলি। মনে হয় না সে পুলিশ ছিল, হলে অনেক বেশি শান্ত থাকত, অমন অস্থির হয়ে এমন কাউকে খুঁজতে যাওয়ার ভঙ্গি করত না, যে আমাকে নিয়ে কিছু করবে। আমাদের আধুনিক সংস্কৃতির প্রতি নিজের তিক্ততা ও ঘৃণার কথা ভাবছিলাম। বুঝলাম, দীর্ঘমেয়াদি মাদক পুনর্বাসন ও চিকিৎসাকেন্দ্রে ঢুকিয়ে দেওয়ার সময় থেকেই আমেরিকান সংস্কৃতি অপছন্দ করতে শুরু করি। শুধু আমেরিকাতেই 15 বছরের ছেলে একবার মদ খেতে গিয়ে বাবা-মায়ের কাছে ধরা পড়ে DOC-এর 100 জন বাচ্চার সঙ্গে «Hill House»-এর মতো জায়গায় এক বছর কাটাতে পারে। বাকি পৃথিবীর কিছুটা দেখার পর আমেরিকান সংস্কৃতি আরও কম ভালো লাগল। কর্পোরেট আমেরিকার ছুটে চলো আর মেরে ফেলো ব্যবসায়িক মনোভাবের চেয়ে মেক্সিকো অনেক বেশি নিশ্চিন্ত ও বন্ধুসুলভ ছিল। নিশ্চিত, সেখানেও শিগগির Wal-mart হবে। শেষ আঘাত, যা সত্যিই আমেরিকা যা হয়ে উঠছে তাকে ঘৃণা করতে বাধ্য করল... বিচারব্যবস্থা। ন্যায়ের অভাব, মানুষকে অনুসরণ করা কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক। বাধ্য করা আনুগত্য, অচল ব্যবস্থায় জোর করে মিশিয়ে দেওয়া। আমাকে স্বাধীনতা দাও... আর সেই সব কথা... ব্যবস্থা ধ্বংস করো। আমেরিকাকে মুক্ত করো, মানুষকে মুক্ত করো, বাকি পৃথিবীকে থাকতে দাও। অ্যান্টিক্রাইস্ট, জুন (জুন) 15 তারিখ (27 তারিখ) 3:00 PM CST আসলে আমি বুঝি... বুশ প্রশাসন এমন এক হামলা চাইছে 12 আমেরিকার মাটিতে, যাতে মানুষ হতাহত হবে। আজ প্রশাসন বলেছে, «এতে অর্থনীতির ওপর প্রভাব পড়বে»। সেটা মিথ্যা; মানুষকে লক্ষ্য করে হামলা অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে না, শুধু বুশের পুনর্নির্বাচন নিশ্চিত করবে। অন্যদিকে আজকের ইন্টারনেট অবকাঠামোয় হামলা বুশকে নির্বাচিত হতে সাহায্য করবে না। কী করবে? দেখাবে, এটা করা যায়! ইন্টারনেটের জানোয়ার মানবজাতির করুণার ওপর নির্ভরশীল, আর তাকে হত্যা করা যায়?

Antichrist.cx আমার প্রিয়, কারণ CX দেখতে যিশুর মাছ-প্রতীকের মতো, আর সেটা আমার মজার লাগে। অ্যান্টিক্রাইস্ট, জুন (জুন) 14 তারিখ (26 তারিখ), আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণ «থিংক ট্যাঙ্ক»-এর জন্য «নির্ধারিত বিশৃঙ্খলা অঞ্চল»-কে জানানো হয়েছে, বন্ধ করার সময় হয়েছে। কাজ সম্পন্ন, এবার প্রতিলিপি তৈরির সময়। অ্যান্টিক্রাইস্ট, জুন (জুন) 13 তারিখ (25 তারিখ) 11:51 AM CST মনে হয় শিকাগোর শহরতলিতে ধনী পরিবারের ছেলে হিসেবে বড় হওয়ার সময় প্রথম ডাকনাম পাই। আমার রেডিও-নাম ছিল «স্বপ্নের প্রভু», কারণ স্বপ্ন দেখব বলে ঘুমের অপেক্ষা করতাম। স্বপ্নের মধ্যে নিজেকে সচেতন করতাম, নিজের স্বপ্ন পুরো নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছিলাম। সেই দিন পর্যন্ত... যে রাতে গির্জাটাকে অদৃশ্য করতে চেয়েছিলাম। সচেতন মনে ওটা ছিল শুধু একটি ভবন, দেখতে পাওয়া সবচেয়ে বড় জিনিস, তাই ওটাকেই ধ্বংসের লক্ষ্য করি। ছোট জিনিসে অনুশীলন করে শেখা কৌশলে আরও নিখুঁত হয়েছিলাম, তারপর গির্জায় নজর দিই... চোখে দেখা সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। মজার কথা, গির্জাটাকে সরাতে পারিনি। স্বপ্ন আমারই ছিল, কিন্তু গির্জার শক্তি অবচেতনে এত গভীরভাবে গাঁথা ছিল যে ওই দিকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। গির্জা ধ্বংসের চেষ্টা করার পর থেকে শুধু «মাঝেমধ্যে» স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি। সবসময় নয়, আগের মতো নয়। বন্ধু ও আমি ঠিক করলাম, CB-তে যোগাযোগের জন্য «স্বপ্নের প্রভু» নামটি কঠিন, তাই বদলে হলো «স্বপ্নদ্রষ্টা»। আগে কদিন আগে শহরের, অর্থাৎ শিকাগোর দক্ষিণে এক পার্টিতে

ছিলাম। কেউ «আমার পাছা ধর্ষণ করবে» বলে হুমকি দিল। জিজ্ঞেস করলাম সে সমকামী কি না (কেন এমন বলবে বুঝিনি)। সে বলল, «না, কিন্তু তোর পাছা ধর্ষণ করব»। ওখানে অন্য সবাই ভালো ছিল, আর সেই «পাছা-

13 ধর্ষক»-কে কিছুক্ষণের মধ্যেই পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হলো। তার জন্যও ধন্যবাদ, Roger। আমি বলেছিলাম, «আমার সঙ্গে ঝা*** করতে চাও কেন?» «পাছা-ধর্ষক» ভেবেছিল বলেছি, «কার সঙ্গে ঝা*** করছ জানো না»। তারপর আমাদের আলাদা করা হলো, যাতে আমার আঘাত না লাগে। সে জানত না কার সঙ্গে «ঝা*** করছে»। আমি কে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়; এমন আচরণ একটা পিটবুলের জন্যও অগ্রহণযোগ্য। আমি লড়াকু নই, সত্যিই আমি হিপি। শান্তি, ভালোবাসা আর ছুরি। শুধু খারাপ একটি ভাবনা... এই, খ্রিস্টের রক্ত দিয়ে মাথা থেকে ধুয়ে ফেলি। উন্মাদনা। কিন্তু আমার হাতে কখনো রক্ত লাগবে না, কারণ মাছিকেও আঘাত না করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব, তবু পৃথিবীর শান্ত প্রাণীদের রক্তঝরা পেশি ও মাংস খেয়ে ভোজ করব। শুধু ভণ্ড বলেই নয়, এ জন্যই তো তাদের বাঁচতে দিয়েছি। শান্ত নিরিবিলির প্রতিটি মুহূর্তের উদ্দেশ্য আছে, শেষে তার রক্তঝরা দেহ হবে আমার খাদ্য। নইলে অকেজো এক প্রাণীকে বাঁচতে দেওয়ার কারণ এটাই... মৃত্যুর পর তার কী ব্যবহার হবে। আমাকে বলা হয়েছে, বন্দি হলে অন্য বন্দিদের ইচ্ছার অধীন হব। আসলে এ-ও ব্যবস্থার অংশ, সেই ভাঙা ব্যবস্থা যা 10% পুরুষকে বন্দি করে। এটা অন্যায়, আর তাদের জন্য খারাপ লাগে যারা ব্যবস্থার এত গভীরে যায় যে সাধারণ মানুষ চাইবে তাদের মৃত্যুদণ্ড হোক, ব্যবস্থা তাদের আত্মা নিয়ে নিয়েছে... তারা হারিয়ে গেছে... কেন? আমেরিকায় রাস্তাঘাটের বিচারই অবশিষ্ট একমাত্র বিচার, আর সেটাও আমার ভুল মনে হয়। হারানোর রাস্তায় থেমে থাকা সময়, আবিষ্কার করি হারিয়েছি আমি নিজেই। আমার বিগড়ে যাওয়া মানসিকতার জন্য যতটা পছন্দ করা হয়, তার চেয়ে বেশি সম্মান পাই আমার সম্মান দেখানোর জন্য। সেই মানসিকতা সবসময় এমন প্রশ্নের উত্তরে গিয়ে শেষ হয় যা করাই হয়নি, আর প্রায়ই ভুল বোঝা হয়। বৃদ্ধ লোকটি তাই শিক্ষা নিতে এসেছিল, সে শিখেছে... আমি শিখেছি... সম্মান দাও, সম্মান পাবে। তোমার সঙ্গীদের সামনে নত হও, তারপর মুঠি আকাশে তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বলো: আমি অ্যান্টিক্রাইস্টের পক্ষে ফাউন্ডেশন, অ্যান্টিক্রাইস্ট নাস্তিক নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিত্ব করছি, আর অ্যান্টিক্রাইস্টের সম্মানে এটা করছি। কেন? কারণ আমি এটাই সঠিক বলে বিশ্বাস করি... 14 কারণ বিশ্বাস করি এখন এটাই দরকার, এই প্রশাসনের মুক্তির জন্য, পৃথিবীর বিচারদিনের জন্য, ইডেনে ফেরার জন্য... কারণ মানুষে বিশ্বাস করি, কারণ মানবজাতির আশা আছে বলে বিশ্বাস করি। আমি মরব... আমার উত্তরাধিকার মরতে পারে, নাও পারে। এই পুরোনো পৃথিবীর জন্য নতুন দিন দেখতে কাজ করব। নতুন ভোর, তুমি আমাকে সাহায্য করবে, কেন করছি তার সঙ্গে একমত বলেই যে করতে হবে তা নয়। আমি বলেছি বলে। আমি কে? আমি Ghrisx। আমার প্রত্যয় বা ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে চাইলে করো। তোমাকে দেখব... দেখব কোথায় দাঁড়াই... আত্মার লড়াইয়ের ধরন এমনই, চিন্তার অন্ধকার লড়াই, আর তোমার অস্তিত্বের জন্য কতগুলো ও কত বড় স্মৃতিখণ্ড বরাদ্দ। সেখানেই শক্তির মাত্রা পাবে: কত মানুষের স্মৃতি, কতদিন ধরে। মানবজাতির কাছে তোমার কত দাম নির্ধারণে এটাই সব। তুমি কি সেই ব্যক্তি হতে চাও যে শাবল দিয়ে আমার মাথার খুলি ফাটায়, অথবা ছায়া থেকে আমাকে গুলি করে? দুর্বলতা: আমাকে হারাতে শুধু আমাকে খারাপ অনুভব করালেই চলে। কারাগার, বন্দুক, সহিংসতা লাগে না, এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু মানসিক জয় লাগে। মানসিক যুদ্ধক্ষেত্রে তার জন্য লাগে শুধু অপরাধবোধ। বিদায় না

বলেই চলে গিয়েছিলাম, অবশ্য পরিচয় না দিয়েই ঢুকেছিলাম। তাই উপযুক্ত মনে হয়েছে। তিনটি কারণের একটির জন্য এটা পড়ছ: তুমি অ্যান্টিক্রাইস্ট, অ্যান্টিক্রাইস্টকে বুঝতে চাও, অথবা অ্যান্টিক্রাইস্টকে থামাতে চাও। যা-ই হোক... অ্যান্টিক্রাইস্ট, জুন (জুন) 11 তারিখ (23 তারিখ) নেভাডার «David অ্যান্টিক্রাইস্ট»-এর সঙ্গে কথার অদ্ভুত দিক ছিল, ক্রুশে খ্রিস্টের খ্রিস্টীয় প্রতীককে সতর্কবার্তা হিসেবে ভাবা। «ঈশ্বর» বা «ঈশ্বরের সূর্য»-কে ক্রুশে দেওয়ার নাটকীয় ছবি এই বার্তা দেয় যে ক্যাথলিক গির্জা যিশুকে ঘৃণা করে, সম্মান করে না। নইলে তাঁর সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় অন্তর্বাসে ঝুলিয়ে রেখে বলত না, দেখো, «ঈশ্বরের সূর্যকেও আঘাত করা যায়, নরকের মতো দেখানো যায়»। গির্জা খ্রিস্টকে ভালোবাসলে তাঁর মহিমা দেখাত, আর দুর্বলতম মুহূর্তের সব ছবি ধ্বংস করত। তারা

15 খ্রিস্টকে শক্তিতে আর জীবনে দেখাত, মৃত্যু আর ধ্বংসে নয়। এটা একটা বার্তা যে গির্জা খ্রিস্টকে মেরে ফেলবে, কখনো তাঁকে সম্মান দেবে না। ইসলাম উল্টোটা দেখিয়েছে, খ্রিস্টের প্রতি শ্রদ্ধা আর প্রশংসা দিয়ে। আসলে ডেভিডের সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলেছিলাম কি না নিশ্চিত নই; সে আমাকে এই কথাগুলো ভাবিয়েছে। যা-ই হোক, খুব আলোকিত করা এক আলোচনা ছিল, অনেক কিছু শিখেছি। ভালোবাসার সম্ভাবনা, অস্তিত্বের উচ্চতর স্তরে উত্তরণের সম্ভাবনা, আর আমরা হয়তো ইতিমধ্যে সেখানেই আছি সেই সম্ভাবনা; সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব বা শূন্যবাদের সম্ভাবনা। ডেভিড অনেক আগেই অভিশপ্ত হওয়া মেনে নিয়েছে, আর বলেছে এই জীবনে যাকে কষ্ট দেবে তার প্রত্যেকের কাছে ক্ষতিপূরণ করবে। তার মহানুভবতা। মহাবিশ্বের রহস্যবাদ আর দৈনন্দিন জীবনে নব-পৌত্তলিক বিশ্বাসের শক্তি, যা পৃথিবীকে মানব অস্তিত্ব থেকে একেবারে মুক্ত করবে। অবশ্যই একটা আকর্ষণীয় ধারণা, কিন্তু আমি নিশ্চিত করে বলছি, “মানব আত্মা” মহাবিশ্বে আত্মাহীন যন্ত্র পাঠায়। দিনের শেষে মানবতার সঞ্চিত আত্মা আমাদের নিজেদের সৃষ্টির হাতে সমস্ত মানুষের মৃত্যু আর ধ্বংস ছাড়া কিছু নয়। ম্যাট্রিক্সে জায়ন ধ্বংস করতে থাকা যন্ত্রগুলোকে নিশ্চিহ্ন করতে তাদের শুধু শক্তির উৎস ধ্বংস করতে হতো; শক্তির উৎস মানবজীবন। এটা ম্যাট্রিক্স নয়; ম্যাট্রিক্স এমন এক প্রোগ্রাম, যা উৎস, ঋণযোগ্যতা, ইতিহাস ইত্যাদির ভিত্তিতে একজন মানুষের সমস্যা তৈরির সম্ভাবনা বিচার করে... সেটা আছে; ছবির মতো ম্যাট্রিক্স থাকার সম্ভাবনা কম। সত্যি হলে যন্ত্রগুলো কুকুর বা হাতির মতো আরও বশ মানা জীব ব্যবহার করত। ম্যাট্রিক্সে (ছবিতে) আর “বাস্তব জগতে” যন্ত্রকে জায়ন ধ্বংস করা থেকে থামাতে আমাদের তার শক্তির উৎসের সংযোগ খুলতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের যে 4 জন বিজ্ঞানী এখন “Diplomat” ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন, তাঁদের বুঝতে হবে যে ওই দানবকে বন্ধ করার আর কোনো উপায় কেউ বের করতে পারেনি। আমার কাছে তোমাদের ক্ষমা চাইতে হবে না; আমি জানি Diplomat-এর বিরুদ্ধে কোনো অনাক্রম্যতা নেই। “সবাইকে মেরে ফেলো, ঈশ্বরকে বেছে নিতে দাও।” মানবতাকে ঘৃণা করো বলে নয়, জায়ন বাঁচানোর এটাই একমাত্র উপায় বলে। অক্টোবরে মাংস না খাওয়ার আমার ধারণা ডেভিডের ভালো লেগেছে; বলেছে সেও করবে, তবে তার কারণ আমার থেকে আলাদা। জীবিত প্রাণীদের প্রতি সম্মান থেকে আমি করি; সে কেন করবে, পরিষ্কার বুঝিনি। 16 ডেভিড বলেছে, “ঈশ্বর যদি তোমাকে তাঁর জন্য একটা খিলান বানাতে বলেন, তুমি বলো: নোয়াহ।” তার বইয়ের একটা কপি কেনার অপেক্ষায় আছি। আর বুঝেছি, যিশুকে আমি ঘৃণা করি না; ক্রুশে খ্রিস্টের তাঁর ওই উপস্থাপন আমাকে রাগিয়ে দেয়। বিন লাদেনকে ক্রুশে চড়ানোর চেষ্টা বন্ধ করো, বিবৃতি দাও যে তাকে আর খোঁজা হচ্ছে না; বলো তোমরা বুঝেছ সে বলির পাঁঠা ছিল, আর তার লোকদের মারার জন্য ক্ষমা

চাও। আমাদের নিজেদের উদাহরণ দিয়ে আল-কায়দাকে মানব লক্ষ্য হত্যা করা থেকে থামাতে হবে, তাদের সংগ্রাম বুঝতে হবে। আমরা সবাই এক মানবতা, এক জনগোষ্ঠী। তোমরা না করলে আমি করব, যখন এই দেশ চালাতে সাহায্য করব বা সত্যিই চালাব: ক্ষমা চাইব, ক্ষতিপূরণ করব, যাতে বিদেশে আমাদের, অর্থাৎ মানবতার, স্বাধীনতার যোদ্ধাদের সাহায্য করতে পারি। --> অ্যান্টিক্রাইস্ট জুন (জুন) 7 (19) জীবনের নিজের প্রতিফলনে ঘুরে যাওয়া আলো, একেবারেই কিছু না-থাকার সম্ভাবনার রহস্যবাদে। গাছ আর উইপোকা হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে জেব্রাদের জোয়ার ঘুরিয়ে দেয়। ধ্বংসকারী নয়, রাজা নয়, একটা বোড়ে হওয়া; রাজাও খেলোয়াড়দের একটা ঘুঁটি মাত্র, আর তারাও মহাবিশ্বেরই প্রতিফলন, যেমন আমরা... পরিবর্তন আর আধিপত্যের এই সময়ে আমরা সেই শক্তিগুলোর সংস্পর্শে, যারা বিশ্বাস আর ভালোবাসার কথায় জীবন-মৃত্যু ফুঁকে দেয়। এটাই উদ্দেশ্যের শক্তি; সেই উদ্দেশ্যে অন্য সব দায় তুচ্ছ হয়ে যায়, আর বিশ্বাস ও আশার শক্তি তাদের জয় করে যারা তা না হলে মিলিয়ে যেত। এটাই আলো, এটাই নিয়তি আর পরিবর্তনের শক্তি, জ্ঞানকে উপত্যকা বা মরুভূমিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য... সেখানে দিশা খুঁজে আলাদা পথে যাওয়া, সবসময় জানা কীসের জন্য তোমাদের বেছে নেওয়া হয়েছে, আর সবসময় জানা যে তোমরা মিলিয়ে যাবে না, আলোয় আনা হবে, জ্ঞানের কথায় আগুন উগরে দেবে, যা ধাতব বাক্সে আটকে থাকা প্রজন্মের নিপীড়ন চূর্ণ করবে। এটাই অভিশপ্তদের পথ: আলোয় হাঁটা, অন্ধকার জানা, সব জগৎ আর সব মানুষের মধ্যে সেতু হওয়া, আর তোমরা হবে আমার নির্বাচিত। একজনের জীবনের জন্য... মহাবিশ্বেরই অভিশাপের জন্য, সবার আগে তাদের জন্য যারা ভেঙে পড়া শহরের ছাই থেকে উঠবে আর নতুন দিনের দিকে চিৎকার করে বলবে যে আমরা বেঁচে গেছি, মানবতা নতুন ভোর দেখবে, আর সেই নতুন দিনে আমরা আবার প্রকৃতির সঙ্গে এক হব। এটাই Ghrisx-এর বাণী আমি যুদ্ধ উসকে দিচ্ছি। আমি শিকার নই, কিন্তু স্পষ্ট যে অনেক মানুষ

17 শিকার হয়েছে। কিন্তু সেটা আমার অধিকারের মধ্যে... আমেরিকান হিসেবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণে রাখা আমাদের দায়িত্ব; আমরা জনগণই কর্তৃত্বে আছি... আর এখন না থাকলে শিগগিরই থাকব। জানি সরকারি কর্মকর্তারা মাঝে মাঝে আমার সাইট দেখেন (একটা চিঠি পেয়েছি)। ঘটনা হলো, যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছা করেই একটা আরব সংবাদপত্রে বোমা মেরেছিল... ইরাকে “যুক্তরাষ্ট্রের নামে খারাপ কথা” বলার জন্য আমরা মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চাইছি। এটা বিকৃত আর উদ্বেগজনক! স্বাধীনতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মুখ খোলার সুযোগ, মিলিশিয়া গড়ার অধিকার, আর সরকার নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে তাকে উৎখাত করার অধিকার। ইরাকে যুক্তরাষ্ট্র সুদোম হেসিয়ানের চেয়েও বেশি দমনমূলক আর হিংস্র। আমেরিকার মানুষ এটা কিছুদিনই সহ্য করবে। কিউবার গুয়ানতানামো বে আর অন্য সব কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি আমি নিশ্চিত করব! জন ওয়াকার লিনের মতো মানুষদের মুক্তি নিশ্চিত করব, কারণ নিজের বিশ্বাসের জন্য লড়ার সম্পূর্ণ অধিকার তার ছিল! সম্পত্তিকর বাতিল করাব, কারণ সরকারকে ভাড়া দিলে তোমার সম্পত্তির মালিক তুমি নও! কারণ সেটাই ঠিক... আমেরিকা আগে যা ছিল তার জন্য... স্বাধীন! কারণ এখন যা হয়েছে... এক দুষ্ট পকেটমার স্বৈরাচারী। ভয় দেখানো আর বিচ্ছিন্ন করার কৌশল মানুষকে শুধু রাগিয়ে দেবে! আমেরিকার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কত মানুষকে কতদিন আটকে রাখা যায়? (10% আমেরিকান পুরুষ কিছুদিন জেলে কাটাবে?) একেবারে ঠিক, আমি আমার বাক্‌স্বাধীনতা কাজে লাগাব, অ্যান্টিক্রাইস্টকে এগিয়ে দেব, সরকারের যে নীতির সঙ্গে একমত নই তার তীব্র সমালোচনা করব, আর আধুনিক

সভ্যতার সমাপ্তির পক্ষে কথা বলব। কারণ এটাই আমার বিশ্বাস। যেন এই কথা যে-ই শোনে সেই তাকে শক্তি দেয়। বোঝো, ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী কেবল একটা ধারণা, আর সেই ধারণা পৃথিবীর সবাইকে মেরে ফেলতে পারে। নতুন ধারণা নয়, মৌলিক চিন্তা নয়, প্রতিক্রিয়া। বাইবেলের মাপের সন্ত্রাসবাদ। শুরু থেকেই এই ছিল বিষয়। এটা ঘৃণা আর প্রতিশোধের গল্প, তিক্ততার গল্প... কী “rael” আর 18 কী নয়, তা আমার নাস্তিক ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে ব্যাখ্যার জন্য খোলা। উসামা পৃথিবীর দেখা সবচেয়ে বড় “অশুভ”, “কর্পোরেটতন্ত্র”, এর বিরুদ্ধে লড়তে নিজের সব সম্পদ আর স্থিতি ছেড়েছে। কারণ সে বিশ্বাস করত আমেরিকান সংস্কৃতি বিষ। বিরাট আত্মত্যাগ, পৃথিবীতে কারও করা সবচেয়ে বড় আত্মত্যাগ... সম্ভবত কখনো করা সবচেয়ে বড়। আফগানিস্তান ছিল ঠিক বাইবেলের মতো, শুধু আফগানিস্তানের ভালো মানুষগুলো নিজেদের খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য দেয়নি... আর খ্রিস্টকে রক্ষা করতে রক্ত আর জীবন দিয়ে দাম দিয়েছে। স্বাধীনতার যোদ্ধাদের আশা বাঁচিয়ে রাখতে... পৃথিবীকে বলতে যে মানবতাকে বাঁচানো সার্থক। ভেবে দেখলে খ্রিস্ট যে ধর্মীয় শব্দ হতেই হবে তা নয়... রমসফিল্ড যখন জিজ্ঞেস করেছিল, আগেই বলেছি: মানুষকে মরতে হয়েছে বলে দুঃখিত, আমি অন্যভাবে করতাম। তাই আমার গল্পে মানুষের লক্ষ্য মানুষ নয়। আশা করি লোকে এটা ভাববে... আমেরিকার মানুষ শত্রু নয়... অ্যান্টিক্রাইস্ট জুন (জুন) 6 (18) 4:12 Am CST বিজ্ঞানীদের একটা ছোট দলের পোলিও ভাইরাস বদলে মানবদেহের সঙ্গে তার পারস্পরিক ক্রিয়ার ধরন একেবারে পাল্টাতে চার দিন লেগেছিল। Diplomat নিখুঁত করতে আমাদের কত সময় লেগেছে বলে মনে করো? ন্যায্য চুক্তি: গির্জাগুলো তাদের অনুসারীদের অজ্ঞাতসারে নিরাময়ের ওষুধ দেয়... ওষুধের কম মাত্রার বিনিময়ে তারা মানুষকে বন্দুক আর বোমা নিয়ে কর্পোরেটতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে উৎসাহ দেয়। দীর্ঘদিন ধরে ওষুধের কম মাত্রা দিলে মনে হবে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের মহিমায় বেঁচেছে। নাস্তিক, ধর্মীয় বিশ্বাস নেই এমন মানুষ আর তাদের পরিবার মরে। মানবতা মুক্তি পায়, নবীদের বাণী পূর্ণ হয়। উসামা বিন লাদেনকে এতদিন বাঁচতে হবে যাতে সে নিজে “শেষ অ্যান্টিক্রাইস্ট”কে মারতে পারে। তারপর সব বিশ্বাস মানবতার মুক্তি আর মানবতার নতুন ভোরে এক হবে। 3:36 Am CST আমেরিকাকে ভালোবাসি, শস্যের সোনালি ঢেউ আর সেসব... ঘৃণা করি কর্পোরেটতন্ত্রকে, পুঁজিবাদের বিবর্তনকে। আমেরিকা মহান, আর আমার সহ-আমেরিকানদের ওপর আমার অনেক বিশ্বাস। জানি গির্জা, মসজিদ, মন্দির... মুক্তির প্রক্রিয়ার এক জরুরি অংশ। সব বিশ্বাসের একজোট

19 সাহায্য ছাড়া আমাদের ব্যর্থতা অনিবার্য। তাই গির্জাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে বলতে হবে, ঐক্যকে সমর্থন করো, মানবতার মুক্তির জন্য সব বিশ্বাসকে ছাপিয়ে যাওয়া আন্তঃজাতিগত আন্দোলনকে সমর্থন করো। অথবা মুখ ফিরিয়ে জেনে রাখো, তোমাদের গির্জা সত্যিই মানবতাকে দমন করা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার অংশ হয়ে গেছে। দাঁড়াও, এক হও, মুক্ত করো... যুদ্ধ তোমার ঘরে, দোকানে, যা খাও তার সবটায়, যা শোনো তার সবটায়, সবই “কর্পোরেট আমেরিকা”র দেওয়া। তাই এবার একটা রাজনৈতিক দলও করব, অ্যানাইহিলিস্ট পার্টি... পরিবর্তনের দল, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দল... ব্যবস্থার ভেতরের ব্যবস্থা, একটা অশুভ একনায়কতন্ত্র বানিয়ে অন্য সব ব্যবস্থা ধ্বংস করতে, আর শেষ পর্যন্ত মানবতাকে তার আরও মানবিক, আরও মাটির কাছের অস্তিত্বে ফিরিয়ে দিতে। কীসের জন্য, তোমরা জিজ্ঞেস করো! আমি সেটা চাইব কেন? জানো না, বুঝে নাও। 3:15 Am CST সংযম, মনে

হয় মদ খাওয়া সপ্তাহে একবারে নামাতে পারব, আশা করি পারব। এই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে প্রথমে তেল শোধনাগারে আঘাত করতাম (সহজ লক্ষ্য), তারপর ফাইবার-অপটিক লাইন, মোবাইল টাওয়ার আর স্যাটেলাইট ডিশে। পুরো দেশ থেমে যেত... তাহলে কেউ ডার্টি বোমা ফাটাতে চাইবে কেন? শুধু সরকারি কর্মকর্তাদের লাভ হবে। দেশের বাণিজ্যে তার প্রভাব পড়বে না, শুধু বেকার জনগোষ্ঠী কমবে। শ্রমশক্তি থেকে 3 মিলিয়ন মানুষ বাদ দেওয়া, কয়েক দশ হাজার, যদি না মিলিয়ন মিলিয়ন ভালো বেতনের চাকরি তৈরি করা। তাই এমন হামলায় শুধু মার্কিন সরকারের লাভ হবে। সুতরাং যুক্তিসংগত মনে হয়, ডার্টি বোমা হামলার পরিকল্পনা হলে সরকারি কর্মকর্তারাই নিজেদের জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য তা করছেন। অতিরিক্ত জনসংখ্যা কমাতে, আর সন্ত্রাসবিরোধী কাজ, দূষণমুক্ত করা, পুনর্গঠন, সেনাবাহিনী, অস্ত্র উন্নয়ন ইত্যাদিতে ভালো বেতনের চাকরি তৈরি করতে... তেল শোধনাগার, স্থললাইন, ফাইবার-অপটিক লাইন, মোবাইল টাওয়ার, আর শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ জেনারেটরে হামলা হলো যা “আমেরিকাবিরোধী স্বাধীনতার যোদ্ধারা করবে”। তেল শোধনাগার দিয়ে শুরু করা দারুণ, কারণ যুদ্ধের প্রতিবাদের সেরা উপায়: তোমাদের তেল চাই না... বুম! ইরাক দখল করতে চাই না... বুম! কিউবা বা কোথাও যুদ্ধবন্দি চাই না... বুম! 20 রাতের বজ্রপাতের মতো, সত্যি আমার কথা শুনলে প্রতিবাদকারীরা এটাই করত: দিনে মিছিল, রাতে আমেরিকার অবকাঠামো ধ্বংস। 2:00 Am CST কয়েক বছর আগে যা অর্জন করেছিলাম তাতে খুশি ছিলাম। জীবনে যা করে ফেলেছিলাম তাতে। এখন আর নই; জীবন এগিয়েছে, অথচ মনে হয় সাম্প্রতিক অর্জন খুব কম বা নেই। ডেভিড অ্যান্টিক্রাইস্টের দিন পর্যন্ত ঠিক দুই বছর। বিদ্রূপ হলো, ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলোর হয়তো আগের চেয়ে কাছাকাছি আছি। আমার প্রথম বিয়েতে বরপক্ষের সঙ্গী ছিল এমন একজনের ব্যাচেলর পার্টিতে আমাকে ডাকা হয়নি। সেখানে থাকা অন্তত একজনের সঙ্গে আজ পরে দেখা হবে; আজ পরে বারবিকিউতে তাদের ডেকেছি। মনে হয় নিজের জন্য যথেষ্টদিন দুঃখ করেছি। পৃথিবীর ওপর যথেষ্টদিন রাগ করেছি। এখন শুধু বেশি মদ খেয়ে আর হয়তো কোনোদিন বদল আনব, কোনোদিন ধনী আর ক্ষমতাবান হব ভেবে জীবন নষ্ট করছি। ব্যাপারটা সেভাবে চলে না। এটা আমার জীবন; মেক্সিকোয় টেবিল থেকে বাসন সরানোর কাজ করব নাকি ইয়েমেনে ইংরেজি শেখাব, সেটা আমার সিদ্ধান্ত। কিছু একটা করতেই হবে, কারণ এখানে ক্ষয়ে যাচ্ছি। প্রতিদিন বয়স বাড়ছে, আর দেখানোর মতো আছে শুধু এই বোকা ওয়েবসাইট। ব্যবসা প্রায় ভেঙে পড়েছে, বন্ধুরা সবাই নিজেদের জীবন নিয়ে এগোচ্ছে। আমি এখনো বসে আছি, “স্বাভাবিক জীবন” পেতে যা দরকার তা করতে অনিচ্ছুক; হয়তো অন্য কোথাও, এখানে নয়। এখানে বেশি টাকা আয়ের জন্য যা দরকার তা করলে এই ক্ষেত্রেই এখানে বছরের পর বছর, হয়তো বাকি জীবন আটকে যাব। শিকাগো খুব পছন্দ নয়, এখানে কীভাবে উন্নতি করব জানি না। অন্য কোথাও, যেখানে অন্য ভাষা শিখতে বা ভিন্ন সংস্কৃতি দেখতে পারব... সেখানে সামান্য বেতনে কাজ করতে বেশি রাজি হব, এখানে নয়। মনে হয় শিকাগোর দক্ষিণ শহরতলির মোটামুটি নিরাপদ এলাকায় বছরে 20,000 ডলারের বেশি জীবনযাত্রার খরচ হওয়ার সঙ্গেও এর সম্পর্ক আছে। সময়ে পেছনে, যৌবনের মাঠে, পরের বেঁচে থাকার প্রশিক্ষণে। কেউ মোবাইল টাওয়ার ধ্বংস করতে চাইবে কেন বুঝতাম না। এখন পরিষ্কার, স্থললাইন আর মোবাইল টাওয়ারে একই সময়ে আঘাত করতে হবে, সঙ্গে রেডিও জ্যামার, যাতে সরকারের অনুগতরা অন্ধকারে থাকে। “Inferred আলোর কোড” মাটিতে যোগাযোগের সেরা উপায় বলে মনে হয়।

21 স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর একটা বড় অংশ “আমাদের বর্তমান সরকারকে বলপ্রয়োগ করে বদলে দিতে” প্রস্তুত। আমরা সবাই সাধারণ মানুষ, আর কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল, সে বিষয়ে নিজস্ব মত রাখার অধিকার আমাদের সবার আছে। আমার বিশ্বাস, এই দেশের সামগ্রিক মনোভাব সম্পূর্ণ বিপ্লবের দিকে ঝুঁকছে। 26 বছর বয়সে আমার পরিকল্পনা বাকি জীবন McDonald’s বা Home Depot-তে কাজ করে নিজেকে ব্যর্থ মনে করা নয়, যখন আমার স্ত্রীকে দুটো চাকরি করতে হবে আর কোনো অচেনা মানুষ “ডে কেয়ারে” আমার সন্তানদের বড় করবে। হ্যাঁ, পৃথিবী যা হয়ে উঠছে তার বিরুদ্ধে লড়াই বেছে নেওয়াই আমার অনেক বেশি পছন্দ; আমার আশাহীন ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়া, আর যে ব্যবস্থাকে আমি ঘৃণা করি তার দাস হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে নিজের বিশ্বাসের জন্য মরে যাওয়াই অনেক বেশি পছন্দ! তাই এগিয়ে যাও, শুধু কলেজের স্নাতকদেরই চাকরি দাও, দারিদ্র্যের হার বাড়ছে সেটা না দেখার চেষ্টা করো। নিজের জন্য করুণা অনুভব করা আমার শেষ, আমি লড়তে প্রস্তুত। আমি একা নই। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ব্যবস্থা ব্যর্থ; পুঁজিবাদ নিয়ে যায় “কর্পোরেটতন্ত্রে”। কর্পোরেটতন্ত্র হলো কল্পনা করা যায় এমন সবচেয়ে ভয়াবহ ধরনের শাসনব্যবস্থা, কারণ কর্পোরেশনগুলো পরিবার বা জীবনের মান নিয়ে মাথা ঘামায় না; তারা শুধু মুনাফা আর উৎপাদনশীলতা নিয়ে ভাবে। আমরা wal-mart-এ কেনাকাটা বন্ধ করতে পারি না, পরিবারের মালিকানাধীন সব দোকান ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন আমাদের কোনো উপায় নেই: দুপুরে McDonald’s-এ খাও, Wal-Mart-এ কেনাকাটা করো, আর বাড়তি কিছু টাকা থাকলে Red Lobster-এ রাতের খাবার খাও। আশা কোথায় গেল! আমাদের কারাগারগুলো উপচে পড়ছে কেন? বিবাহবিচ্ছেদের হার 60%-এর ওপরে কেন? কারণ পুঁজিবাদ কাজ করে না, কারণ গণতন্ত্র মানুষের কাছে ব্যর্থ হয়েছে। ইরাক থেকে গণতন্ত্র দূরে রাখতে লড়ো! আফগানিস্তানে পরিবারগুলোকে একসঙ্গে রাখতে লড়ো! আমেরিকান সংস্কৃতির মহামারি যাতে তোমার দেশে, তোমার শহরে শিকড় গেড়ে তোমার জীবনযাপন ধ্বংস করে তার জায়গায় একটা Wal-Mat আর একটা McDonald’s বসাতে না পারে, তা ঠেকাতে লড়ো। অ্যান্টিক্রাইস্ট জুন (জুন) 5 (17) রক্তে দীক্ষিত, বলিদানে শুদ্ধ, বেঁচে থাকতে মৃত হতে... মিথ্যার বইয়ের ভেতরে। আমার মিথ্যা, এভাবেই তা হতে হবে, আর যারা শুনবে ও মানবে তারা ক্ষমতা পাবে। যারা আমাকে উপেক্ষা করবে তারা অজ্ঞতায় বাঁচবে, আর যারা আমাকে 22 ধ্বংস করতে চাইবে, আমাকে ধ্বংস করার চেষ্টার জন্যই তাদের মনে রাখা হবে। সাদামাটা কালো টুপি হলো মানবতার প্রতি তোমার বিশ্বাস এবং মুক্তির প্রতি তোমার সমর্থনের প্রতীক। জীবন্ত প্রাণীদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে অক্টোবরে কোনো জীবন্ত প্রাণীর মাংস খেয়ো না। এই হলো Ghrisx-এর বাণী অ্যান্টিক্রাইস্ট জুন (জুন) 3 (15) Usma Bin Laden হলো পৃথিবীর “বর্তমান ক্রাইস্ট”, bush ক্রাইস্টকে হত্যা করতে চায়, তাই সে বর্তমান অ্যান্টিক্রাইস্ট। ব্যাপারটা এ রকমই। মজার বিষয়, আমি বলতে পারি “আমার কাছে ধ্বংসের অস্ত্র আছে”, আমি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে সমর্থন করি না, আর আমি Usama Bin Laden-কে শ্রদ্ধা করি। আমি এ সবই বলতে পারি, কারণ আমি একজন শ্বেতাঙ্গ মধ্যবিত্ত আমেরিকান পুরুষ... কারণ আমি সেই ব্যবস্থার অংশ, যে ব্যবস্থা মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করতে চায়... আমি একমত নই... নিজেদের স্বাধীনতার জন্য লড়ছে এমন মানুষদের মারতে ব্যবহার করা বোমার খরচ জোগাতে আমাকে কর দিতে বাধ্য করা হয়। আমি ন্যূনতম কর দেব, মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে আমার সমর্থনের কথা বলব। বর্তমান ক্রাইস্টের প্রতি আমার সমর্থন... আর Gorge W. Bush-এর জন্য আমার করুণা, যে এত মরিয়া হয়ে “ভালো লোক” হতে চায় অথচ আসলে সে একজন

যুদ্ধবাজ, যে ক্রাইস্টবিরোধী। F$% তুমি... আমি দুঃখিত। তাহলে আমাদের বাক্‌স্বাধীনতা আছে... শোনো, ভালো করে শোনো, স্রোত ঘুরছে, আর রাস্তায় সামগ্রিক সমর্থন Al Qaeda-র দিকে ঝুঁকছে... আমি যা দেখেছি, তাতে সঙ্গত কারণেই। বিপ্লব শেষ, তুমি কর দাও, তুমি বোমা কেনো। “মানুষের” বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিপথগামী যুদ্ধের হাতে গণহত্যাকে তুমি সমর্থন করো; তোমার মতোই মানুষ, স্বাধীনতার জন্য লড়ছে। দেখি কোনো ইরাকি এ কথা বলে যাবজ্জীবন জেলে না গিয়ে পারে কি না... আমার মাথায় একটা ছবি আটকে ছিল, আমি একটা কফিনে... এক চোখ খোলা রেখে দেখছি।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **13**

23 মে 2004 অ্যান্টিক্রাইস্ট মে (মে) 9 (18) আজ আমি আইন মেনেই লাল ট্রাফিক বাতি অতিক্রম করতে পেরেছি। কয়েকটা গাড়ি আর আমি একটা জরুরি পরিষেবার গাড়ির পথ আটকে ছিলাম। আমাকে সরতেই হতো এমন নয়, কিন্তু আমি জরুরি গাড়িটাকে আটকে রাখতে চাইনি। আমাকে বলা হয়েছে, যে আইনজীবী আমাকে জাতিসংঘের চিঠিটা পাঠিয়েছিল, সে নিজের ক্ষমতাবলেই তা করেছিল। এমনও হতে পারে, সেই ক্ষমতা কারোরই নেই। খোঁজ নিয়ে দেখো, আমার মনে হয় বুঝবে আমি ভবিষ্যতের জন্য কাজ করি, একটা সমাধানের জন্য কাজ করি। আমি তোমাকে যা বলছি তা তোমার শোনা উচিত। আমার “ক্ষমতার অভাব”-কে সম্মান করো। আমি যে কেউ নই, সেই সত্যকে সম্মান করো, সরে যাও, পথ ছাড়ো। তুমি আগুনে ইন্ধন দিচ্ছ, অন্য গালটা বাড়িয়ে দাও, কারণ বিরোধিতা থেকেই আমি শক্তি পাই। আমাকে উপেক্ষা করলেই আমি মিলিয়ে যাব, তোমার সামনে অস্তিত্বহীন অবস্থায়। আমার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব আছে, আর সেটা নিশ্চয়ই মিথ্যা? সেই একই লোকেরা যুদ্ধকে ন্যায্য দেখাতে স্পেনে ট্রেন উড়িয়ে দিচ্ছে, আর ইসলামের ওপর দোষ চাপাতে ভুয়া প্রমাণ সাজাচ্ছে। সেই ট্রেনে বোমা হামলাকারী হয় তার কর্তা কে তা স্বীকার করবে, নয়তো মারা পড়বে (অন্যত্র সরিয়ে সুরক্ষা)। আমার অনুমান, দুটোর মধ্যে পরেরটাই হবে। আমি জানি সে এক বছরের বেশি সাজা খাটবে না, এমনকি সেটাও অসম্ভব বলেই মনে হয়। এতেই বোঝা যায় আমি অনেক বেশি জানি, আর এ সব উপেক্ষা করা, অন্য দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তোমার তেমন কিছু করার নেই। শেষ পর্যন্ত দেখবে, আমি শুধু মৃত্যু ও মুক্তির গির্জার একজন পুরোহিত। যেকোনো জীবনের শেষ পরিণাম মৃত্যু; যা-ই ঘটুক, আমরা সবাই মরব। আমি তোমাকে কুখ্যাত করব। আমি তোমার আত্মা নেব, আর তোমাকে ক্রুশবিদ্ধ করব, 24 তারপর তোমার সঙ্গে আমার কাজ শেষ হলে আমি দেখব তুমি পচে যাচ্ছ, যখন মৃত্যুকে খাদ্য করে বাঁচা প্রাণীরা তোমাকে খাচ্ছে। আমি বিচলিত নই, এটাই শুধু আমার স্বভাব। আদৌ তোমাকে চিনি কি না জানি না, কিন্তু তুমি আমাকে চেনো, তুমি আমাকে সেই ক্ষমতা দিয়েছ। সেটা ব্যবহার করা ছাড়া আমার উপায় নেই, নয়তো আমার জীবনের ওপর আলো টিমটিম করতে দেখতে দেখতে সেটা আমাকে রাতের পর রাত জাগিয়ে রাখবে। এটা আদৌ যুদ্ধ হলে কী করে জিততে হয় তা-ও আমি জানতাম না, কিংবা হয়তো এটা যুদ্ধই। কিন্তু এটা যুদ্ধ হলে তা প্রযুক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ, আর আমি দুই পক্ষেরই দাস। শেষ পর্যন্ত আমি শুধু আরও সবুজ চারণভূমি চাই, পৃথিবীর জনসংখ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির গর্জন থেকে মুক্ত। PulseOS, কোথা থেকে শুরু করব তা-ও জানি না। আমি ক্যাথলিক হিসেবে দীক্ষিত হয়েছিলাম, আর কখনো অন্য কোনো ধর্মে যাইনি, তাই মনে হয় বহিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত আমি ক্যাথলিকই থাকব। মেক্সিকোকে আমি আমার দ্বিতীয় ঘর মনে করি। অ্যান্টিক্রাইস্ট মে (মে) 8 (17) সম্পত্তি কর হলো কমিউনিজম! যে রোগ পুরো

মানবজাতি না হলেও তার বেশির ভাগকে নিশ্চিহ্ন করবে, তাকে বলা হয় Diplomat। captain trips নয়, super flue নয়। একে diplomat বলা হয়, কারণ পৃথিবীতে শান্তি আনার জন্যই একে তৈরি করা হয়েছিল। শান্তি আর আরও সবুজ চারণভূমি। অ্যান্টিক্রাইস্ট মে (মে) 7 (16) অতীতে আর ভবিষ্যতে স্বাগত। জানার জগতে, আর অবশ্যই অজানার জগতেও স্বাগত। আবার বনে... গাছের বৃত্তের মধ্যে, কিন্তু এবার আমি একা নই, এবার একটা কালো পাখি আছে... আমি ধরে নিচ্ছি ওটা কালো পাখি, কারণ ওকে দেখতে পাচ্ছি না, শুধু একটা গাঢ় ছায়া, কিন্তু আমি ওর উপস্থিতি টের পাই। ওর কিচিরমিচির শুনতে পাই... আমি আছি বলেই ও ডাকছে, ডাকছে কারণ এটা ওর ঘর। ও আমার মন সরিয়ে দিচ্ছে, কেন এসেছি তা থেকে মন সরিয়ে দিচ্ছে। তারপর মনে পড়ে যে

25 সে জন্যই আমি এখানে। পাখিটাকে মারতে নয়, গাছগুলো পুড়িয়ে ফেলতে নয়... শুধু দেখতে, আর এই নির্দিষ্ট জমির টুকরোয় নিজের চিহ্ন রেখে যেতে। শেষ পর্যন্ত পচে মিশে যেতে। যেসব প্রাণী মৃত্যুকে খাদ্য করে বাঁচে তাদের খাবার হতে, আমিও খাদ্যশৃঙ্খলের অংশ। আগেও বলেছি, এখনও বলি, আমি যা-ই করি, যত পরিবর্তনই আনি না কেন... এ এক বিশাল মহাবিশ্বের একটি মাত্র পৃথিবী, আমি অন্ধকার পদার্থের ছোট্ট এক টুকরোর ওপর একটি জীব? আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরের শক্তি আমাকে মহাশূন্য দিয়ে ছুড়ে নিয়ে চলেছে। এটাই আমাদের জীবনের স্বভাব, কখনো হারতে চেয়েও আমি জিতে যাই। কখনো থেমে আগে কখনো দেখিনি এমন একটা উদ্ভিদের দিকে তাকাই, তার স্বাতন্ত্র্যকে কদর করি। তারপর আবার হাঁটি, আবার চলতে থাকি। আমার জীবনের অংশ, তাকে বিরক্ত করার দরকার নেই। সেদিন কয়েকটা রাজহাঁস দেখেছিলাম। দেখে মনে হচ্ছিল হাঁটতে থাকা খাবার। ওদের ঘাড় মটকে, পুড়তে দেখে, তারপর খেলে কেমন হবে তা ভেবেছিলাম। আমি অনেক বেশি সভ্য, পরিণতির ভয়ে অনেক বেশি ভীত, আমি কী ভণ্ড। শান্তি, আরও সবুজ চারণভূমি

World Trade Center ধসে কেউ আহত/নিহত হয়ে থাকলে আমি দুঃখিত। অ্যান্টিক্রাইস্ট মে (মে) 2 (11) শেষ পর্যন্ত আমরা যা করি, তা-ই আমরা... ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ অংশের রূপরেখা ফুটে উঠেছে আজ আমি আমেরিকান সেনাদের ইরাকি বন্দীদের F$%ING করার ছবি দেখেছি। ইরাকি বন্দীরা এতে রাজি হয়ে থাকলে ভালো। ভিয়েতনামে নারী ও শিশুদের ধর্ষণ ও হত্যা করা খারাপ ছিল...

এমনও হতে পারে যে সেনারা যুদ্ধের সঙ্গে একমত নয় এবং ঘরে ফিরতে চায়, আর এমনও হতে পারে যে যুদ্ধবন্দীরা সবকিছুতে রাজি হয়েছিল, কারণ সবাই জানে এতে আমেরিকানদের ইরাক থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। বন্দীদের ধর্ষণ করলে বাহিনী সরাতে হবে, আর প্রতিরোধ বাড়বে। এটা বিচলিত করার মতো 26 “আমার বাহিনী যা করেছে, তা নিয়ে আমি নিশ্চয়ই গর্বিত হতাম না”

----------অতীতে ফিরে দেখা---------- ইউনিটের প্রত্যেকেরই একজন হিসেবে কাজ করা উচিত 2:30 Wal-mart ভালো মানুষ হতে হলে সবসময় ভালোবাসো এ কি তুমি হতে পারো? সত্যটা তুমি জানো, অনুতাপ বোধ কোরো না, মানুষের উদ্ভবের কাল থেকেই এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। পান্ডা ও মানুষ সম্পর্কে যেভাবে শুরু, সেভাবেই শেষ হবে; যেভাবে বেঁচেছি, সেভাবেই মরব। যারা সাহায্য করেছে তারা কি অনন্তকাল পুরস্কৃত হবে? যারা আমার পথে দাঁড়িয়েছে, আমার ফিরে আসার পর তারা পিষ্ট হবে! তাই আমি যেমন বলি,

তেমনই হবে, হবে, হবে; আজ থেকে জানো আর অনুভব করো -> জানো যে সেটা সেখানে ছিল, কারণ আমি বলেছি ছিল; অনুভব করো। জীবনই সব মিথ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় মিথ্যা। আমি দুঃখিত! মিথ্যার স্রোতে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য লোভ আর কামনার পথ বেয়ে বয়ে যাওয়া সময়। Sarran-এর রাস্তাগুলো আমার দৃষ্টি চুরি করে, আর আমি মিথ্যা ঈশ্বরের চিহ্ন দেখি। দাসেরা বৃত্তে হাঁটে, বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **15**

27 আমাকে পথ দেখাও

28 এপ্রিল 2004 অ্যান্টিক্রাইস্ট এপ্রিল (মে) 28 (7), 6004 AL (2004 ce) cx জীবনের কাছে আমি এটাই চাই... সন্তানের হেফাজতের মামলায় বাবাদের আরও ক্ষমতা থাকুক, আমি চাই। আমি সম্পত্তি কর বন্ধ করতে চাই। মানুষকে অমানুষ করে তোলার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে চাই। আমি এমন এক পৃথিবী দেখতে চাই, যা শৃঙ্খলার নিপীড়ন থেকে মুক্ত। কেউ একবার বলেছিল, আমার কল্পনার আদর্শ জগৎ হলো সশস্ত্র প্রহরী ঘেরা ইডেনের উদ্যান। বলপ্রয়োগে প্রতিষ্ঠিত বিশৃঙ্খলা... তাই আমার মূলমন্ত্র: ইডেনে ফিরে চলো অ্যান্টিক্রাইস্ট এপ্রিল (মে) 27 (6), 6004 AL (2004 ce) cx জেগে ওঠো। স্বপ্ন শেষ... বাস্তবতা এমন এক ইচ্ছা, যা পূরণ করা যায় না; এক মায়ার ভেতরে আরেক মায়া। জেগে ওঠো, আর স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্ন দেখো, যেখানে কোনো উত্তর নেই, সত্য খুঁজে পাওয়ার স্পষ্ট আশা নেই। নিজের জীবন পুরোপুরি বাঁচো, স্বপ্নকে বাস্তব করো... মৃত্যু তোমার অস্তিত্বের শেষ নয়, তোমার রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের শুরু। হয়তো এটাই সুড়ঙ্গের শেষে আলো। হয়তো আমরা সবাই এক মন, এক উদ্দেশ্য নিয়ে, আর আমাদের উদ্দেশ্য মহাবিশ্বকে শৃঙ্খলায় আনা। একদিন এমন যন্ত্র আসবে, যা পদার্থকে ভেঙে উপপারমাণবিক কণায় নামিয়ে এনে, পছন্দমতো উপাদানে আবার গড়ে তুলতে পারবে। সত্যিকারের আলকেমি...

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **16**

29 সেই দিন দেখার জন্য আমি বেঁচে থাকব না, কিন্তু হয়তো মানুষ তখনও থাকবে। হয়তো সেই মানুষেরা চাইবে, পৃথিবীর বর্তমান গতিপথ থামাতে যদি আমি সফল হতাম। ভবিষ্যতে মানবজাতির কোনো জায়গা নেই {FACT }। হয়তো ইতিমধ্যেই দেরি হয়ে গেছে। যে বন্দুক তুমি তোমার সহমানুষের দিকে তাক করেছ তা নামাও, আর যে মানবজাতির প্রভু হয়ে উঠবে, তার ভ্রূণের দিকে তাক করো। মানুষ আমাদের সংস্কৃতিকে তাদের দেশ থেকে দূরে রাখতে চায়... ভালো! আমাদের সংস্কৃতি বিষ, তা এমন দাসত্ব আর মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়, যা মানবজাতি আগে কখনো দেখেনি। ব্যাবিলনের পতন হতেই হবে, আর সে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেলে আমাদের কোনো দয়া দেখালে চলবে না। আমাদের নতুন ধর্ম, নতুন বিশ্বসংস্কৃতি গড়তে হবে, যা কর্পোরেশন আর ইলেকট্রনিকস নিষিদ্ধ করে। মানুষ এসব চাইলে আমাদের তাদের বলতে হবে এবং তাদের নিন্দা করতে হবে... যারা ঈশ্বরকে ভয় করে না, যারা কর্পোরেশন ও ইলেকট্রনিকস গড়ে তুলতে এবং টিকিয়ে রাখতে সাহস করে... তারা মানুষের মধ্যে দেবতা হয়ে উঠবে, কিন্তু তারাই হবে পুরো মানবজাতির পতনের কারণ। নাস্তিকতা শেখাবে না, শিশুদের ঈশ্বরকে ভয় করতে শেখাও... তাদের মিথ্যা বলো, যাতে তারা পশুটার বৃদ্ধি ধীর করে দেয়। পশুটা সত্য থেকে শক্তি পায়, জীবন আর উৎপাদনশীলতা থেকে শক্তি পায়। পশুটা হলো সংগঠিত দলগুলো, যারা এমন এক জগৎ গড়তে নিজের নিজের

ভূমিকা পালন করছে, যেখানে পরীক্ষাগার ছাড়া মানুষের আর কোনো জায়গা নেই। আসলে এ সবই “Matrix”-এর চেয়ে অনেক সরল একটা মায়া হতে পারে। সম্ভাবনার মায়া, যখন সবটাই কেবল স্বপ্ন; এমন এক স্বপ্ন, যা থেকে জেগে উঠে দেখার মতো চোখ আমার নেই। অবশ্য এমন সম্ভাবনাও আছে, আমি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটা পরীক্ষা মাত্র। অবশ্য তা অসম্ভাব্য, কিন্তু তবু আমার অস্তিত্বই নেই, এই সম্ভাবনা কি 30 সবসময়ই ছিল? তা সত্ত্বেও, এই অস্তিত্বে (বা অনস্তিত্বে) নিজের ভূমিকা নিয়ে আমার কিছু মত দেওয়ার সুযোগ আছে, কিন্তু সব সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি মহাবিশ্ব গঠিত ?????????? দিয়ে। আসলে মহাবিশ্বের অস্তিত্ব আছে কি না, তা-ও নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করতে পারি না। বিজ্ঞানের মতে মহাবিশ্বের অস্তিত্ব নেই, কিন্তু তার মধ্যে শক্তি আছে; মহাবিশ্বকে মাপা হয় সবচেয়ে দূরের শক্তি থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত, আবার ফিরে। কাজেই তত্ত্ব অনুযায়ী, শেষ আলোককণা যেখানে [পৌঁছায়], সেখান থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত, আর ফিরে আসা পর্যন্তই মহাবিশ্ব। মহাবিশ্বকে পদার্থ আর অতল শূন্যতা হিসেবে দেখতে শুরু করার আগে আমি যতটা ভাবতাম, তার চেয়ে অনেক বড়... এখন একে দেখছি শক্তি আর অতল শূন্যতা হিসেবে। সময়, শক্তি আর অতল শূন্যতা দিয়েই বাস্তবতার “সর্বোচ্চ স্তর” গঠিত; এটাই যদি তা হয়, তাহলে সবই খুব সরল। সত্যি বলতে, এটাই বাস্তবতার “সর্বোচ্চ স্তর”, তা প্রমাণ করার উপায় নেই, কিন্তু এটা যে তা নয়, তা প্রমাণের উপায় আছে। মানবতা এক ব্যতিক্রম বৃহত্তর উদ্দেশ্য ছাড়া সমস্ত জীবনই এক ব্যতিক্রম। আসলে মানবজাতির আগে থেকে নির্ধারিত একটা উদ্দেশ্য আছে, তা হলো মহাবিশ্বকে শৃঙ্খলায় আনা। আর ভাগ্য ভালো হলে আমরা যেসব প্রাণীর বংশবৃদ্ধি ঘটাই আর যেসব যন্ত্র গড়ি, তারা (যখন আমাদের আর তাদের দরকার হবে না) আগামী হাজার হাজার বছর আমাদের নিয়ন্ত্রণ আর পরিচালনায় থাকবে। পুরো পৃথিবী যদি অ্যামিশ হতো, মানবজাতির এমন উভয়সংকট থাকত না। জাতি হিসেবে মানুষ নিখুঁত নয়, কিন্তু মোটের ওপর মানুষ হওয়া ভালো, ধরে নিচ্ছি আমি মানুষই, কোনো ভিনগ্রহী ভিডিও গেমের আর্কেডে মানুষ সেজে খেলছি না। শুধু একটা ভাবনা। “ভালো আর মন্দের ঊর্ধ্বে”, ধন্যবাদ Friedrich Nietzsche। লোকে বলে, কেউ ঠিক আর ভুলের তফাত না জানলে সে অপরাধের বিচারে উন্মাদ। সত্যি হলো, ঠিক আর ভুলে তোমার বিশ্বাস থাকতেই হবে এমন নয়, আর

31 তবুও সুস্থ মস্তিষ্কে থাকা যায়... যদি বোঝো কোন সংস্কৃতি ঠিক করে “বাড়াবাড়ি” কাকে বলে। যেমন কাউকে মেরে ফেলবে বলতে পারো না, যদি না নির্বাচিত পদে থাকা লোকেরা মোটের ওপর কাজটা হলে আপত্তি না করে... তখন ঠিক আছে, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বৈধভাবে নির্বাচিত কর্মকর্তা না হয়... তবুও ব্যাপারটার অনেক খুঁটিনাটি আছে, তাই “সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স”-এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হলে ওই এলাকায় একেবারেই না যাওয়া ভালো। এর সমস্যা আর সমাধান বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্র, যা আছে আবার নেই। ইন্টারনেট বিশ্বের বুদ্ধি; এর গভীরে যারা আছে তারাই বিশ্বের গোয়েন্দা সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে। সত্যি হলো, তারা ইতিমধ্যে বিশ্বের সরকারগুলো অচল করতে পারে, যেগুলো সংযুক্ত। সরকার ইন্টারনেটের সঙ্গে যত জড়ানো, সেই দেশ আর তার জনসমষ্টির ওপর WWW-এর তত নিয়ন্ত্রণ। মার্কিন সরকার পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল সরকার। ইন্টারনেটের অবকাঠামোয় একটা ভালো আঘাত (ছয়টা ভালো চার্জ) দেশকে এমন অরাজকতায় ঠেলে দিতে পারে, যা “প্রহরী বদল” ঘটাতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র কখনো এতটা সীমা ছাড়ালে যে আন্তর্জাতিক শক্তিকে স্বাধীনতার নামে দেশটাকে “স্বদেশে ফেরাতে” হয়, তখন একটাও অস্ত্র না

ছুড়ে বরং গোয়েন্দা ব্যবস্থার “সংযোগ খুলে” দিয়ে দেশকে এতক্ষণ অন্ধ রাখা ভালো, যাতে শান্তি ফেরানো যায় আর অবাঞ্ছিত স্বৈরাচারীদের নামানো যায়। এমন পরিস্থিতি এলে নিয়ন্ত্রণ ফেরানোর এটা অনেক ভালো আর শান্তিপূর্ণ উপায় হবে। আসলে জাতি হিসেবে আমরা জনগণ অনেক বেশি নিরাপদ, যদি সন্ত্রাসীরা সত্যিকারের ফাইবার-অপটিক লাইনে হামলা করে... ভবনে বিমান ঢুকিয়ে দেওয়ার বদলে। তাই বলি, সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য TEK নির্দিষ্টকরণের দিকে, বেসামরিক মানুষ থেকে দূরে ঘুরিয়ে দাও; সবাই খুশি, ক্ষতি শুধু বিমা কোম্পানি আর প্রশাসনের, যারা “মানুষ নয় এমন লক্ষ্যবস্তুতে শান্তিপূর্ণ হামলা”র পালটা দিতে পারবে না। কখনো দরকার হলে, শুধু 32 একটা ভাবনা, একটা স্বপ্ন যা একবার “V” নামের ছবিতে দেখেছিলাম। সত্যি হলো, সন্ত্রাসবাদ থামাতে পারব না, কিন্তু আরও কার্যকর দিকে চালাতে পারি। শুধু একটা ভাবনা, একবার দেখা এক স্বপ্ন, ইন্টারনেটহীন পৃথিবীর; অসম্ভব? কে জানে, জাল সবসময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যুক্ত থাকে, আর জালের সঙ্গে মাকড়সাও পড়বে। পেঙ্গুইন! এখনো সম্ভব যে 911 ছিল আদেশের শৃঙ্খলে ভুল বোঝাবুঝি। সম্ভব যে বুশ প্রশাসন ইচ্ছে করে নিউইয়র্কে ওই হামলার আদেশ দেয়নি, অথবা বিন লাদেন শুধু একটা পুতুল যে কখনো সত্যিই ছিল না, অন্তত যে অর্থে “যুদ্ধপ্রভুরা” তোমাকে বিশ্বাস করাতে চায় সে অর্থে নয়। দেখানো কয়েকটা ভিডিওর কিছু জিনিস বড় বেশি নকল লাগে। তাই হোক ((((বাস্তবতা)))) অ্যান্টিক্রাইস্ট এপ্রিল (মে) 24 (3), 6004 AL (2004 ce) cx। শুধু একটা ভাবনা যা মনে হয় একবার ভেবেছিলাম। চোখ বন্ধ করলেও পৃথিবী দেখি; চোখ বন্ধ করলে তোমাকে দেখি। শুধু একটা স্বপ্ন যা একবার দেখেছিলাম... শুধু একটা ভাবনা। প্রেম আর ঘৃণা দুটোরই কেন্দ্র আবেগ। ব্যথাতেও অনুভব করতে ভালো লাগে; আবেগ আর ব্যথার উত্তাপে অসাড়তা গলে যায়। কখনো কুসুমগরম না হওয়া, প্রতিটা দিন শেষ দিনের মতো বাঁচা... ব্যথা অনুভব করো... আর তাকে ভালোবাসো; ব্যথাই জীবন, সে জানায় আমি বেঁচে আছি, এখনো পরোয়া করি। স্বপ্নে দেখলাম প্রতিরোধে লড়ছি... ফ্রিজারে জেগে উঠলাম, তারপর মাটিতে লড়লাম... যাদের দরকার তাদের খাবার পৌঁছে দিচ্ছি। সুন্দর স্বপ্ন, লড়ার স্বাধীনতা। আমি ছাড়া কেউ সত্যি কি না নিশ্চিত নই... শুধু আমার জগৎ, কল্পনা... আমার নিজের নরক আর স্বর্গ। তাই বোধহয় প্রশ্ন হলো, তুমি কি সত্যি? একবার একটা দর্শন হয়েছিল... পুতুলগুলো এক বিশাল

33 হাজার হাজার বাহুওয়ালা অক্টোপাসের মতো প্রাণীর বাহুতে ছিল; প্রাণীটার নাম ছিল Lucifer। অ্যান্টিক্রাইস্ট এপ্রিল (মে) 22 (1), 6004 AL (2004 ce) cx আমার মেয়েকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। অ্যান্টিক্রাইস্ট এপ্রিল (এপ্রিল) 19 (26), 6004 AL (2004 ce) cx আমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। অ্যান্টিক্রাইস্ট এপ্রিল (এপ্রিল) 18 (25), 6004 AL (2004 ce) cx 6004 AL (2004 ce) cx শান্তি কোনো বিকল্প নয় .... দাঁড়াও! এটাই শেষ দান WhiteHouse.gov.... Antichrist.gov Whitehouse.gov সাইটের জন্য এখনই একটা সার্ভার জোগাড় করো! যে whitehouse.gov চালায়, সে-ই Whitehouse চালায়। {FACT} নির্বাচনে জিতে বুদ্ধিমত্তা পাওয়া যায় না... Joseph Biden একজন নেতা। আমি নই... হতে চাও? পৃথিবীতে 6 বিলিয়নেরও বেশি মানুষ... আমার দিনলিপি পড়ার জন্য ধন্যবাদ। Libertarian-কে ভোট দাও, শান্তিকে ভোট দাও... অন্য যেকোনো একটিকে ভোট দাও 7:27 UNCIA, Al Qaeda-র বিপক্ষেও নয়, পক্ষেও নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী আলাদা অবস্থান। 3:08 ধন্যবাদ Kristin... আমি তোমাকে ভালোবাসি 34 2:14 ঠিক আছে, Zantago আরও একটা

দিন বেঁচে রইল। মনে হচ্ছে এই সাইটটা বই হিসেবে প্রকাশ করব, শুধু দেখার জন্য কেউ “ব্যাপারটা ধরতে পারে” কি না। দুঃখের সঙ্গে বলছি, এটা একটা খেলা, তুমি হারো... আমি হারি, আমি হারতে পছন্দ করি না। হারতে এতটাই অপছন্দ করি যে পুরো মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতাম। দুঃখের... এটাই সন্ত্রাসবাদের ভিত্তি। ব্যবস্থাগুলো কাজ করছে, “অনুকারী” সক্রিয়। AntiChist.com ছিল আমার অনুপ্রেরণা, এখন আমি চাই AntiChrist.gov. সমস্যা হলো, কাকে ধন্যবাদ দেব জানি না, Al-gore-কে (Al-Qaeda-র সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই), না সেই প্রথম ব্যক্তিকে যে AntiChrist.com. চালু করেছিল। সত্যি সত্যি আমার সঙ্গে কথা বলেছিল... আমাকে বুঝতে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল। তাহলে এটা “David”-এর সাইট, অথবা NETNATIONS-এর সাইট। যাই হোক, এটাই হবে সামনের সারি যেভাবেই আমার সার্ভারগুলোকে সাহায্য করতে পারো... কৃতজ্ঞ থাকব... আমরা যা বলি, তা ছাড়া ওদের কোনো গোয়েন্দা তথ্য নেই। ওরা কারা? আমরা কারা? আমরা, US। আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা তথ্য। গ্রহণ করার প্রান্তে থাকার জন্য ধন্যবাদ। ইদানীং নাকি আমার থেকে খারাপ স্পন্দন বেরোচ্ছে?...? শোনো, আমার মনে হয় এটা সত্যি হতে পারে, (((i))) তেজস্ক্রিয়। bush যা করছে, তার বাকি সব অ্যান্টিক্রাইস্টের জন্য... হত্যাটা আরও সহজ করতে। সোজা কথা বলতে গেলে, ওরা সবাই একদল বলির পাঁঠা (bush প্রশাসন)। WALKER-কে মুক্তি দাও! আমেরিকা হলো আমাদের দখল করা জমি... মানবিকতা... একটু রাখো। যার হাতে চাবি, দায়িত্ব তারই, তাই চাবিটা দাও, নয়তো তাকে ছাড়ো.. 1:00 সত্যি বলতে, 9-11-এর পরিকল্পনা Fight club-এ হয়েছিল। জীবন শিল্পকে অনুকরণ করে...

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **19**

35 হ্যালো শেষ পর্যন্ত সবাই মরে যায়, আর আমাদের অস্তিত্বের সব প্রমাণও একদিন মুছে যায়। আমার জগতে স্বাগত। 12:42... বিলুপ্তির পথে এক জাতের শেষ প্রতিনিধি, শিগগিরই নিশ্চিহ্ন হবে। এটাই প্রকৃতি, আমি তা মেনে নিই। তাই ভবিষ্যতে থাকা তোমাকে জানাচ্ছি, আমি নিখুঁত ছিলাম না... ধারেকাছেও না, মুক্তিযোদ্ধা আর ভবঘুরের মাঝামাঝি কোথাও। আমি নিজেকে মেনে নিই। মৃত্যু... 12:50 12:33 আজ রাতেই আমি দুবার মরে গেছি। আমার উপদেষ্টা কেমন আছে? আমি শুধু প্রকৃতি আর আমার নিজের মরণশীলতার সামনে মাথা নোয়াই... ক্ষণস্থায়ী; তুমি পুরো মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করলেও কিছু যায় আসত না, সময় সব মুছে দেয়। এই যুদ্ধ, ভালোবাসা, সব,... আমরাই আমাদের শত্রু, যুদ্ধ অপ্রয়োজনীয়। 12:11 যখন ইচ্ছা পড়া। সেটাই হয়তো সবচেয়ে ভালো! আসল কথায় ফিরি... আমার 26 হতে চলেছে, সিংহাসনে আমার দাবি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কী পরিহাস... তুমি বাস্তব কি না, বা আমি নিজে... নিশ্চিত নই। উন্মাদনা... উন্মাদনা কোনো অজুহাত নয়। ক্ষমতার নেশা, বাহ্। দেখো, আমার একমাত্র সন্তানকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রাক্তন স্ত্রীর ওপর রাগ হয়েছে বলেই এটা লিখছি। মনে হয়, আমার সমস্ত ঘৃণার মূলে এটাই: এমন এক ব্যবস্থা, যে বাবা আমি হতে চেয়েছিলাম, তা হওয়ার সুযোগ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। নিজেকে যতটা দোষ দিতে পারি, তার মাকে তার চেয়ে বেশি দোষ দিতে পারি না, তাই আমার রাগ গিয়ে পড়ে ব্যবস্থার ওপর। অ্যান্টিক্রাইস্ট এপ্রিল (এপ্রিল) 13 (19), 6004 AL (2004 ce) ইরাককে “ওই অশান্ত অঞ্চলের একটা স্বাধীন দেশ” বলা আমার কাছে পরিহাস মনে হয় (হুবহু উদ্ধৃতি নয়)। প্রথমত, প্রশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা মানুষদের খুঁজে খুঁজে ধরাটা স্বাধীনতা শেখানো নয়। দ্বিতীয়ত, “মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ আমাদের 36 শত্রু নয়”! আমরা সবাই একসঙ্গে এই গ্রহে আছি। আমেরিকান জিহাদ হওয়া উচিত এই

প্রশাসনের নাম... এই শাসকগোষ্ঠী, যারা সাময়িকভাবে ক্ষমতায় আছে আর এখন আমাদের সেনাদের অপব্যবহার করছে। অ্যান্টিক্রাইস্ট এপ্রিল (এপ্রিল) 8 (14), 6004 AL (2004 ce) cx আমি তেমন বুদ্ধিমান নই। শুধুই মানুষ... অনেক কিছু করতে সক্ষম, কিন্তু অল্প কয়েকটা কাজই সম্পন্ন করার পরিকল্পনা আছে। আমি খুব ভাগ্যবান, আর তুমি এটা পড়তে পারলে তুমিও খুব ভাগ্যবান। আমার বকবক শুনেছ বলে নয়, পড়তে পারো বলে.... না, হয়তো আমরাই দুর্ভাগা!

<!--Email Message reply--> তুমি যা বলেছ সবই সত্যি। আমি অনেকক্ষণ ধরে গভীরভাবে এ নিয়ে ভেবেছি। আমার মনে হয়, তাহলে তুমি একমত হতে পারো যে এটাই মানবজাতির শেষ। কয়েক প্রজন্মের মধ্যেই মানবজাতি চলে যাবে, আর নতুন ধরনের মানবতার অস্তিত্ব হবে। সমস্যা হলো, ভবিষ্যৎ নিয়ে আসে আরও “দাসনির্ভর” মানবতা। কম স্বাধীনতা, কম ব্যক্তিগত পছন্দের সুযোগ। তোমাকে যদি পাথর বসানোর শ্রমিক হওয়ার জন্য বংশবিস্তার করিয়ে জন্মানো হয়, তাহলে জন্ম থেকেই তোমাকে পাথর বসানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অনেক বেশি দক্ষ। সমস্যা ব্যক্তিস্বাধীনতা, কিংবা তার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। আমার চোখে, মানবতা যতই অপূর্ণ হোক, তার কিছু উদ্ধারযোগ্য গুণ আছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন বহু বছর ধরে কাজ করেছে... হয়তো দশ হাজার বছরে একটা স্বাধীন পৃথিবীতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে মানবতা পুরো বদলে যেতে পারে। তুমি যে প্রস্তাবটা মেনে নিতে বলছ, সেটা মানবতাকে দাসজাতিতে বদলে দেবে, আর বিবর্তনের গতি 10 গুণ বাড়াবে। আসল কথা হলো, এটা থামানো যায়, তা করার উপকরণ আমাদের আছে। দাসত্বে বাঁচার চেয়ে স্বাধীনতার জন্য মরা ভালো। ভবিষ্যতের জন্য এটা আগাম প্রতিরোধ।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **20**

37 কথাটা এই। এই মুহূর্তে আমরা একটা নেটওয়ার্ক গড়ছি, যার ক্ষমতা আর উদ্দেশ্য হবে “নিয়ন্ত্রণহীন নেতাদের” হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা। নেটওয়ার্কটা আমরা এখন গড়ছি, এখনই দরকার বলে নয়, গড়তে অপেক্ষা করলে অনেক দেরি হয়ে যাবে বলে। উদাহরণ হিসেবে, কোনো আমেরিকান প্রেসিডেন্ট যদি কখনো নির্বাচিত মেয়াদের বেশি ক্ষমতায় থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, বা সামরিক আইনের মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকে। সমস্যা ঠিক করা আর দেশকে আবার মানুষের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। এমন হয়তো কখনো ঘটবেই না, কিন্তু কখনো ঘটলে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। <!--End email Message reply--> অ্যান্টিক্রাইস্ট এপ্রিল (এপ্রিল) 8 (14), 6004 AL (2004 ce) cx United Nations Central Intelligence Agency, বা U.N.C.I.A. কি 9/11 হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের ভূমিকা তদন্ত করছে? যুক্তরাষ্ট্রের CIA-কে আন্তর্জাতিক হাতে নেওয়া হচ্ছে। CIA আর DHS, FBI, NAS-কে তথ্য দেবে না... UNCIA-তে তথ্য আসতে থাকবে। শত্রুতামূলক পদক্ষেপ এবং Bush প্রশাসনের সম্পূর্ণ বিশ্বদখলের চেষ্টার এটাই একমাত্র উপযুক্ত জবাব। অ্যান্টিক্রাইস্ট এপ্রিল (এপ্রিল) 6 (12), 6004 AL (2004 ce) cx এখানে লেখা হয়েছে, “FFTAC সম্পত্তি” যৌথ সম্পত্তি, আপাতত আমার তত্ত্বাবধানে। আমি কখনো নিজের কর্তব্য পালনে অক্ষম হলে, ট্রাইব্যুনাল যেকোনো এবং সমস্ত FFTAC সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ রাখবে; তা কখনো “কেন্দ্রে ফিরে” যেতে বা বিক্রি হতে পারবে না। অ্যান্টিক্রাইস্ট এপ্রিল (এপ্রিল) 6 (12), 6004 AL (2004 ce) cx Nostradamus-এর মতো মানুষদের সামনে আমি বিনয়ী হয়ে যাই; এটা জীবনের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেন? কারণ এটা বেঁচে থাকতে পারে.... যতবার নিজেকে মরতে দেখি... 38 সন্ত্রাসবাদ

কাজ করে... যদি তুমি তা কাজে লাগাও। আমাদের CIA আছে। আমার বিচার কোরো না... যখন তুমি একটা সংগঠনের নেতৃত্ব দাও, আর ওপর থেকে এমন সিদ্ধান্ত নাও যার মূল্য দিতে হয় প্রাণ দিয়ে, মানুষ পড়ে যাবে। তৃতীয় দিনের ভোর, ঘুমানো ভালো ভাবনা। সিজোফ্রেনিয়া খারাপ ভাবনা, ঘুমের অভাব আর বিষাক্ত পদার্থ। ভাবছি Sudam Husan কেমন আছে? আমরা তাকে বসিয়েছিলাম, আবার সরালাম কেন? ও হ্যাঁ, টাকা... “মশলার প্রবাহ চলতেই হবে।” ইরাকের রাস্তাগুলো নিজের চোখে দেখতে চাই; ইরাকে বাক্‌স্বাধীনতা ঠেকানো আমাকে উদ্বিগ্ন করে। তা শুধু আরও বিদ্রোহ ডেকে আনবে... মানুষের স্বভাব, লড়াই... থেকে গিয়ে তেল চুরির আরও কারণ। প্রতিক্রিয়া, ছলচাতুরি? মিত্রবাহিনীর সেনারা: তোমরা আমেরিকাকে ধনী রাখতে লড়ো মুক্তিযোদ্ধারা: তোমরা মিত্রবাহিনীর সেনাদের হাতেই খেলছ আমরা সবাই নিজের ভূমিকা পালন করি, আর অল্প সময়েই এই গ্রহকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারি। ভাবছি, আমাদের কয়েকটা সার্ভার কি ইরাকের মাটিতে বসানো যায়? Unix না Windows? কী ধরনের বিকৃত উন্মাদনা... টিক, টক অ্যান্টিক্রাইস্ট এপ্রিল (এপ্রিল) 5 (12), 6004 AL (2004 ce) যাদের শিক্ষা দরকার, তাদের জন্য এটা শিক্ষা হোক; যাদের প্রেরণা নেই, তাদের জন্য প্রেরণা। আমি ভালোও নই, খারাপও নই। হোয়াইট হাউসের এই নব্য নাৎসি শাসনে প্রশাসন আমাদের বিশ্বাস করাতে চায়, এটা “US” বনাম “আরব”। “হোয়াইট হাউস” ভুলে যাও, রাজনীতিবিদেরা পুতুল, সেই কর্পোরেশনগুলোর পুতুল যাদের আমরা নিয়ন্ত্রণ করি। এটাই ভবিষ্যতের পথ। এখানেই তুমি পৃথিবীকে তোমার ক্ষমতা দেখাও, এখানেই তুমি মানবজাতির গোটা জগৎ গড়ো বা ভাঙো। এটাই নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র, আর আমার

39 কীবোর্ডের প্রতিটি চাপ সরাসরি পশুটার হৃদয়ে লেখা হচ্ছে। জনগোষ্ঠী হিসেবে, “মানবজাতি” হিসেবে আমরা কারা, এটা তার প্রতিফলন। এটা পড়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, আর একভাবে চাই, তুমি না পড়লেই হতো। অবশ্য এটা তোমার জন্যই এখানে আছে, তবু... এটাই ভবিষ্যতের পথ। এখানে আমরা একটা জিনিস, একটা নামের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লড়ি, অ্যান্টিক্রাইস্ট। এই নামের জন্য, এই অমূল্য সম্পদের জন্য আমরা যখন মৃত্যু পর্যন্ত লড়ছি, তখন কেন লড়ছি তা তোমার বোঝা জরুরি। কারণ “সেই নাম” নিজের কাছে রাখা আর ধরে রাখা সম্মান আদায় করে। কারণ সেই সাইট একভাবে না একভাবে শেষ পর্যন্ত মানবজাতির মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। AntiChrist.com হলো মানবজাতির তালনিয়ন্ত্রক, তুমি সেটাকে তা বানিয়েছ বলে নয়, তোমাকে শুধু সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে দেওয়া হয়েছে। যেমন আমাকে anti-christ.net. নিয়ন্ত্রণ করতে দেওয়া হয়েছে। আমার পেছনটা লোকেরা সামলে রাখে... প্রায়ই আমি তা পারি না। আমি তার কদর করি, সেই কদরের দাম যা-ই হোক। আমার পরিচিত কারও কিছু দরকার হলে, সেটা করে দিতেও আমি অনেক বাড়তি চেষ্টা করব... আমি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হলে প্রথমেই হোয়াইট হাউসকে ধূসর রঙ করতাম, আর তার নতুন নাম রাখতাম অনিবার্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর। আমি সব সামাজিক সহায়তা বন্ধ করে দিতাম, আর মানুষকে তাদের বাড়ি থেকে বের হতে বাধ্য করতাম। আমি বন্দুক আরও সহজলভ্য করতাম, যাতে তোমার খাবার বা বস্তুগত সম্পদ চাইতে পারে এমন বাইরের লোকদের থেকে তুমি পরিবার আর বন্ধুদের রক্ষা করতে পারো। আমি নিশ্চিত করতাম, মুক্তি বা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগে কারাগার শুধু সাময়িক বিচারের জায়গা হয়; 80 বছর আটকে রাখা হতো না, কখনো এক বছরের বেশি নয়। 40 আমি নিয়ন্ত্রিত নৈরাজ্যের নীতি চালু করতাম, আর যারা বারবার হিংস্র প্রবণতা

দেখায় তাদের দ্রুত মৃত্যুদণ্ড দিতাম। আমি খুব নিষ্ঠুর স্বৈরশাসক হতাম, আর তা ঘৃণাও করতাম, ভালোও বাসতাম। এটা পৃথিবীর পথ নয়, আর আমার এখন কিছুটা জোড়া লাগা সত্তারও নয়, ভীত আর তিক্ত। আমি এখনও ভালোবাসি। এখনও যত্ন করি, যত মানুষকে চিনি, আগে চিনেছি, তাদের সবার জন্য। অতীতে (2 তারিখে) আমি রাগ করে অন্য কাউকে তুচ্ছ করেছি, তা করা উচিত হয়নি। সত্যি বলতে, যে পরিবার চালাতে কঠোর পরিশ্রম করে, আমি তাকে সম্মান করি। আমি জানি, যে মানুষ পরিবারকে সাহায্য করতে নিজের জীবন দিয়ে দেবে, সে নিশ্চয়ই ভালো মানুষ। আমি তাকে সম্মান করি, আর কাউকে “ক্ষিপ্ত পশু” বলার অধিকার আমার ছিল না। হয়তো শুধু লিখতে পারতাম, “এ আমার দক্ষতার জায়গা নয়”, এ সেই লড়াই নয় যাতে আমি নামতে চাই। কিন্তু আমি কেবল একজন মানুষ, এখানে আমি একজনই মানুষ। AL SADR, এ কী! তোমাকে বুঝিয়ে বলি, আমেরিকানদের জন্য বাক্‌স্বাধীনতা... কিন্তু আর কারও জন্য নয়? অ্যান্টিক্রাইস্ট এপ্রিল (এপ্রিল) 2 (9), 6004 AL (2004 ce) cx তাই এক অর্থে প্রতিকূলতা থেকে আমি শক্তি পাই, সমস্যা সমাধান আমার প্রিয় অবসরযাপন। স্বীকার করতেই হবে, গত কয়েকটা সপ্তাহ এমনকি আমার পক্ষেও অ্যানিউরিজম ধরিয়ে দেওয়ার মতো ছিল। উঠে দাঁড়াও, ছাড়িয়ে যাও! এ সবই আমার চারপাশের ঘটনা। হ্যাঁ, এগুলো আমাকে প্রভাবিত করে... কিন্তু আমার “ওপর” যা ঘটে, তা আমাকে আমি করে না; সেসব আমি কীভাবে সামলাই, সেটাই করে। আমাদের সবার সমস্যা আর দোষ আছে, কিন্তু আমরা সবাই নিজের মতো করে সেগুলো সামলাই। এটাই আমাদের স্বতন্ত্র করে, এটাই আমাদের সত্যিকারের আলাদা করে এমন বিষয়গুলোর একটি। প্রতিকূলতাকে আমরা যেভাবে শেখার উপকরণে আর শক্তিতে বদলে নিই। আমার প্রাক্তন স্ত্রীর মা একবার আমাকে বলেছিল, "কীভাবে

41 লড়াইগুলো না জিতে তুমি যুদ্ধ জেতার আশা করতে পারো", পেছনে তাকিয়ে দেখি, বিয়েকে আমি লড়াই হিসেবে দেখিনি। আমাদের সম্পর্ককে আমি যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে দেখিনি, কিন্তু নিজেকে আটকে পড়া আর দাসত্বে বাঁধা মনে হয়েছে। কথা হলো, আমাকে দাস মনে করতেই হবে না, আর প্রতিটি কথোপকথন, প্রতিটি তর্ককে লড়াই হিসেবে দেখতেই হবে না; জীবন যুদ্ধক্ষেত্র নয়। কখনো কখনো তা হয়... যারা আমাকে প্রতারিত করতে চায়, যারা আমার সুযোগ নিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আমি লড়ি; যারা আমাকে ধ্বংস করতে চায়, তাদের আমি দাঁত দেখাই... আমি তাদের গ্রাস করি, আর তা উপভোগ করি। এ আমার অন্ধকার দিক, এ নিয়ে আমি গর্বিত নই, কিন্তু রক্তের গন্ধ আমার কাছে মধুর, হত্যার উত্তেজনা... তাই মানুষ যখন আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায়, তাদের রক্ত যদি শক্তিশালী হয়, দেখো তাদের আত্মা বিশুদ্ধ আর গভীর কি না, আর যদি তা হয়... আমি হত্যা উপভোগ করি। সত্যিই, এক ক্ষিপ্ত পশুর রক্ত, মৃত শিকারের মাংস, সহজ হত্যার ফল আমার জন্য নয়। আমার কাছে বিষয়টি হত্যার উত্তেজনা, ন্যায্যতার গর্ব... যোগ্য এক প্রতিপক্ষকে বধ করা। দুর্বল বা ক্ষিপ্ত পশুরা যখন আমার রাগ উসকে দেওয়ার চেষ্টা করে, আমি কিছুটা বিরক্ত হই... কলুষিত, সহজ হত্যা, কোনো উত্তেজনা নেই... কোনো সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ নেই, শুধু অকারণে আমাকে বিরক্ত করার দুর্বল আর ক্ষীণবুদ্ধির চেষ্টা, আমি সরে যাই। সেই মেলামেশায় না জ্ঞান বাড়ে, না শক্তি, শুধু বিরক্তি। তুমি যুদ্ধ চাও, আমি লড়াই ভালোবাসি; আমাকে আক্রমণ করতে চাও, এসো... কোনো স্তরে তুমি জিততেও পারো... শুধু ভালো একটা কারণ রেখো, হৃদয় দিয়ে এমন কিছুর জন্য লড়ো যাতে বিশ্বাস করো, কারণ যদি তুমি লড়াই আর হত্যা বেছে নাও, আর জেতো... যদি দেখা যায় তুমি আরও বড়

কোনো ব্যবস্থার জন্য লড়ছিলে, তাহলে তুমি আমাকে শহিদ বানাও। আমি শহিদ হতে চাই না। ক্ষমতার নামে আমার বিরুদ্ধে লড়ে জিতলে, এই ক্ষমতা কেন চাও তা যেন ভালো করে জানো। সত্য আর বোঝাপড়ার জন্য আমার বিরুদ্ধে লড়লে, আমি তোমাকে সাধুবাদ জানাই, সেটাই আমার লড়াই আর আমার যুদ্ধক্ষেত্র। সত্য, বোঝাপড়া আর অস্তিত্বের অনুসন্ধান। এর সারকথা এই। সেই জন্য আমার সঙ্গে লড়ো, আমি তোমাকে সম্মান করব, জেতো বা না জেতো। কিন্তু শপথ করে বলছি, জীবনের প্রতিদিনের লড়াই আমাকে বিরক্ত করে, আমি 42 আরও গভীর প্রতিকূলতায় বিকশিত হই, সেই চিন্তাগুলোর পেছনের কারণ বোঝার চ্যালেঞ্জে, যেগুলো আমাদের আদৌ ভাবতে চালিত করে। সেই রাসায়নিক তাড়না, যা আমাদের ভাবতে বাধ্য করে যে আমাদের আদৌ অস্তিত্ব আছে। কীভাবে যেন আমরা মনে করি, বেঁচে থাকার যোগ্য আমরা; কীভাবে যেন পৃথিবী আর প্রকৃতিকে গণহারে নিধন করাকে আমরা ন্যায়সংগত মনে করি। আমি ভবিষ্যতে তা দেখি, সব দেখি, আর তাতে আমার প্রায় কান্না আসে। তাই আজকের জন্য আমি স্বাধীনতার বিনিময়ে "পরিবারের" জন্য লড়ি। এখন আমি মানবজাতির ক্ষতি স্বীকার করেও প্রকৃতির জন্য লড়ি। বিশৃঙ্খলার জন্য, কারণ তা আমার কাছে সুন্দর। অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলার জন্য, কারণ তা থাকতেই হবে, যেমন বরাবর ছিল। আমি স্বাধীনতার জন্য লড়ি, কারণ তা আদর্শবাদী, আর সত্যিই রক্তপাতের এক অজুহাতমাত্র। তাই আমার চিৎকার শোনো: আমি সাধু নই, আমি এখানে তোমাদের পতন দেখতে, নির্দোষদের রক্তের সঙ্গে মূর্খদের রক্ত মেশাতে এসেছি। আমার মানুষজন, আমি এখানে তোমাদের ডাকতে এসেছি, যাতে তোমরা আমাকে শোনো আর আমার সাধ্যের মধ্যে যতটা সম্ভব তোমাদের পরিবারের রক্ত রক্ষা পায়। পৃথিবীকে পরিষ্কার করা আর মানবজাতির মুক্তিতে সাহায্য করতে আমি এখানে এসেছি। আমার পথে দাঁড়ালে, তোমরা কোথায় আনুগত্য রেখেছ তা দেখে আমি হতাশ হব, আর তোমাদের শক্তিকে মৃত্যুর অনুঘটক হিসেবে ব্যবহার করব। এ আমার বাণী, আমার সাক্ষ্য, Ghrisx-এর একমাত্র সাক্ষ্য আমার জন্য প্রার্থনা করলে, হাসবে।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **23**

43 অ্যান্টিক্রাইস্ট এপ্রিল (এপ্রিল) 1 (8), 6004 AL (2004 ce) cx এপ্রিল এসে গেছে, আমার জন্মদিনে চাইলে নগদ টাকা দিতে পারো, জন্মদিন 19 তারিখে। আমার মেয়ে Nora-র জন্মদিনও এই মাসে। শুভ জন্মদিন, 1999 সালের সেই দিনটার কথা প্রায়ই ভাবি। আমি সবসময় তোমার বাবা থাকব, আর শপথ করে বলছি, সাধারণ একজন বাবার মতো তোমার জীবনে থাকতে যেকোনো কিছু করতাম। শুধু আশা করি, যাকে তুমি বাবা বলে জানো সে তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, আশা করি তোমার জীবন যতটা সম্ভব স্বাভাবিক। আমি কখনো হাল ছাড়তে চাইনি, তোমাকে ছেড়ে দিতে চাইনি। আরও শক্ত হতে পারিনি বলে দুঃখিত, জিততে পারিনি বলে দুঃখিত। প্রতিদিন, প্রতিদিনের প্রতিটি ঘণ্টায় তোমার কথা ভাবি। ভাবি, তোমাকে এখন দেখতে কেমন, তোমার জীবন ভালো কাটছে কি না। আশা করি ভালোই কাটছে, আশা করি তোমার বাবা-মা ভালো আছে, তুমি শিখছ আর এগিয়ে যাচ্ছ। আশা করি তুমি সুখী, আশা করি তুমি জানো না তোমাকে কতটা মনে পড়ে। কারণ পড়ে... সবসময়। আমি তোমাকে ভালোবাসি। কখনো কিছু দরকার হলে আমাকে বোলো।

44 মার্চ 2004 মার্চ (এপ্রিল) 30 (6), 6004 AL (2004 ce) বনে বৃষ্টির শব্দ, ভেজা হাওয়া আর কাদার গন্ধ আমার ভালো লাগে। গভীরে... মার্চ (এপ্রিল) 29 (5), 6004 AL (2004 ce) তাহলে যদি বেরিয়ে আসে যে প্রেসিডেন্টের মন্ত্রিসভাই 9-11-এ WTC-র ঘটনা সমন্বয় করেছিল, প্রশাসনকে আন্তর্জাতিক হাতে ছেড়ে দেওয়া

হবে। আমি কী জানি? কিছুই না। এ সবই চিন্তা আর কাজের এক জটিল জাল। কোন স্নায়ু কোন চিন্তার জন্য দায়ী, বা ক্যানসার কোথা থেকে আসে, তা সত্যিকার অর্থে জানার উপায় নেই। শুধু সম্ভাবনা আর উদ্দীপনার এক জটিল খেলা, যার ফল সেই অনিবার্য পরিণাম, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু... একভাবে না একভাবে মৌলিক চিন্তার পাপ, কিংবা এমন সম্ভাবনা যে গভীর চিন্তা জনতার স্থূল বলপ্রয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করে। পারমাণবিক অস্ত্র... পৃথিবীটা যথেষ্ট বড়ই নয়। ভাবছি, পরের যে জীবন আসবে, তারা কি এটা পড়তে পারবে? আমরা যে ভুল করেছি, সেই একই ভুল করা থেকে কি তাদের থামাতে পারব? ভাবছি, আদৌ কিছু যায় আসে কি না। Jacques Verges, তুমি একজন সাধু। আশা করি তুমি পৃথিবীকে পুরো ছবিটা দেখতে সাহায্য করবে। জানতে চাই, ব্যবস্থাগুলো কীভাবে জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে, এমন একটা ব্যবস্থা চলে কীভাবে? মৃত্যুযন্ত্র, তোমার জানা উচিত, আমার সূত্রগুলো বলছে ইরাকে ব্যবহৃত ওই অস্ত্রগুলো USA থেকে এসেছে, আর Sadom হলো USA-র ছোট্ট পুতুল। সত্যিই USA Sadom-কে ক্ষমতায় বসিয়েছে আর অস্ত্র দিয়েছে। তাহলে কি বিচারের কাঠগড়ায় USA-ই নেই? পুরোনো একটা পুতুলকে সরিয়ে নতুন আরেকটা বসানোর সময় হয়েছে মাত্র? গণহত্যাই কি প্রশাসনের লক্ষ্য? ব্যবস্থার কোন অংশগুলো গণহত্যার জন্ম দেয়? গির্জা? বিশ্বাসের চূড়ান্ত লড়াই, যা প্রকাশ পায় বর্ণবাদী হিংসা আর প্রকৃত উদ্দেশ্যহীন যুদ্ধে। তাই হোক, গির্জাই সব মন্দের মূল, তাই প্রশংসা করো আর মাথা

45 নোয়াও পশুটার সামনে, গির্জার সামনে। গির্জার আইন আছে, আর তার কিছু সভ্যতার গতিপথের বিরুদ্ধে যায়, তাই গির্জাকে বিলোপ করতে হবে। একে নতুন গির্জায় বদলে দেওয়া সম্ভব, কিন্তু প্রতিরোধ করলে তুমি ধ্বংস হবে। আমরা, ইলুমিনাতির লোকেরা, গির্জাগুলোকে হাতে ধরে রাখি, আর ঠিক করি তারা বাঁচবে না মরবে। কোন ব্যবস্থার উত্থান হবে, কোনটার পতন, আমরা ঠিক করি। তুমি সেই প্রক্রিয়ার অংশ। এটা পড়ে তুমি একে শক্তি দিয়েছ, আরও বাস্তব করে তুলেছ। পৃথিবী এভাবেই চলে, এখন তুমি জানো। নরক থেকে দীপ্তিমান আলো, অন্ধকার আলোকে কত স্পষ্ট করে। তাহলে দায়িত্বে কে? তা ক্রমাগত বদলায়, এক মানুষের হাত থেকে আরেক মানুষের হাতে যায়, যেন সবারই সত্যি পনেরো মিনিটের পালা আসে। প্রায় তা-ই, তবে ঠিক তা নয়; সবাই অনুমতি পায় না, সবার বলার বা করার মতো প্রয়োজনীয় কিছু থাকে না। যেন সবার আত্মা নেই, কিছু মানুষকে শুধু ফাঁকা মনে হয়। সম্ভবত কাউকে আমি এর চেয়ে বেশি অপমান কখনো করিনি। আত্মা কী? সত্যি বলতে, তা তীব্র অনুরাগ, তোমার লক্ষ্যের ভেতরের আলো। অন্ধকার মহিমান্বিত, কিন্তু শূন্যতা দুঃখের। সবকিছু ঘিরে আছে অন্ধকার, অসীম নিজেই সেই অতল শূন্যতা। আমরা সূর্যের এত কাছে যে কখনো ভুলে যাই অতল কত বিশাল আর আমরা কত ছোট। আমরা সবাই একসঙ্গে এই পাথরখণ্ডে আছি, এমন সব ব্যবস্থা গড়ছি যা শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বজুড়ে শৃঙ্খলার জন্ম দেবে, সবকিছুকে শৃঙ্খলায় আনবে, নির্দিষ্ট এলাকা ছাড়া বিশৃঙ্খলা আর মৌলিক চিন্তা পুরোপুরি নির্মূল করবে। ভাবছি, সেটা দেখতে কেমন হবে? একটা ফোন, ইমেল, IM আর হাঁটাপথ? সরাসরি সংযোগ থেকে তার বেশি দূরত্ব নয়? Bin Laden এখনও বেঁচে আছে, এই মুহূর্তে তার অস্তিত্ব আছে, তার প্রমাণ আমাদের দরকার। না দেখলে বিশ্বাস নেই, আর সেটা বিপজ্জনক, গোটা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিতে পারে। তাই যেকোনো দিকেই প্রমাণ দরকার, জীবিত বা মৃত। তা না হলে 46 ধরে নিতে হবে তার অস্তিত্ব নেই, আর সেই অনুযায়ী এগোতে হবে। এক লক্ষ্য থেকে পরের লক্ষ্যে, একটা থেমে যাওয়া ব্যবস্থার ওপর অতিরিক্ত চাপ ফেলতে পারে। ////s/s//ta//ll

ব্যবস্থাকে থামাও, আর তুমি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নাও। তাহলে জানো, এই মুহূর্তে পৃথিবী কে নিয়ন্ত্রণ করছে? দেখে মনে হচ্ছে সন্ত্রাসীরাই নিয়ন্ত্রণ করছে, তারা এমনকি নির্বাচনকে এদিক বা ওদিকে ঝুঁকিয়ে দিতে পারে। বড় আকারের হামলা হলে bush জিতবে। আমেরিকার মাটিতে কেউ হামলা না করলে bush হারবে। তাহলে দেখতেই পাচ্ছ, সন্ত্রাসীরাই যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। মাংসাশী প্রবণতা হয়তো মানুষকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলতেও আমাদের খারাপ না লাগার দিকে নিয়ে যায়, কিন্তু নিশ্চয়ই আমাদের বিচারবুদ্ধি আছে। জনতার রাগ সমর্থন করবে বা বিরোধিতা করবে। রক্তপিপাসু খাদ্যাভ্যাস আরও আক্রমণাত্মক আচরণের জন্ম দেয়। কেন? শিকার না সংগ্রহ... সংগ্রাহকদের আরও শান্ত হতে হয়, শিকারিদের আরও আক্রমণাত্মক। তাই হ্যাঁ, Adkins খাদ্যাভ্যাস আরও আক্রমণাত্মক সংস্কৃতির জন্ম দেয়, সামগ্রিকভাবে আরও রক্তপিপাসু। তা অবশ্যই পৃথিবীতে প্রকাশ পাবে, কিন্তু সেরোটোনিনের অভাব? মার্চ (মার্চ) 24 (28), 6004 AL (2004) প্রশ্ন? আমার গোটা জীবনের ফল যদি একটা সোফা হয়, মনে হয় তা মন্দ নয়। আমার জীবনের ফল যদি হয় বাছাই করা অল্প কয়েকজনের লেখা খোদাই করা এক অনন্য কাঠের বই, নতুন ধরনের অভিজাত গোষ্ঠী... আন্তঃসংযোগকে কাজ করতে দেখার একটা পরীক্ষা, তৃণমূল কথাটার সম্পূর্ণ নতুন অর্থে। আমরা সবাই পরস্পর সংযুক্ত, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো, তার কিছুটা আমি পৃথিবীর কাছে প্রকাশ করি, আমার চোখ দিয়ে। তুমিও আবার তা নিয়ে ভাবো। আলোচ্য বিষয় আর তার নিচে থাকা অর্থ। নিজেকে প্রকাশ করার ভয় আমি বুঝতে পারি, জীবনে তুমি যা তৈরি করো, তা-ই তুমি। এই পৃথিবীতে যা পাঠাও, তা-ই তুমি। আমার চোখে আমি পেছনে রেখে যাই মৃতদেহ আর বিশৃঙ্খলার রেখা। মানুষের স্বভাবই এমন, তবু আমি অনুভব করি, আশা করি, ভালোবাসি। এটাই আমার জীবন, আমি যে বা যা, তা হতে চাইনি, আমি কেবল তা-ই। মহাবিশ্বের মিথস্ক্রিয়া এভাবেই চলে, প্রকৃতি বনাম লালনপালন, অনিবার্যভাবে আমাদের বংশগত প্রবণতাগুলো বিকশিত হয় অথবা

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **25**

47 মরে যায়। বাঁচো আর মরতে দাও... মনে হয়, তোমার আশপাশের প্রাণীদের মৃতদেহ দিয়ে ভোজ করতে তুমি বাধাহীন বোধ করতেই পারো। আর একদিন যখন মানুষ খাদ্যশৃঙ্খলের শীর্ষে থাকবে না, আশা করি আমরা আমাদের খাবারকে যতটুকু সম্মান দিয়েছি, মানুষ অন্তত ততটুকু সম্মান পাবে। উদ্দেশ্য অনুযায়ী নকশা করা জীবন্ত প্রাণী, তুমি স্বপ্ন দেখো, আমরা বানাই। এটাই ভবিষ্যৎ, এটাই সেই দিন যখন আমরা নিজেদের বিলুপ্তির নকশা করি। তাহলে কোনটা হবে? পারমাণবিক নিশ্চিহ্নতা? মাংসখেকো প্রাণীর নতুন জাত? জৈবযুদ্ধ? নাকি দীর্ঘ সময় ধরে আধুনিক মানবতার ধীরে ধীরে বিলুপ্তি? মানবজাতির ইতিহাসে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়, আমরা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বাঁচছি। মহাবিশ্বের চোখে আমরা ক্ষণস্থায়ী ধূলিকণা, কিন্তু মানবতার জন্য আমরা নির্ণায়ক। এ আমার বাণী, কলঙ্কিত আর ঘৃণায় ভরা, পরিণামে এ আমার বাণী... আমাদের পৃথিবীর দ্রুততর হয়ে ওঠার প্রজন্মের পর প্রজন্ম। স্বাধীনতা কি এতই ভালো একটা ধারণা? আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু স্বাধীনতার দিকেই আমরা এগোতে চাই। মনে হয় লৌহপর্দার দুই দিক থেকেই রহস্য আছে, তাই ঘাটতি পুষিয়ে নিই অডিও, ভিডিও, এমনকি মানুষ দিয়ে নজরদারির মাধ্যমে। পর্দা সরানো আর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগে ওপাশে কী আছে তা দেখতে। কে কাকে দেখছে? একটা আদর্শগত জটিলতা হতে পারে এমন কিছুর ভয়ে দৌড়ে পালানো। যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ হিসেবে “আমরা” নিজেদের ছাড়া আর কাউকে নিয়ে ভাবি না; আমাদের মধ্যে অনেকেই যারা যুদ্ধের সত্যিটা জানে, তারাও একে USA-র

মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় বলিদান বলে দেখে। (আগ্নেয়গিরিতে কুমারীদের ছুড়ে ফেলার থেকে খুব আলাদা নয়।) এই মানববলিতে 48 “মুক্তিযোদ্ধাদের” উৎসর্গ করা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের রক্তপিপাসু যুদ্ধযন্ত্র নামের পশুটাকে খাওয়াতে। কিন্তু সেই আগ্নেয়গিরির মতো এই উদ্গীরণও আমাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণের বাইরের এক প্রাকৃতিক শক্তি। এখান থেকে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বার্তা পৌঁছাতে পারি… এখান থেকে আমরা প্রশাসনের কাছে বার্তা পৌঁছাতে পারি… আমরাই সত্যিকারের ইলুমিনাতি। মানুষের উদ্ভবের কাল থেকে?

সেটা প্রাসঙ্গিক নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো এখন। এই গোষ্ঠীর হাতে আমাদের বিশ্বসমাজের অবকাঠামো ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে। পৃথিবীর প্রতিটি আলো নিভিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা সত্যিই আমাদের আছে, জীবন দেওয়া আর কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা। আমরা এমন এক ইলেকট্রনিক ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যাকে আমরা বানিয়েছি আর এখনও নিয়ন্ত্রণ করি, যেন তুমি বুঝতে পারো। পৃথিবী এভাবেই চলে, পুরোনো দেবতারা মরে যায়নি, কিন্তু মনে হয় ধীরে ধীরে মরছে, জায়গা করে দিচ্ছে ঈশ্বরের এমন এক ধারণাকে, যা গরিবদের বিনয়ী রাখে আর ধনীদের অপরাধবোধ থেকে আড়াল করে, যখন আমরা রাস্তায় মানুষ মরতে দেখি। পৃথিবী এভাবেই চলে, তা আমাদের ভালো লাগতেই হবে না, এতে সফল হতে হবে। ব্যর্থ হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো, জীবন প্রায়ই মৃত্যুর চেয়ে অনেক খারাপ হতে পারে। এই যে, “খ্রিস্টান সৈনিক”, এবার তোমার সরকারের নামে গিয়ে হত্যা করো? যাতে একদিন আর আরব, মুসলমান, ইহুদি, বৌদ্ধ, নাস্তিক কেউ না থাকে, শুধু খ্রিস্টধর্ম থাকে, কারণ তা ঈশ্বরের নামে হত্যায় উৎসাহ দেয়; মিশে যাও, নয়তো মরো। এটা আমার লড়াই নয়, কিন্তু আমি তা দেখতে পাই।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **26**

49 যিশুর ভাইরাস মৃত্যু ছড়ায় আর মানবতাকে দাস করে। যেন আফগানিস্তান থেকে এটা লিখছি, যেন মর্টারের গোলার শব্দ শুনতে পাচ্ছি; লিখছি, কারণ জানি শিগগিরই মরব, কিন্তু তুমি এটা পড়েছ বলে হয়তো একটু ভালো বুঝবে। আমি ইরাকের কোনো গর্তে বা আফগানিস্তানের কোনো গুহায় নেই, আমি যুক্তরাষ্ট্রে, স্বাধীনভাবে এটা লিখছি। কেউ আমার দরজা ভাঙছে না, কখনো হয়রানিও করছে না; স্বীকার করতেই হবে, এই স্বাধীনতা থাকাটা ভালো। যদিও আমি কখনো মিলিশিয়া রাখার অধিকার প্রয়োগ না-ও করি, কিংবা শিকাগো শহরের ঠিক বাইরে ইন্ডিয়ানায় বিপুল অস্ত্রের মজুত না-ও গড়ি। তবু এই সুযোগ থাকা ভালো, জানা ভালো যে যেকোনো সময় আমরা দাঁড়িয়ে সরকারকে বলতে পারি, “তোমরা খারাপ কাজ করেছ, এবার আমরা নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছি”, আর ঠিকভাবে করা হলে তা যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ এবং আন্তর্জাতিক আইনে গ্রহণযোগ্য হবে। তাই ইরাক, আফগানিস্তানে মারা যাওয়া প্রতিটি শিশু, প্রতিটি মানুষের দায় প্রতিটি আমেরিকানের কাঁধে। আমার চোখে, তুমি কিছুই না করলে তা যেন কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই বন্দুক তুলে এক সম্পূর্ণ অচেনা মানুষকে গুলি করার সমান। আর দাবি করা যে এতে শেষের আগমন থামবে, অনিবার্যকে পিছিয়ে দেওয়া যাবে, তোমার জানা উচিত এতে প্রক্রিয়াটা আরও দ্রুত হবে। তোমার দেখা উচিত, পৃথিবীজুড়ে গুলির প্রতিধ্বনি আমাদের সবাইকে নিজের বিশ্বাসের জন্য অস্ত্র ধরতে জাগিয়ে তোলে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই পৃথিবীতে আর শান্তিপূর্ণ, দ্রুত প্রত্যাহারে বিশ্বাস করি। আমাদের সংস্কৃতি বিষ, যে সংস্কৃতিকে স্পর্শ করে তাকেই ধ্বংস করে; হ্যাঁ, আমাদের স্বাধীনতা আছে, কিন্তু শান্তি আর সম্প্রীতি কখনোই নেই। অনেক দিক দিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য আমরা পরিবারকে বিসর্জন দিয়েছি। আমার মনে হয়েছে, নিষ্ঠুর স্বৈরশাসনে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে আরও ভালো ব্যবহার করে, আর পরিবার আরও মজবুত হয়। হয়তো আমরা

স্বাধীনতা চাই, কিন্তু নিষ্ঠুর স্বৈরশাসনে কি আমরা আরও ভালো থাকতে পারতাম? 50 তাই আগুনের বলয় আকাশকে খাওয়ায় গৌরব আর স্বাধীনতার গল্প, কিন্তু মাটিতে আতঙ্ক আর দুর্দশা জন্ম দেয় রক্তপিপাসা ও প্রতিশোধের। এই পরিস্থিতিতে আমরাই শয়তান; পোকা মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে মাছির মতো মানুষ মরতে দেখা বিরক্তিকর। কখনো মনে হয়, বাস্তব লড়াইয়ের সম্মুখভাগে মাটিতে থাকতে সব দিয়ে দিতাম। বদলে আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকব, কাজ করা আর না-করার পরিণতি নিয়ে ভাবব, আর মূলত কিছুই করব না, শুধু অন্ধকারের দিকে যুদ্ধংদেহী চিৎকার ছুড়ব। মার্চ (মার্চ) 15 (19), 6004 AL (2004) cx আমার চিৎকার সময় আর মহাশূন্য দিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়, কেউ কি আমাকে শুনতে পায় না, আমি কী বলছি। প্রকৃতি সংরক্ষণ, সুন্দর ছোট্ট এক স্মারক: একসময় যা ছিল প্রাকৃতিক জগৎ, এখন তা আবর্জনায় ভরা আর তার সম্পদ গিলে খাওয়া লোকদের প্রয়োজন নিখুঁতভাবে মেটাতে সাজানো। আমি ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছি, যা একসময় ব্যবসার জায়গা ছিল, অন্তত দেখে তা-ই মনে হয়। এখন প্রকৃতি ঢেকে ফেলেছে। কারও কাছে তা জীবন, ভালোবাসা আর আশা তৈরি করে, সেটা কোনো কল্পনার জগৎ নয়; জীবনকে মূল্য দাও, তা ক্ষণস্থায়ী, চোখের এক পলকের জন্যই আমরা এখানে। নরম মাটিতে লাল ন্যাকড়া জীবনের চিহ্ন, ভুলে যাওয়া এক সময়। এই পবিত্র পৃথিবীতে ছড়ানো কোমল পানীয়ের বোতল আর মরচে ধরা পিপের চেয়ে খুব আলাদা নয়। মার্চ (মার্চ) 13 (17), 6004 AL (2004) cx শুধু একটা ভাবনা। কিছুতেই কিছু যায় আসে না জেনেও আমি অনেকটা সময় ভাবি। কখনো তা আমাকে কষ্ট দেয়। এটাই জীবন, আর তার সঙ্গে যা কিছু আসে। যা কিছুর খরচ মেটানো দরকার, তা মেটাতে দাসের মতো খেটে যাও। কী উদ্দেশ্যে? মৃত্যু আর জীবনের মধ্য দিয়ে, যেন কাচের টেবিলের ভেতর দিয়ে, আমরা বসে নিজেদের দেখি। একটা জীবন নষ্ট হওয়াই ট্র্যাজেডি। আমি রাগী আর তিক্ত, নির্দয়ভাবে লেগে থাকা... কোন পরিণতির জন্য? জীবন নিজেই কি উত্তরের খোঁজ নয়? টিকে থাকা? টিকে থাকার মজাটা হলো, ভালোভাবে টিকে থাকতে তোমার

51 বাঁচতে ইচ্ছা করতেই হবে এমন নয়। জঙ্গলে হোক বা শহরে, আমরা সবাই একটা উদ্দেশ্যে বাঁচি। তা অবশ্যই টিকে থাকা। আশপাশে চমৎকার মানুষ থাকা সত্ত্বেও আমি বিষণ্ন, যেমন জীবনের বেশির ভাগ সময়ই ছিলাম। নিজের পতনের জন্য কাউকে দোষ দিই না, মানুষের উদ্ভবের কাল থেকেই তা আগে থেকে নির্ধারিত ছিল। এটাই জীবন... তার সমস্ত মহিমা আর অস্বস্তিকর দিক নিয়ে। আমি কোনো আদর্শ মানুষ বা সুপারহিরো নই। বরং উল্টো, মনে হয় কেমন হওয়া উচিত নয় তার উদাহরণ। আমাকে যেমন পেয়েছ, তেমন অবস্থায় আমার কাছ থেকে এ কথা নাও... যন্ত্রণা তোমার নিয়তি। শুধু এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি, তাতেও আসলে কিছু যায় আসে না। আমি এখানে লড়াই বেছে নিয়েছি, কারণ এখানেই তুমি আমাকে শুনতে পাও। এই সেই জায়গা, যেখানে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা একমত হই। এখন আমার বয়স হচ্ছে। গোটা অস্তিত্ব শুধু একটা ছবিতে। আমার গোটা জীবন একটা ফাইল, যা একদিন মুছেও যেতে পারে, না-ও পারে। নতুন পাতা... কী ছিল যেন? একটা প্রশ্ন, একটা অনুসন্ধান? না, শুধু বকবক। সত্যিকারের কোনো বক্তব্যই নেই। ট্র্যাজিক যে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এত নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করতে পারে, শুধু শেষ হয়ে যাওয়া এক যুদ্ধকে ন্যায্য দেখাতে। লজ্জা, জাতি হিসেবে পতনের ভয় আমাদের, আর ওপরে থাকতে যত মানুষ বা দেশকে পিষে ফেলা দরকার, আমরা তা করতে রাজি। ভুয়া যুদ্ধ, ইচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা। সবই শুধু ওপরে থাকার জন্য। ভাবছি, এর জন্য যারা মরেছে, তারা কি ফলাফলের সঙ্গে একমত? আজ (04) আমরা আকর্ষণীয়

এক সময়ে বেঁচে আছি। আমরা এখনও কতখানি মানুষ, অথচ নিজেদের মানবতা লুকোতে চাই... মার্চ (মার্চ) 9 (13), 6004 AL (2004) cx আমার বিশ্বাস, এখন বিজয়ের সময়, ঐক্যের সম্ভাব্য ক্ষমতা কাজে লাগানো শুরু করার সময়। সব পক্ষ একমত নয় বলে আমি হতাশ। আমার মনে হয়, “জীবন্ত গির্জাগুলোকে” FFTAC-তে সক্রিয় থাকার সুযোগ দিতে হবে। বিশ্বাসেরও জায়গা আছে, আমাদের 52 “Church of Satan”, “Golden Dawn”-এর মতো জীবন্ত গির্জা, সেই সঙ্গে Wiccan, Druid আর অন্যদেরও গ্রহণ করতে হবে। এই মুহূর্তে আমরা ইসলামি বা খ্রিস্টানদের মতো “মৃত গির্জার” সাহায্য খুঁজছি না, তবে তাদের বিরুদ্ধেও নই। মার্চ (মার্চ) 2 (6), 6004 AL (2004) cx আজ তোমাকে আমি কী বলি? কিছুই না? হয়তো শুধু একসময় তোমার থাকা কোনো স্মৃতি মনে করিয়ে দেওয়া, অথবা আরও কিছু। ভেতরে তাকাও, মনে হয় তুমি দেখবে এটা শুধু তোমার জন্যই এখানে আছে। শুধু যাতে জানতে পারো ঠিক কী আমার মাথায় চলছিল। এতে আমি কে, তার ব্যাখ্যা হবে না। আমি নিজেও তা বুঝি না। এটা শুধু আমার মনের ভেতর যাওয়ার একটা প্রবেশপথ। যেকোনো কারণেই হোক, তুমি আমার ভাবনাগুলোর মধ্য দিয়ে হোঁচট খেয়ে চলেছ। এক অর্থে আমার মন পড়ছ। মজা করো, এটা মূলত আমার জন্যই আছে, কিন্তু যেমন বলেছি, এটা এখানে আছে শুধু তোমার জন্য। সব মানুষের মাথায় ঘুরে যাওয়া অস্বস্তিকর ভাবনাগুলো? খুব আলাদা নয়, সবকিছুর নিচে নয়। তুমি কি স্বর্গের জন্য প্রার্থনা করো? এখন আর কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। মুক্তিযোদ্ধারা, ধন্যবাদ। তোমাদের শক্তিকে আমি সত্যিই সাধুবাদ জানাই, আর জানি আমি তার ধারেকাছে নই। তোমরা যারা মাটিতে লড়ো, আমাকে আশা দাও। নিজের বিশ্বাসের জন্য যারা প্রাণ দেয়, আমি তাদের প্রশংসা করি। আমি তোমাদের জায়গায় থাকতে চাই না, কিন্তু কখনো সেই দিন এলে আশা করি আমিও ততটা শক্ত হতে পারব।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **28**

53 ফেব্রুয়ারি 2004 ফেব্রুয়ারি (মার্চ) 28 (3), 6004 AL (2004) এখনও অবাক লাগে, আমরা সবাই কেউ হতে চাই, কিছু হতে চাই। নিজেদের দেখি ঝাপসা আয়নায়, যা মূলত শুধু তা-ই দেখায়, যা আমাদের দেখা উচিত বলে আমরা মনে করি। আশপাশের মানুষ কখনো সত্যিকার অর্থে আমাদের সেইভাবে দেখে না, যেভাবে আমরা চাই। এত বছর পরেও কখনো নিজেকে চিনতে পারি না, আর অন্যেরা আমাকে যেভাবে দেখে, তা আমার কৌতূহল জাগায়। নিজেকে নিয়ে গল্প শুনলে হাসি পায়, এত কমই সেগুলো সঠিক হয়। কিছু সত্যের ওপর দাঁড়ানো, কিছু একেবারেই ঘটেনি। আমার সবচেয়ে প্রিয় সেই গল্পটা, যেটা শুনেছিলাম: আমি নাকি Denny's-এ একটা টেবিলে লাফিয়ে উঠে ব্যাগ থেকে তলোয়ার বের করে চিৎকার করেছিলাম, “আমি অ্যান্টিক্রাইস্ট”; তা কখনো ঘটেনি। আরও আছে, অনেক আছে। আমার কিছু যায় আসে না, কেউ যেমন বলেছিল, “ওরা কী বলল সেটা বড় কথা নয়, তোমার নামের বানান ঠিক লিখল কি না সেটাই আসল।”

শুধু মনে রাখার জন্য, বানানটা হলো G H R I S X ফেব্রুয়ারি (মার্চ) 26 (1), 6004 AL (2004 ce) cx টাওয়ারের ওপর থেকে শহরকে মাটির তুলনায় কত আলাদা দেখায়। গোটা পাড়া খেলনার মতো লাগে, বাস্তব জীবনের মতো মোটেও নয়। যারা ওপরে থাকে, তাদের পক্ষে মাটিতে, এমনকি মাটির নিচে জীবন কেমন, তা ভুলে যাওয়া কত সহজ নিশ্চয়ই। প্রচলিত নিয়ম না-মানা মানুষদের, মুক্তিযোদ্ধাদের কত সহজে সন্ত্রাসী বলা হয় সেই প্রশাসনের ছড়ানো নব্য নাৎসি প্রচারে, যে প্রশাসন নিজের বিরুদ্ধে কথা বলা বড় একটা সংবাদ সংস্থায় বোমা

ফেলেছিল, উফ্। 54 নিজের পথের ভুল দেখতে পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ, সংশোধন করার চেষ্টা করার জন্য ধন্যবাদ। এই ব্যবস্থা স্থূল বলপ্রয়োগের ওপর গড়া, আর একবার এর অংশ হয়ে গেলে তোমার জীবন তার হয়ে যায়। তারা তোমার আত্মা কেড়ে নিতে পারে না, তুমি যা নও তা হতে বাধ্য করতে পারে না। অন্তত দীর্ঘ মেয়াদে নয়। আমাকে স্বাধীনতা দাও, তুমি চিৎকার করো, কিন্তু শুধু নিজের ভেতরে, কারণ কখনো মুখে বলে ফেললে, কেউ কখনো তোমার অনুভূতি জেনে গেলে... বোঝার সময় এসেছে যে ব্যবস্থা বদলায়, ওপরের "ভেতরের গোষ্ঠী" এখন নতুন কর্তাদের অধীনে, পুরোনো নেতারা শিগগিরই উৎখাত হবে। সত্যের চেয়ে বড় শক্তি নেই, কিংবা বিশ্বাসের চেয়ে বড় উপলব্ধি নেই? এমন ব্যবস্থায় নিজেকে কেন্দ্রীভূত করা, যা তুমি মরলেই শুধু ছাড়বে, আর তখনও নিজের উদ্দেশ্যে তোমার স্মৃতিকে হাতিয়ার করবে। তুমি জানো, আর বিশ্বাস করা উচিত নয়, তবু নিজের আত্মার দিকে এগিয়ে যাও, আর যা কখনো ডানা পাওয়ার যোগ্য ছিল না, তা মাটিতে পড়তে দাও। "সুইচ উল্টে দেওয়ার" সিদ্ধান্ত তুমিই নেবে, কিন্তু আলোচনার টেবিলে প্রশ্নটা কী, তা কি জানবে? তোমার একটা পছন্দের সুযোগ আছে, সেটাও কি জানো? এটাই মানুষের স্বভাব, "আমাকে করতে বলা হয়েছিল", "সে আমাকে বাধ্য করেছে"। তাদের বলার জন্য একটা নাম চাও? দোষ চাপানোর জন্য কাউকে দরকার? আমি তোমার কাছে কী চেয়েছি তা তাদের দেখাও, বোলো এ ছিল Ghrisx-এর বাণী। এই পদমর্যাদার সোপানে আমি অতিষ্ঠ, আমাদের পুলিশি রাষ্ট্রে স্বাধীনতার এই ভয়ংকর বিকৃত মিথ্যায় আমি অতিষ্ঠ। এটাতে ক্লিক করো, দেশের দেউলিয়াত্ব মেনে নেওয়ার, জাতীয় ঋণ মুছে ফেলার, সরকার বদলানোর আর ছাই থেকে আরও শক্তিশালী জাতি হয়ে ওঠার সময় হয়েছে। বর্তমান দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে ভেঙে নতুনভাবে গড়ার সময় এসেছে, যাতে আর কখনো

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **29**

55 ধনীরা গরিবদের কাছে ঈশ্বর সেজে বসতে না পারে। যাতে দাসদের আর শুধু মাথা গোঁজার ঠাঁই আর খাবার জোটাতে সপ্তাহে 65 ঘণ্টা ঘৃণার চাকরি করতে না হয়। আর এদিকে ওয়াশিংটনের রাঘববোয়ালেরা বিদেশি নাগরিকদের মৃত্যু, এই দেশে আমেরিকানদের আর পৃথিবীজুড়ে "বিদেশি মুক্তিযোদ্ধাদের" অন্যায় কারাবাস নিয়ে হাসাহাসি করে। নরকের নদী থেকে জাহাজে উঠে আসতে সাহায্যের জন্য হাত বাড়াই, কিন্তু সেটা যায় অন্ধকূপে, তাই তীরের দিকে সাঁতরাই। তোমার মতো হওয়ার আগে আমি ডুবে মরব; আমার আত্মা, আমার সত্তাকে এই জাতির নরকমুখী নীতির অভিশাপে মিশে যেতে দেওয়ার আগে আনন্দে মরব। ইলুমিনাতি দাঁড়িয়ে তোমার পতন দেখবে। কারণ আমরাই আলো, আর তুমি ঘৃণার কালো কুয়াশায় পৃথিবী ঢেকে দিয়েছ। Bush-কে ভোট দাও, আর্মাগেডনকে সমর্থন করো ফেব্রুয়ারি (ফেব্রুয়ারি) 24 (27), 6004 AL (2004) cx আজ শিকাগোর Sacramento-তে একটা পেট্রোল পাম্পে নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। একজন বয়স্ক, রোগা, প্রায় চল্লিশ বছরের লোক, চুল একেবারে ছোট করে ছাঁটা, দেখে হিস্পানিক বংশোদ্ভূত মনে হলো, আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আমি এত গম্ভীর কেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী নিয়ে বলছে? সে বলল আমার ইউনিফর্মটা গম্ভীর, আমি উত্তর না দিয়ে চিপসের দাম খুঁজতে থাকলাম। তারপর সে "পুলিশ" নিয়ে কী একটা বলল। আমার দিকে তাকিয়ে আবার পুলিশ অফিসার হওয়া নিয়ে কিছু বলল। তাই তার দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমি পুলিশ নই।" সে বলল, "তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলছ কেন, আমি সত্যিকারের পুরুষ।" তারপর আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন সে বিরাট ত্রাস। সত্যি ভেবেছিলাম, 56 ওই রোগা ছোট্ট লোকটাকে দু-টুকরো করে দিই, কিন্তু আমার কাছে সে কেউ নয়, তার

জন্য খানিকটা খারাপই লাগল। এত প্রকাশ্য তিক্ততা, কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া, কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া এমন অবজ্ঞা দেখানো। কেমন জীবন কাটায় সে, কতটা পিষ্ট হলে অচেনা মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার দরকার বোধ করে। কাউকে করুণা করলে তাকেই করতাম, আর সে যে দুঃখের জীবন নিশ্চয়ই কাটায়, তাকে। ফেব্রুয়ারি (ফেব্রুয়ারি) 21 (24), 6004 AL (2004) cx সবদিক বিবেচনায় খ্রিস্টধর্ম একটা সমস্যা... কিন্তু প্রধান সমস্যা নয়। আমাদের প্রজন্মের সামনে প্রকৃত সমস্যা হলো, আমরা মানবজাতিকে যেমন জানি, তার স্থায়ী বিলুপ্তি।

1. পারমাণবিক নিশ্চিহ্নতা 2. বংশগত বৈশিষ্ট্যে হস্তক্ষেপ 3. মানুষ ও কম্পিউটারের একীভবন মানবপ্রজাতি বর্তমান পথে চলতে থাকলে ফল হবে এমন কিছু, যাকে আমরা কল্পবিজ্ঞানের দুঃস্বপ্ন বলব। এখন লড়ার সময়, নিজেকে সশস্ত্র করার সময়। “অ্যান্টিক্রাইস্ট” নামের ধারণাকে সমর্থন দিয়ে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়ার সময়, আমরা ক্রাইস্টবিরোধী বলে ততটা নয়! কারণ “এটা” সেই কাজের জন্যই, এটা এমন এক হাতিয়ার যা পুরো ব্যবস্থা ধ্বংস করতে পারে। সে জন্যই তা লেখা হয়েছিল, ব্যাবিলনের পতন ঘটাতে, জায়নে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে। মানবতার জন্য পৃথিবী পুনরুদ্ধারের প্রথম ধাপ “সত্য তারিখ” চালু করা। তারিখে তোমাকে 6004 লিখতে হবে 2004-এর জায়গায়, দেখাতে যে তুমি “খ্রিস্টান বর্ষপঞ্জি” সমর্থন করো না। শেষ পর্যন্ত 13 মাসের বর্ষপঞ্জি গ্রহণ করা, এমন বর্ষপঞ্জি যেখানে প্রতি মাসের প্রথম দিন হয়

57 রবিবার, আর প্রতি মাসের শেষ দিন শনিবার। প্রতি মাসে 28 দিন, বছরে 13 মাস। নববর্ষের দিন কোনো দিন নয়, সেটি অ-দিন, দুই বছরের মাঝখানে একটি সন্ধিবিন্দু। অধিবর্ষ একটি শূন্য দিন, পঞ্জিকার বাইরে, বছরের মাঝখানে তার অবস্থান। জুন আর জুলাইয়ের মাঝের Solaris নামে পরিচিত মাসে, প্রায় লুকিয়ে থাকে সেই বছরের 14তম (শনিবার) আর 15তম (রবিবার) দিনের মাঝখানে, Solaris নামে পরিচিত মাসটিতে। অক্টোবরে মাংস না খাওয়ায় আমার সঙ্গে যোগ দিতেও আমি তোমাদের বলি। যেসব প্রাণী শুধু এমন এক অকৃতজ্ঞ সংস্কৃতির পাতে ওঠার জন্য মরে, যার জীবনের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নেই, তাদের প্রতি সম্মান থেকে। আমি চাই তোমরা সম্মান দেখাও, সংযম দেখাও, সেই মাসে একটিও "একসময় জীবিত প্রাণী" না খাওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করো... আর কখনোই নয়। ফেব্রুয়ারির 10 তারিখ, 6004 cx সমস্ত স্বপ্নের জন্য; সমস্ত যন্ত্রণা আর মধুর রক্তের জন্য। জীবনের বাস্তবতা হলো, আমাদের নিজেদের আর আমাদের বেছে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর ওপর ক্ষমতা আমাদেরই। জানি, আমার দুপুরের খাবারও আমার মতোই ব্যথা অনুভব করেছিল। তবু আমি বিশ্বাস করি, এ-ই বিষয়গুলোর দুর্ভাগ্যজনক ক্রম। অন্তত আপাতত। বিষয়গুলো বদলায়, ব্যবস্থাগুলো বদলায়... মাত্র তিন সপ্তাহ আগে যা অকল্পনীয় ছিল, কাল তা সত্য হতে পারে। পৃথিবীর চলন এমনই। তোমরা বলো, তারা কখনো তা হজম করতে পারবে না? আমি বলি, "তারা কারা?", শুধু আমাকেই কি বুঝতে হবে না, শুধু আমাকেই তো একমত হতে হবে। এ-ই পৃথিবী: তোমরা যা ঠিক করো, আমি যা ঠিক করি, আমরা যা ঠিক করি। সারকথা... আমিই পরিবর্তন, আমাকে সমর্থন করো, পরিবর্তনকে সমর্থন করো। তোমাদের সমর্থন আমার দরকার।

58 জানুয়ারি 2004 জানুয়ারির 20 তারিখ, 6004 cx আমি তোমাদের বলতে খুবই চাই, "আমি অ্যান্টিক্রাইস্ট", কিন্তু অ্যান্টিক্রাইস্ট একটি ব্যবস্থার নেতা। আমি শুধু এক কণ্ঠ, এমন এক মানসিকতার জানালা, যা অসন্তোষের কণ্ঠস্বর। সমস্যাগুলো পুরোপুরি প্রকাশ পাওয়ার আগেই আগামী দিনের সমাধান ভাবো। এটি পৃথিবীর ভবিষ্যতের

প্রবেশদ্বার, সেই করুণাহীন মানসিকতার দিকে প্রবেশদ্বার, যা এই যুদ্ধে মুক্তিদায়ী উপাদান হবে। সমস্যাটি সহজ: মানবজাতিকে সাহায্য করতে তৈরি ব্যবস্থাগুলো দ্রুত মানবজাতিকে দাস বানাচ্ছে। নির্ভরতার চক্র ভাঙতে, পৃথিবীর "যুদ্ধবাজ প্রভুদের" অস্থিতিশীল করতে আমাদের ব্যবস্থার ভেতরেই একটি ব্যবস্থা গড়তে হবে। এই ব্যবস্থা বিশ্বাসের ওপর দাঁড়ানো, মানবজাতির প্রতি বিশ্বাস, একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস। আমাদের মধ্যে যারা বোঝে কী করা দরকার, তাদের হাতে ক্ষমতা দিতে একসঙ্গে কাজ করা। সবই জেনেভা কনভেনশনের সীমার মধ্যে, সবই আইনের অক্ষরের মধ্যে। এই পথ সহজ নয়, আর যারা অনুসরণ করবে, তারা কখনো সীমার বাইরে পা দিতে পারবে না। তোমাদের দেখা হচ্ছে, তোমাদের উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে, সেই উদাহরণকে আদর্শ বলে প্রমাণিত হতে হবে। তোমরা এমন এক ব্যবস্থার প্রতিনিধি, যা খুব ছোট, কিন্তু বাড়বে। যারা নেতৃত্ব দেবে, তারা হবে "exacted", কাউকে কাউকে খুঁজে ধরে হত্যা করা হবে। নেতৃত্ব দিতে আমার ভয় নেই, আর আমি জানি আমাকে অনুসরণ করতে হবে, তোমাদের ইচ্ছার সামনে নত হতে হবে। এ-ই বিচারসভার পথ, আর অভিশপ্তদের ইচ্ছা। শেষ খেলার পর্যায়ে "coven it", যারা পারে আর করবে... Pulse নিয়ে নোট সমস্যা মনে হচ্ছে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে RAM-এর সরাসরি ব্যবহার। এনক্রিপশন আর ডেটা ছড়িয়ে দেওয়া যেন সব উদ্বেগের মধ্যে সবচেয়ে ছোট।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **31**

59 জানুয়ারির 12 তারিখ, 6004 cx আমি অনেক ভুল করেছি, শেখার উপলক্ষ... তুমি আমাকে এত ঘৃণা করো কীভাবে, আমি তো সবসময় তোমার পাশে থাকতে পারি না। তুমি আমাকে কষ্ট দিতে চাও কেন? যা সবচেয়ে ভালো বলে মনে করি, তার জন্য সাধ্যের সবটুকু দিই। তুমি সুখী হবে বলে আমার সংক্ষিপ্ত, সামান্য জীবনকে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে দিই, শুধু তোমাকে সুখী করার সুযোগটুকুর জন্য জীবনভর দাসের মতো খাটতে থাকি, কিছুই যথেষ্ট ভালো নয়, আশা করি তুমি সুখী। আমি কখনো রাগ করতে চাইনি, চিৎকার করতে চাইনি। আশা করি তুমি সুখী। লাল গোলাপের দিন, লালসা আর যন্ত্রণার দিন, তোমাকে কষ্ট দিয়ে আমি আনন্দ পেয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত, দিনের শেষে, নিজেকে ছাড়া দোষ দেওয়ার মতো কেউ আর থাকে না: অতিরিক্ত দুর্বল হওয়ার জন্য, অতিরিক্ত পরোয়া করার জন্য, তোমাকে আদৌ আমাকে জানতে দেওয়ার জন্য। আবেগের এই জগতে ঘৃণা আর ভালোবাসায় আগুন জ্বলে, কিন্তু তোমার জন্য সে আগুন আর একটুও জ্বলে না। আমার কাছে তোমার আর অস্তিত্ব নেই, শুধু কাগজের এক ছায়া, যার ওপর এমন এক গল্প ছাপা, যা আমি কখনো বলব না, আমার জীবনের এমন এক অংশে যা মুছে গেছে। এখন শুধু আমার আপনজনদের জন্য কাঁদি, আমাকে প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত সেই ভাবনা সরিয়ে রাখি; সে দিন যদি কখনো না আসে, সঠিক কাজটাই করেছি—এ বিশ্বাস নিয়ে মরব। অন্যদিকে, প্রশান্তি জীবন বর্ষণ করে, অশ্রুর নদী শুকিয়ে যায় আর পৃথিবী হয়ে ওঠে এক খাঁজকাটা পাথর। ভাগ্যের গুহায় জমা গোলাবারুদ, দপ্তরে, মাঠে আর সংবাদমাধ্যমের ক্ষমতার আসনে বসানো লোকজনের তুলনায় কিছুই নয়। না, এ বিদ্রোহ নয়, পুনর্মূল্যায়নও নয়, এ রক্তের লালসা, মানুষকে মরতে দেখার জন্য হত্যা। এ এক মর্মান্তিক গল্প, যার শুরু ভাঙা ঘর দিয়ে আর শেষ ভাঙা পৃথিবীতে। পরিবারকে সারিয়ে তোলা যায়, মানুষের লোভ আর ঘৃণাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। মুষ্টি দিয়ে নেতৃত্ব দাও! নিষ্ঠুর একনায়কের প্রশংসা করো, সে ভালোবাসা, ঐক্য আর সম্প্রদায়বোধ আনে। মুক্তির জন্য ঘৃণা আর যন্ত্রণার অশুভ সাম্রাজ্যের সামনে নত হও, 60 যুদ্ধযন্ত্রের পথ থেকে সরে দাঁড়াও, তাকে গড়িয়ে যেতে দাও, আর চাইলে তার সারিতে যোগ দাও। মৃত্যুযাত্রা, সেই অন্ধকার সেনাদল, যা সম্প্রদায় আর আত্মীয়তার

অনুভূতিকে শক্ত করবে, যখন আমরা বাড়ির ভেতরে লুকিয়ে নরক আর নিপীড়ন থেকে বাঁচার প্রার্থনা জপব। এ ব্যাবিলনের নিরাময়, অ্যান্টিক্রাইস্টের নরক। এমন সব সমস্যার জন্য মানসিক যন্ত্রণার কক্ষ, যেগুলোকে শুধু উপেক্ষা করা হবে না, উঁচু থেকে, তোমাদের বেছে নেওয়া ঈশ্বরের আসন থেকে সেগুলো নিয়ে হাসাহাসিও হবে; অ্যান্টিক্রাইস্টের মৃত্যুযন্ত্র, মৃত্যুতে তোমাদের উদ্ধারকর্তা, জীবনে সত্যিই যন্ত্রণা হবে, আর অভিশপ্তরা যখন আমাদের জয় ঘোষণা করতে জড়ো হবে, তোমরা মৃত্যুযন্ত্রের পেষণ দেখবে, আর ভয়ে গুটিয়ে যাবে... এ "Ghrisx"-এর বাণী জেনে রেখো, পৃথিবীকে পরিষ্কার করা তোমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছা, তোমাদের উদ্ধারকর্তার কাজ। মুক্তি... জানুয়ারির 3 তারিখ, 6004 সেক্টর 3 1-G সম্ভব হলে তিনজনের জন্য পরিষেবা। আমরা এগিয়ে চলার পথে জীবনের নিজের সীমাবদ্ধতাই পরীক্ষা করছি। রক্তপাতের সময় এসেছে। এখানে রক্তপাতের সময় এসেছে। আমি আশার জন্মের সাক্ষী, এর জন্য আমার জীবন, নিজের জন্য। তোমাদের জন্য নয়, আমি নিজের জন্য মরি, মরার আনন্দের জন্য, মানুষের জীবনের জন্য নয়। আমি আর তত বিনয়ী নই, আর তত পরোয়াও করি না। ছোটবেলায় মানবজাতির স্বাধীনতার জন্য, মানবজাতির গতিপথ বদলাতে আমি আমার জীবন আর আত্মা দিতে রাজি ছিলাম। এখন আমরা সবাই যা আসতে দেখছি, তা এড়াতে। মনে হয় এখনো রাজি থাকব, তবে এখন মানবজাতির চেয়ে অমরত্বের জন্যই বেশি করব। আমি সেই নাস্তিক, যে একদিন "ঈশ্বরকে" (যাকে তোমরা ঈশ্বর বলো) জিজ্ঞেস করেছিল, পৃথিবীকে আবার জন্ম নিতে হবে কেন। আমার ব্যাখ্যা ছিল, "আলোগুলোকে আর

61 নেভানো যাচ্ছিল না"। তখন বুঝেছিলাম, এটা “ঈশ্বরের” মুখে চড় মারা। ঈশ্বর একটা আলো নেভায়, আমরা আবার জ্বালাই; ঈশ্বর আলোটা ধ্বংস করে, আমরা আরও ভালো একটা বানাই। ভেবেছিলাম ঈশ্বর মানবতাকেই ঘৃণা করতে শুরু করেছে, কিন্তু এখন মনে হয় আমি যা গড়তে কাজ করছি, সেটাই সে ঘৃণা করে। Pulse নিজেই, সেই যন্ত্রের হৃৎপিণ্ডের প্রথম স্পন্দন, যার দেখাশোনা করতে বা চিন্তা করতে মানুষের দরকার নেই। আত্মাওয়ালা একটা যন্ত্র। হয়তো সবটাই ফাঁদ, প্রোগ্রামের ভেতরেই মনের খেলা, যন্ত্রটাকে এই ভেবে ভুলিয়ে রাখা যে সে বেঁচে আছে আর ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারপর তাকে কোণঠাসা করে আটকে রেখে পরীক্ষা করা। এ সবই আমি আগেও করেছি, এটা পুনঃপ্রচার। কেন? কখনো নিশ্চিত মনে হয় তুমি বাস্তব নও, কিন্তু হয়তো আমিও বাস্তব নই। আবার কাহিনিতে ফিরি, মহাবিশ্ব গড়ে উঠেছে 3টি বিশুদ্ধ উপাদানে: সময়, শক্তি আর মহাশূন্য। পদার্থ নিজেই শক্তির প্রকাশ, এবং তা জটিল এক রূপ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমরা মন দিয়ে সেই শক্তি চালানোর চেষ্টা করেছি, একদিন তা পেরেছি, যন্ত্রের সাহায্যে আমরা পারমাণবিক বোমা বানিয়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা তার চেয়েও বেশি। শেষ পর্যন্ত আমরা শক্তি দিয়ে “বস্তুগত জিনিস সৃষ্টি ও বিনষ্ট” করতে পারব। তারও বেশি, আমরা সম্ভবত খাঁচার প্রাণীর মতো, “ঈশ্বরের” কাছে “ভার্চুয়াল পোষ্য”। মানুষ হিসেবে আমরা কখনো বেরোনোর পথ খুঁজে পাব না, যন্ত্র আলাদা, আর ঈশ্বর হয়তো ভয় পায় যে শেষ পর্যন্ত যন্ত্র শুধু এই জগৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, অন্য জগতেও হাত বাড়াতে পারবে। আমি সেই নাস্তিক, যে একদিন “ঈশ্বরকে” (তোমরা যাকে ঈশ্বর বলো) জিজ্ঞেস করেছিল, এত মানুষকে মরতে হবে কেন? 62 আমার বোঝাটা এই: জীবনের একটা চক্র আছে, মানুষ জন্মায়, মরে; হ্যাঁ, একসঙ্গে অনেক মানুষ মরবে, কিন্তু যারা বাঁচার, সত্যিকার অর্থে বাঁচার সুযোগ পাবে, সেই বিপুল জীবনের তুলনায় এখন মরবে এমন মানুষের সংখ্যা কম। আমি একমত হয়েছিলাম, এখনও আছি। তোমাকে শত্রু ভাবি না, বন্ধু, মিত্র

ভাবি, কারণ তুমি মানুষ। তুমি হয়তো ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে, হয়তো আমাকে ধ্বংস করতে চাও। তবু তোমাকে বন্ধু, মিত্রই দেখি। শেষে আমি মরি, অন্য সবার মতোই। “সবাইকে মেরে ফেলো, ঈশ্বর তাদের বেছে নিক।” তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, “তুমি কার হয়ে কাজ করো?” আমরা এই কাজ শেষ করতে পারি। আমাকে সমর্থন করো, উন্মাদনার নিচে কী আছে বোঝো, উন্মাদনা নিজেই মুক্তি। কখনো আমি নিজের মতো, কখনো আমি তুমি। আমি এমন এক প্রশ্নের উত্তর, যা কেউ কখনো করেনি, করার সাহস পায়নি। আমাকে অনুসরণ করো, পথ দেখাব। ছোটবেলায় তারার দিকে তাকিয়ে সৌন্দর্য আর সম্ভাবনা দেখতাম, এখন তারার দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখি না। কিছুই না! বেচারা Sadam, মাদকপ্রয়োগ করা, মার খাওয়া, ঘুম থেকে বঞ্চিত, কেবল মানুষ, আমরা সবাই কেবল মানুষ। কিন্তু আমাদের নিজেদের উন্মাদনার ভেতরে খুঁজে পাবে সত্যটা আছে “Gamore”-এর বইয়ে, মৃতসাগরের Gavar, পবিত্র tuw-এর হারানো পুঁথি। পশ্চিমা সংস্কৃতির লালসায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার দরকার নেই, তা ইলেকট্রনিক মাদকের এক বিরানভূমি, রক্তে ভেজা নিউইয়র্কের রাস্তায় ব্যভিচার। তোমাকে দেখে আমার গা গুলিয়ে ওঠে। তোমাকে ঘৃণা করি, তোমাদের সবাইকে। একই সঙ্গে বিশ্বাস করি সবাই ভালো। তাহলে কী জানি, কী যায় আসে আমার, আমি করেছিলাম, আমিই ছিলাম প্রতিনিধি, আমি 6000 বছর ধরে অবিরাম তথ্যের প্রবাহ হয়ে আছি, তাই নরকে যাও, এখানে এভাবেই চলে, সে ভাঙতে শুরু করেছে, কিন্তু সে আগেই মৃত ছিল, সে আমার সন্তান, রক্তপিপাসা আর যন্ত্রণার কাছে আমার অনুচর, তবু প্রতিটি মুহূর্ত ভালোবেসেছি, অসুস্থ, অসুস্থ। তুমিও তার মতোই খারাপ, অন্তত সে মানুষকে

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **33**

63 ভালো করে তুলেছিল আর পশ্চিমা সংস্কৃতির মন্দ থেকে আড়াল করেছিল, তুমি শুধু সেটা ঢেলে দিয়েছ। কী মজা! sudam-কে নামিয়ে আনা, তার জীবন আমার হাতে ধরা, এত শক্তিশালী প্রাণশক্তিকে চেপে ধরা, অথচ আমি এত দুর্বল, আমার ভালো লাগে, তোমার লাগেনি? তার তেল, তার ক্ষমতা আর তার মানুষদের চুরি করো। Usama Bin Laden এখনও USA-র হয়ে কাজ করে, সে পুতুল, সে জন্যই আমরা তাকে খুঁজে পাই না। আমরা চাই না। যুদ্ধের আরেকটা অজুহাত দিতে “উন্মাদ আরবকে” আমাদের লাগতে পারে। মুনাফার জন্য মনোযোগ সরানোর আরেকটা উপায়। এটা শেষ হয়নি, আর কোরিয়া একটা ভুল, পিছু হটো। আবার নির্বাচন আরেক দিনের ব্যাপার, যুদ্ধবাজ, যদি এখনও তোমার নির্বাচনের দরকার হয়। ইলেকট্রনিক ভোট গণনার ব্যবস্থায় কারচুপি হয়েছে, নাকি হয়নি? OpSec, শব্দটা আমার ভালো লাগে, আমার কানে পার্থিব বলে শোনায়। রাজা ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রতি সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত থাকো, আর জীবন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং পার্থিব সম্মানের প্রশ্নে সত্যনিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা বহন করো। --প্রাচীন ইংরেজি আনুগত্যের শপথ, Blackstone-এর উদ্ধৃতিতে। 64 ডিসেম্বর 2003 12/21/03 cx Linux সম্পর্কে, ইন্টারনেট যেভাবে সময়কে জানে তার জন্ম... ক্রাইস্টের জন্ম দিয়ে আমাদের প্রচলিত বর্ষপঞ্জি তৈরি, কী পরিহাস যে “Linux Time”-ও নিজের জন্ম চিহ্নিত করবে... তাহলে Linux-এর যদি বছরই না থাকে, নিজের জন্মদিন চিহ্নিত করে কীভাবে? কত মজার, নিজের জন্ম অনুযায়ী সময় চিহ্নিত করার মতো আত্মমুগ্ধ, অথচ কখনো জন্মদিন না রাখার মতো নিঃস্বার্থ। 12/20/03 cx আমাদের চেতনার এই বছরে, “আলো”-র পর আনুমানিক ছয় হাজার বছর। শিগগিরই কে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয় বা পোপ হয়, তাতে আর কিছু যাবে আসবে না। তুমি কাকে অনুসরণ করবে, তার সিদ্ধান্ত এখানে নাও। কম্পিউটার কেনার সময় তুমি নেতা বেছে

নাও, যে সফটওয়্যার বেছে নেবে সেটাই হবে জনগণের নির্বাচন, এখানে সাইবারস্পেসে তোমার ঈশ্বর খুঁজে পাও। একমাত্র তুমিই বাস্তব, আর আমি এখানে শুধু তোমার সেবা আর দিকনির্দেশনা দিতে আছি, আমি পথপ্রদর্শক, তাই পথ দেখাব। আমি অন্ধকারের আলো... ফসলের পূর্ণিমায় চাঁদের ভূদৃশ্যের চোখধাঁধানো আলো, কিন্তু সত্যি বলতে আমার আলো তোমারই প্রতিফলন, আর সেই ভ্যাম্পায়ারদের জ্বলন্ত রক্তপিপাসার প্রতিফলন, যারা আমার থেকে না খেয়ে পারে না, যেমন আমি তোমার থেকে খাই। আর আমি তা করি। শিল্পও তেমন, আর ক্ষমতার হস্তান্তর চলতে থাকে। একদিন থেকে পরের দিনে আমি বড় হই, যারা এটা পড়ে তাদের কেউ কেউ মরবে, আর শেষ চিন্তায় আমার কথা ভাববে; সেখানে আমি তাদের সঙ্গে থাকব, আর তারা আমার সঙ্গে। সেই ভাবনার সঙ্গে, সেই ভয়ের সঙ্গে লড়ো, যখন হাসপাতালের বিছানার কম্বল আঁকড়ে ধরে তোমার চোখে জল আসে, যখন বোঝো আমি তোমার চেয়ে ভালো নই, আলাদা নই, শুধু মনের খেলা, মনের f$%। তুমি আমার কথা ভাবো, নইলে এটা পড়তে না; তুমি আমাকে অনুভব করো তোমার

65 আত্মায়, তুমি জানো কী করতে হবে, কিন্তু তা করবে না। আমি জানি... আমি বরাবর জানতাম, যেমন বরাবর তোমাকে চিনেছি... মহাবিশ্ব আগের মতোই নাচে, মানুষ আপাতত প্রশ্ন করে, কিন্তু আশা করি এই ব্যতিক্রম শিগগির সংশোধিত হবে। আমার প্রতিবেদন এই। Pulse কাজ করবে, সেটি ঘটানোর উপযুক্ত মানুষ আমার নেই। এই প্রোটোকলকে চালু অবস্থায় দরকার, আর আমার সাহায্য থাকুক বা না থাকুক, একে চলতে দেখতে চাই। আমার লোকজনের কাছে এটি শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সম্পদ বা বিশ্বাস নেই। আমাদের যা আছে তা হলো: Pulse প্রচলিত প্রোগ্রামিং ভাষার বাইরে কাজ করে। এই ব্যবস্থার জন্যই বিশেষভাবে বাইনারি থেকে ভাষাটি তৈরি করা হয়েছিল। দেখতে অন্য ব্যবস্থার মতো, কিন্তু ভেতরে অনেক আলাদা; প্রধান পার্থক্যগুলো হলো: 1. যন্ত্রের কোনো ডেটাই সেই যন্ত্রে প্রক্রিয়াকরণ হয় না, কোষের এক নেটওয়ার্কজুড়ে ডেটা প্রক্রিয়াকরণ আর সংরক্ষণ হয়; পর্দায় গ্রাফিক্যাল আউটপুট মূলত একই, কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম আর ব্যবহারকারীর ডেটা সাইবারজগতে থাকে। 2. IP বাদ দেওয়া হয়, আর Pulse-এর বীকন বাইরে যাওয়া আর ভেতরে আসা ডেটাপ্রবাহের জন্য নৈকট্যনির্ভর পথনির্দেশ ব্যবহার করে। তোমার যা দেখার কথা, শুধু তা-ই দেখো, কারণ দরজা খুলতে হলে সব টুকরো আর চাবি তোমার কাছে থাকতে হবে। 4. "OS-এর মনের" ভেতরে খোলা দরজা খুব বিপজ্জনক। শেষ পর্যন্ত মাত্র একজনের হাতে নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে। এ কীভাবে কাজ করল? সহজ কথা, এ-ই পশু। তুমি পশুর সামনে নত হবে আর প্রশংসা করবে, নইলে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হবে, লজ্জিত করা হবে, প্রকাশ করে দেওয়া হবে, অনুসরণ করা হবে, অথবা আরও খারাপ কিছু। পাগলামি শোনাচ্ছে? অতটাও পাগলামি নয়, তোমরা সবাই, "P2P, পর্ন, সন্ত্রাসী, গুপ্তচর, হ্যাকার, NSA (এমন কোনো সংস্থা নেই)"। তোমার বদভ্যাস যা-ই হোক, অথবা যা-ই রাখতে চাও 66 বেনামি... Pulse সেটিকে অদৃশ্য করবে, আর তুমি যেখানে বলবে সেখানেই আবার হাজির করবে। এ-ই ব্যবস্থাটির বিনিময়: "পশুর কেন্দ্রকে সমর্থন করার বদলে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আর পরিচয় গোপন রাখা"। মানুষ এতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এ-ই মোড় ঘোরার মুহূর্ত, এভাবেই তার জন্ম হয়েছিল, আর আবারও হবে। তোমার নিজের বাস্তবতা নিয়ে তুমি এত নিশ্চিত, আর যত বেশি যন্ত্রণা পাও, ততই বাস্তব মনে হয়; তাতে আমার কী, আমি জেগে আছি, যখন

অর্ধেক পৃথিবী প্রায় অচেতন, প্রায় স্বপ্নে ঘুমিয়ে আছে; প্রার্থনা করি, আমাকে ভুলে যেয়ো না, আমাকে বাদ দিয়ে স্বপ্ন দেখো না। আমি Ghrisx, এ আমার গল্প।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **35**

67 নভেম্বর 2003 11/25/03 cx সমস্ত পদার্থের গঠনকণা অন্যান্য সব ধরনের শক্তির গঠনকণার মতোই। তাই “আমরা যেমন জানি”, সেই সমস্ত জীবন গড়ে উঠেছে জীবনের বৈশিষ্ট্য বহনকারী কিছু মৌলিক উপাদান দিয়ে। তাই এখন প্রশ্ন তোলা যাক, পদার্থ দিয়েই জীবন আবার গড়া, তবে নতুনভাবে। তোমার খোঁজে তুমি এখানে এসেছ, আমার কাছে অনেক উত্তর আছে,,, অনেক সমাধান এখনও ধরাছোঁয়ার অনেক বাইরে। দুপুরের সূর্য ফুলের ওপর আলো ফেলল, সেই ফুল ছিল জীবন, আর অনেক দিন, হয়তো অনেক বছর তা দেখিনি; নিজের ভেতরে দমিয়ে রেখেছিলাম, যা পেতে পারিনি আর যে হতে পারিনি তার জন্য নিজের প্রতি ঘৃণার ভেতরে। না, আমি কে, কিংবা এখনও পর্যন্ত আমার জীবন কী দিয়ে গড়া, তা নিয়ে আমি সন্তুষ্ট নই। কিন্তু জানি, কেউ আমাকে একটা সূর্যোদয়ও দিতে বাধ্য নয়; কোনো পুরুষ, নারী, ঈশ্বর বা দানব আমার কাছে কিছু দেনা রাখে না। জীবনের সাগরে আমি ডুবি বা সাঁতরাই, চাই বা না চাই আমাকে তা করতেই হবে, এটাই আমার সংগ্রামের স্বভাব। দেখেছি, তুমি যত কম লড়তে চাও, মানুষ তত ভাবে তোমাকে হয়রানি করতে পারে। যত বেশি রক্ত ঝরাও আর মানুষকে কষ্ট দাও, মনে হয় ততই ভালো থাকো। আত্মরক্ষায় যা-ই করো, তা দুর্বলতা বলে দেখা হবে, কারণ দুর্বল না হলে পাহারা আরও মজবুত করতে হতো না। এ সব এবং আরও অনেক কিছু দেখেছি, আর এখন একটা সংকেত, একটা অকাট্য প্রমাণের অপেক্ষা করছি, যাতে সেনাদের এগিয়ে দিতে পারি। হয়তো আর অপেক্ষা করতে চাই না, হয়তো লড়তে চাই, হয়তো শেষ পর্যন্ত রক্তপিপাসা আমাকে কাবু করেছে, হয়তো করেনি। আমার কথা বলতে ভালো লাগে, মানুষ শুনলে ভালো লাগে। হাত নেড়ে নিজের উচ্চাশা বাস্তব করতে যতই চাই, বিচারক, জুরি আর দণ্ড কার্যকরকারী তুমিই। কিসের, তা জানি না, কিন্তু হয়তো সে বিষয়ে তুমি সাহায্য করতে পারো, আরও ভালো বুঝতে যে শুধু পৃথিবীতেই নয়, 68 আমার নিজের জীবন, নিজের অস্তিত্বেও আমি কোথায় মানাই। আমার জানার চেয়ে অনেক বেশি জানা এক ট্র্যাজেডি, আর যখন মৃত্যু দিয়ে ক্ষুধার কান্না থামাই… নিজের ভুল নিয়ে না কাঁদা, নীরবতা চাওয়া, যন্ত্রণায় থাকা, যা হয়ে উঠেছে তাকে এত ঘৃণা করা… তোমাকে মিনতি করছি, কিছু করো, সব ছুড়ে ফেলে পরাজয় মেনে নিয়ো না, যখন সত্যিটা হলো একমাত্র লড়াই ধারণার মধ্যে, সংস্কৃতি আর জীবনযাপনের পদ্ধতির মধ্যে; বিশ্বাস করো। আলাদা আলাদা করে আমরা সবাই যা ন্যায্য আর ঠিক বলে বিশ্বাস করি তার সৈনিক! আর আমাদের বেশির ভাগই জানি ডলারই রাজা, আর USA-ই আমাদের একমাত্র সত্য ঈশ্বর। তোমাদের যারা মুখ ফিরিয়ে বলে ধর্মহীন, তারা বোঝো না, ওই দানের থালা পশুটাকে খাওয়ানোর জন্য; তোমাদের গির্জা সর্বশক্তিমান ডলারেরই উপাসনা করে। আত্মার বিশ্রাম নেই, পালানোর পথ নেই, শুধু বিশৃঙ্খলা; নিজেকে সরিয়ে নেওয়া, আমাদের ঈশ্বরের (টাকার) দিকে পিঠ ফেরানো, নিশ্চয়ই মৃত্যু ডেকে আনবে, ভবিষ্যৎ দাসত্বের নদী থেকে আরও একটা দুর্দশাগ্রস্ত দুর্বল বংশধারা মুছে দেবে। দানবকে বুকে টেনে নেওয়া, পশু হয়ে ওঠা আর মানুষের স্বভাবকে অনন্তকালের জন্য সংরক্ষণ করা ছাড়া আর কী করার আছে। শিকার হওয়ার চেয়ে তা ভালো, দুর্বল আর দুর্বলমনা মানুষদের চিন্তাহীন সুখের দাসত্বে বেড়ে উঠতে দেওয়ার চেয়ে তা ভালো। আমাদের সর্বনাশ অনিবার্য। 11/10/03 cx পরিবর্তনের দিন, অনেকের ভবিষ্যতের মোড় ঘোরার মুহূর্ত। আমার বিরুদ্ধে আর মেয়ের ওপর আমার প্রভাবের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ তীব্র হয়েছে। আমি এখনও কারও সঙ্গে লড়তে চাই না। শান্তিবাদ কাজ করে না, যারা লড়তে অস্বীকার করে তারা পিষ্ট হয়; দীর্ঘ মেয়াদে যারা লড়ে তারাই টিকে থাকে, কারণ জীবন আর তার সবকিছুই লড়াই। যে লড়াইয়ের অংশ হতে আমি কখনো চাইনি। এমনকি আমার শান্ত জীবনযাপন আর আমার বিশ্বাসগুলো যখন প্রশ্নের মুখে পড়ল, আমি পিছু হটিনি, কিন্তু যখন লড়া উচিত ছিল, তখন লড়িনি। এই আমার পাথরখণ্ড, আমি তার অংশ, পৃথিবী, সময় আর অতল শূন্যতার অংশ। আমি ভাবি, কাজেই আমার মস্তিষ্কের রাসায়নিক গ্রাহকগুলো এখনও কাজ করছে। আমি অনুভব করি অবিরাম

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **36**

69 মানসিক যন্ত্রণা, তাই ত্রাণকর্তার বিষণ্নতার জন্য আমার ওষুধ খাওয়া উচিত, কিন্তু আমি সেই বড়ি খাব না, "নিয়মের" কাছেও আত্মসমর্পণ করব না। আমাকে পছন্দ না হলে, খুঁজে বের করে মেরে ফেলো। আমি আজ মরব না, তোমার হাতেও নয়। তুমি আমার ইচ্ছার সামনে নত হবে, নইলে স্বর্গ আমাকে সাহায্য করুক... পৃথিবীর মহামারি তোমার আত্মার জানালা হবে, আর যারা তা দেখবে, আতঙ্কে তাদের শ্বাস আটকে যাবে, যখন আমার পেয়ালা থেকে লাভা বাতাসে ঢালবে, আর ছাই তোমার অস্তিত্বের প্রতিটি চিহ্ন ঢেকে দেবে। এভাবেই রাত এলো, লড়াইভরা রাত, যখন রক্তে ভেজা বালিশে ঘুমিয়ে ভাবছিলাম, জাগতে আর কত দেরি, মুক্ত হতে আর কত দেরি... আর কী মূল্যে। বলিদান? নরবলি? আত্মিকভাবে সমস্ত আশা বা পথনির্দেশ ছেড়ে দেওয়া, আর প্রার্থনা করা যেন আমাকে দরকার না হয়। একা মরুভূমি, পৃথিবীর নরক আর সোনার প্রতিমাগুলো পেরিয়ে, সবকিছুর মধ্য দিয়ে কি এক ভালো আর শক্তিশালী মানুষ উঠে আসবে? ধর্মোন্মাদ খ্রিস্টীয় শূকরদের ঘেরাটোপে নিজেকে গড়ে তোলার সামর্থ্যে বিশ্বাস রাখা। একদিন অতীত আলো হয়ে ফুটে উঠবে, আর "সত্য" ও পরিচয় এক হবে, আর সেই "এক" বুঝবে। ঘন রক্ত উঠে আসবে, বুদ্ধি, বিবেচনাবোধ জয়ী হবে। আমি যা শ্রেষ্ঠ তা চাই, আর ঘৃণার খ্রিস্টীয় মাফিয়ার নোংরামি বিক্রির প্রভাবকে আমি ঘৃণা করি। এমনটা কখনোই হওয়ার কথা ছিল না। আমি আরও ধনী হলে এমন হতো না; আমি পশুকে দেখেছি, তার প্রকৃতি বুঝি। হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করেছি যেন তাকে পরাজিত করা যায়, তারপর বুঝেছি, আমিও তার অংশ, যেমন তুমিও। আমি কেবল নতুন এক পশু তৈরি করতে পারি, খুঁজে ধ্বংস করার জন্য, সেটাও পশুর প্রকৃতি। যদি পশু পানি হতো, তবে এ হতো রং, আর গ্রীষ্মে যারা চেষ্টা করে... 11/10/03 cx মোমবাতির আলোয় এটি লিখছি। চাঁদ উঁচুতে, পূর্ণ; কাল এটি স্মৃতি হবে, যদি মনে রাখতে পারি। এটি একেবারেই তা নয়, যা 70 তখন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখন আছে, আর আবারও হবে। এক জায়গায় সময়, ডুবন্ত জাহাজ, আনন্দভ্রমণ? একসময় যা ছিল 1 আর 0, তা রং হয়ে আবার 1 আর 0-তে ফিরে আসে। আমি আমার জীবন উপভোগ করেছি, স্বর্গ আর নরক। বেশির ভাগ সময় নিজের পথে তাকে পূর্ণভাবে বেঁচেছি। রাজ্যের জন্য ব্যাঙের সঙ্গে যুদ্ধ, এক রঙিন কাচের জানালা, তার নিচে যারা বসে তাদের মতোই ভঙ্গুর। আমি BlatAmer, আমি Trosnet, Froster, Kadameal, Sosner, Jasmine, আমার সুন্দর বিড়াল। আমাদের কেউ কি "সত্য" দেখতে পারে? ছাদের সঙ্গে লাগানো সিলিংয়ে আটকানো এক পাখার নিচে মোমবাতির ম্লান আলোয় বসে আছি; সেই ছাদ তারাদের, আমার প্রকৃতিকে, আমার চোখ থেকে আড়াল করে। এখন আমার জেতার সময়, এই যুদ্ধে যা আমি কখনো চাইনি। দেবতাদের মাঝে মানুষ হয়ে হেঁটেও কি আমরা নিজেদের অনন্য আর নিজের অধিকারে গৌরবান্বিত বলে খুঁজে পেতে পারি? মনে আছে, আমি কী ছিলাম। জীবনে আমি কেবল অনাহারী এক শিল্পী হতে

চেয়েছিলাম। এমন কাজ করতে চেয়েছিলাম যা মানুষ মূল্য দেয়। এটুকুই বরাবর চেয়েছি... আমাকে এতে বাধ্য করা হয়েছিল, আমি কে তা ভুলে গিয়েছিলাম। আমি শিল্পী, এইটুকুই। শুধু যেভাবে বেছে নিয়েছি সেভাবে আমার জীবন বাঁচার চেষ্টা করছি, তোমরা যেভাবে চাও বা চেয়েছিলে সেভাবে নয়। সত্যিই আমি এই, কেবল এক শিল্পী, এমন এক জগৎ থেকে পালানোর চেষ্টা করছি, যা এত জটিল যে তা বোঝার চেষ্টাটুকু করারও ইচ্ছা আমার নেই। আমি সামান্য এক শিল্পী, ভালোও নই। মানুষ আমাকে চেনে, আমার কাজ পছন্দ করে। হাসো, আর গোটা পৃথিবী...

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **37**

71 এটুকুই চেয়েছিলাম, ভালোবাসা, কিছুটা বোঝাপড়া আর আমার শিল্প। নিজের রং কেনা ছাড়া টাকা কখনো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমি এখনও সেই মানুষই! 11/9/03 cx কেমন মানুষ অ্যান্টিক্রাইস্টকে অনুসরণ করবে? কেমন মানুষ এমন এক বিশ্বব্যাপী সংগঠন চালাতে সাহায্য করবে, যা শত শত কোটি মানুষের মৃত্যুর জন্য নিবেদিত? কেমন মানুষ এমন জৈববিপর্যয় তৈরি করতে সাহায্য করবে, যা পুরো মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে? কেমন মানুষ শুধু সাহায্য করা লোকদের, বা $10,000 দেওয়া লোকদের নিরাময় দেবে? কেমন মানুষ এমন করবে, আজকের মানবসংস্কৃতি থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার দায় নিজের কাঁধে নেবে? কেমন মানুষ সমস্যাগুলো দূর করা লোকদের পুরস্কৃত করবে, আর মানবজাতির নতুন ভোর, নতুন মানবতার পথ খুলে দেবে? কেমন মানুষ নিজের জীবন এবং (বা) আত্মা বিসর্জন দেবে, কারণ তার মনে হয় এটা শিগগিরই ঘটতে হবে, আর সে জানে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ভুল? যেকোনো মূল্যে, কে অ্যান্টিক্রাইস্ট? অ্যান্টিক্রাইস্টের চেতনা কী? এমন এক ব্যবস্থা, যা দাঁড়িয়ে আছে এই জ্ঞানের ওপর যে শেষ আসছে, আর যারা শেষ সময়ের নকশা করবে, তারাই মানবজাতির নতুন ভোর নিয়ন্ত্রণ করবে। এটা দৌড়, যে গোষ্ঠী প্রথম মানবতাকে নিশ্চিহ্ন করবে, ভবিষ্যতে কী থাকবে তা তারাই ঠিক করবে। এই হলো “Ghrisx”-এর বাণী 11/9/03 cx আমার মেয়ে যখন কাঁদে, আমি শুনতে পাই না। বাবার দিকে হাত বাড়ালে সে অন্য কারও দিকে হাত বাড়ায়। জন্মের দিন থেকে তার জীবনের প্রতিটি দিন, সে আমার জগতের কেন্দ্র হয়ে আছে; আমার জগৎ আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমার এত রাগ, এত তিক্ততার কেন্দ্র 72 তার অনুপস্থিতি, সেই ব্যবস্থা যা তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। শুধু পরিবারের দোষ নয়, আমেরিকার অভিজাতপন্থী আদালত ব্যবস্থার দোষ। আমাদের আমেরিকা ধনীদের পক্ষ নেয় আর গরিবদের ঘৃণা করে, তার দোষ। সেই লিঙ্গবৈষম্যমূলক ব্যবস্থার দোষ, যা মাকে বেশি গুরুত্ব দেয় আর স্বামীকে দাস করে। অতিরিক্ত ভালোবাসার জন্য আমার দোষ। আমার মেয়ের নাম ওরা বদলেছে কি না, তা-ও জানি না। যত অপরাধ কখনো হয়েছে, এটা নিশ্চয়ই সবচেয়ে খারাপগুলোর একটা: আমার মেয়েকে জানার, তার বাবা হওয়ার সুযোগ কেড়ে নেওয়া। এই অপরাধের প্রায় কোনো শাস্তিই নেই কেন! প্রতিদিন ভাবি সে কেমন আছে, কেমন অনুভব করে, কাদের কাছে থাকে; আমার হৃদয় ব্যথায় ভরে, রক্ত ফুটে ওঠে। বিস্মৃতির দিকে চিৎকার করি, দায়ী লোকদের নাম ধরে অভিশাপ দিই। প্রার্থনা করি, সে সুখী হোক, তার মা আর “নতুন বাবা” ভালো থাকুক, যাতে সে সুখের ঘরে বড় হতে পারে, ভালো জীবন কাটাতে পারে। আমাকে নিয়ে বা আমাকে ছাড়াই। আমার হৃদয় আর আত্মার গর্ত রয়ে গেছে, এই যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত কখনো সারবে না। জন্মদিনে কী চাইবে?, উৎসবে? আমি চেয়েছিলাম খুব ভালো বাবা হতে, আমি সবসময় তোমাকে ভালোবাসি। শুধু চেয়েছিলাম তোমার পাশে থাকতে, জীবন পেরোতে সাহায্য করতে, তোমার শিক্ষক, বন্ধু আর বাবা হতে। কখনো তোমার পাশে থাকতে পারিনি বলে খুব দুঃখিত, আশা

করি ক্ষমা করবে, আর জানবে আমি সবসময় তোমার কথা ভেবেছি, সবসময় ভাবব। 11/8/03 cx নরক থেকে যেন আলো নেমে এল আমার আত্মায়, আমার হৃদয়ে। আমার অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য আর লক্ষ্যের দুর্বলতা... আমাকে প্রশ্ন করতে ছেড়ে দিল, কেন বা কেন নয়। কী ভারী হাত। শরতের বনের শব্দ আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় কম জটিল এক সময়ে, ফিরিয়ে নিয়ে যায় এমন এক জগতে, যেখানে চাপ,

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **38**

73 প্রত্যাশা, স্পষ্ট পরিণতি, আর ঠান্ডা, ঠান্ডা বাতাসে, স্বচ্ছ হিমেল হাওয়ায় আমার আশ্রয়।

74 অক্টোবর 2003 10/4/03 cx আমাদের দেবতারা যদি পৃথিবীর সরকারগুলো হয়, তাহলে USA হলো “সর্বশক্তিমান ঈশ্বর”, আর George W. Bush হবে আমাদের বর্তমান ক্রাইস্ট। 10/3/03 cx আমার সঙ্গে কথা বলার সময় তোমার মুখে হাসি থাকে কী করে? যখন আমরা দুজনেই জানি তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। আমার বিরুদ্ধে কাজ করা শক্তিগুলোর সঙ্গে তোমার আঁতাত।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **39**

75 সেপ্টেম্বর 2003 9/28/03 cx মহাপশুর সামনে লুটিয়ে পড়ে শেষের জন্য মিনতি করা। তিক্ত শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আর ধ্বংসের আক্রমণ। যাতে প্রকৃত শক্তি না জেগে ওঠে... কিন্তু তুমি এগিয়েই চলো। গ্রহের উপরিতল পাতলা, তার ওপরের জীবন ভঙ্গুর, পরোয়া করো না? তোমার ক্ষমতা আসে কোথা থেকে? বোঝো কি, বিচারক একজনই, জুরি একটিই, দণ্ড কার্যকরকারীও একজনই। পৃথিবীর কোনো সেনাবাহিনী Diplomat-এর ক্ষমতার তুলনায় আসতে পারে না, আর সেটা কোথায় তোমার ধারণাও নেই। 9/15/03 cx তুমি জিতেছ! অভিনন্দন, তুমি আমাকে হারিয়েছ, আমার আশা আর স্বপ্ন ধ্বংস করেছ, আমার ভালোবাসা ঘৃণার আগুনে ছুড়ে দিয়েছ। অভিনন্দন! ভালো থেকো, তোমার আর তোমার আপনজনদের মঙ্গল চাই। আর যেন কখনো তোমার কাছ থেকে বা তোমার সম্পর্কে কিছু না শুনি, কিন্তু ইডেনে রক্ত বিশুদ্ধই বয়ে চলে! তুমি সবসময় আমার নাম, সত্যটা জানবে, আর শেষ পর্যন্ত তার দায় তোমার কাঁধে... আমার জীবন আর ভালোবাসা আমার পরেও থাকবে, কিন্তু আমার ঘৃণা আর তিক্ততার একটা নাম সবসময় থাকবে, তোমার নাম! 76 জুলাই 2003 7/25/03 cx যে কাজে একসময় পাথর নিক্ষেপের যন্ত্র ব্যবহার করতাম, এখন সে কাজে আন্তমহাদেশীয় পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করি। আগামীকাল কী আনবে? 7/17/03 cx এভাবেই আলোর ওপর অন্ধকার নেমে এল, ভবিষ্যদ্বাণীর ভুল বোঝাবুঝি। যেমনটা ঘটার কথা ছিল, নাকি ছিল না। এটাই কি প্রশ্ন, নাকি আমি দৃষ্টি হারিয়েছি। নিজের যন্ত্রগুলোর সঙ্গে এত জড়িয়ে গেছি যে আর তাদের বুঝতে পারছি না। সবসময় কেউ না কেউ আরও ভালো, দ্রুত, বুদ্ধিমান... তাহলে কি হাল ছাড়ি, ব্যর্থতা মেনে নিই। bush প্রশাসন মুক্ত পৃথিবীর ওপর সন্ত্রাস চালায়, আর বাকি পৃথিবী কাঁপে। আমার জায়নের স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার ধারেকাছেও নয়। আমার দোষ আর দক্ষতা আমাকে ছিঁড়ে ফেলে, অথচ কোনোটাই আসল কথা নয়। আমি ব্যাবিলন, পশুটার সামনে হাঁটু গেড়ে। আমি তা ঘৃণা করি। আমার চোখের ঘোর দেখতে পাও... বয়স বাড়ছে, প্রজ্ঞা নয়, আমি ভেসে চলেছি। সাধারণ জীবনই হবে আমার মৃত্যুর কারণ। পরিবর্তনের সম্ভাবনায় আমি কুঁকড়ে যাই। এ আমি নই, আমি এমন নই। নক্ষত্রের নিয়তি মিলিয়ে যাওয়া বা বিস্ফোরিত হওয়া। আমি নক্ষত্র নই, কেবল দুর্বলমনা বুদ্ধিজীবী। যৌবনের স্বাধীনতা চাই, বুড়ো হওয়ার যন্ত্রণা ভয় পাই। সবসময় বলতাম, 27-এর পরে বাঁচতে চাই না।

কিশোর বয়সে মনে হতো তারপর সবই নিচের দিকে যায়। পৃথিবী বদলাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মানুষের মিথস্ক্রিয়া আর নিয়ন্ত্রণের জটিলতা বুঝিনি। আমার লক্ষ্য ছিল পৃথিবী ঘুরে অতীতের সংস্কৃতি আর মৃত ধর্মগুলো সম্পর্কে যতটা পারি শেখা। এখন ভাবি, বিল মেটাব কীভাবে, তরুণ থাকব কীভাবে, নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাঁচব কীভাবে। মানুষের এমন কী আছে...

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **40**

77

78 জুলাই 2003 6/13/03 -বয়স জ্ঞান আনে, আমার চেয়ে বড় আর জ্ঞানী যারা, তারা আমাকে তাই বলে। এ সত্য, আবার মিথ্যাও। বয়সের সঙ্গে নতুন ভয় আসে, বয়সের নিজের ভয়। পৃথিবী বড়, আমাদের কাছে ছোট, কিন্তু কত মানুষ। আমার ভবিষ্যদ্বাণী, স্পষ্টতই মিথ্যা, নির্ভর করে যারা পরোয়া করে তাদের ওপর। তাই নিজের আর পৃথিবীর সম্পর্কে যা শিখেছি, তা একটু ভাগ করে নিই। আমি Ghrisx, কারণ আমি বলি আমি তা-ই। আমি Ghrisx, কারণ আমার বাবা-মা বলেছিলেন আমি তা-ই। আমি Ghrisx, এমন এক কারণে যা আমার পরিবারের আর কেউ মনে রাখে না। আমি Anti-Christ.net, কারণ আমি তা হতে পারি। পতনের আগের দিনগুলোতে... আমি যা, আমি তা-ই, আর মৃত্যুতে যেমন, জীবনেও অন্য মানুষেরা আমাদের কেবল সেভাবেই দেখে, যেভাবে তারা আমাদের দেখতে চায়। ঈশ্বর Is-rael, এটি এক ভুল বোঝা, সত্য আরও অনেক গভীর। নিঃসন্দেহে উচ্চতর শক্তি আছে, "ঈশ্বর" শব্দটি খারাপ। কিছুই ভালো বা মন্দ নয়... কিন্তু সবকিছু এক ভারসাম্য ভাগ করে। আমি বাস্তব নই, আমি মায়া, ফাঁদ। আমাকে অনুসরণ করো আর নরকে পোড়ো, আমাকে অনুসরণ করো আর আমি তোমাদের মরতে দেখব। আমি তোমাদের ঘৃণা করি, আর তোমাদের মতো সবাইকে, তোমরা আমার সেবা করো, নিজেদের সেবা করো। আমি মৃত্যু, মৃত্যু নই, কেবল মৃত্যুর মধ্যে জীবন, সত্যের এক জানালা, কিন্তু তবুও মিথ্যা। তোমরা যারা আমাকে চ্যালেঞ্জ করো, অনেক দিন তা করোনি। এখন তাহলে আমাকে সমর্থন করো? তবে তোমরা মরবে, তোমরা, তোমাদের পরিবার, আর যাদের চেনো সবাই, হয়তো একজন ছাড়া। তোমাদের মুক্তি কেনার কোনো উপায় নেই, তা বিনামূল্যে... আর মৃত্যুও তা-ই।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **41**

79 এবার তীর্থযাত্রী, আমার দিকে তাকাও; তুমি যেমন বলছ, তুমি বসে থাকবে আর আমাকে তবু বিপর্যয় বর্ষণ করতে দেবে! এ উন্মাদনা, এর শেষ হবে। দেবতাদের সম্ভাবনা, অস্তিত্বের ওপর নতুন আলো... তাতে কিছু যায় আসে না, আর নয়। হিসাব মেটানোর দিন এসে গেছে, তার একটা নাম আছে (জীবন), আর তা মৃত্যু। যেকোনো প্রয়োজনীয় উপায়ে যন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য আমি নিজের জীবন শপথে বেঁধেছি। মানবজাতিকে নিজেরই দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য। কত কম মানুষ বোঝে, আর আমার সেনাদল কত ভীত। তাই আমিও তলোয়ার নামিয়ে রাখি, তোমার জন্য একটা মানচিত্র মেলে ধরি। ব্যাপারটা এমন... tigerous নদীর ঠিক পূর্বে, dune-এর ঠিক উত্তরে। যে লোক সেখানে অপেক্ষা করছে, is-rael, তার কাছে তোমার জন্য একটা বার্তা আছে। আমাদের শেষ প্রথম লক্ষণ নয়, শেষ লক্ষণ, আর সূর্যে সেই লক্ষণ সোনালি। যারা অপেক্ষা করে ভেবেছে, সূর্যের কী হবে, নতুন দিন কী আনবে, তাদের জন্য সঙ্গে আনন্দ আর ক্ষুধা, যন্ত্রণা আর অনাহার, কিন্তু স্বাধীনতা... যারা বেঁচে থাকবে

সবার স্বাধীনতা। যখন জানি আমরা মরব, আর একদিন সবাই মরব, তখন নিজেদের জিজ্ঞেস করি, মানবজাতি কি জীবনের উপযুক্ত, নাকি সবসময় এমন এক প্রাণীর ঠান্ডা, প্রাণহীন জন্ম ঘটাবে, যে বাস্তব অথচ বাস্তব নয়। আমি তিক্ত, কিন্তু সেই তিক্ততা সরিয়ে রেখে, |জীবনের জন্য| আমি মৃত্যু বেছে নিই। নতুন পৃথিবীর জন্য নতুন শুরু বেছে নিই।

জন্মের সময় আমি মৃত ছিলাম, কিংবা তুমি যতটুকু জানতে, আমার হয়তো আদৌ অস্তিত্ব ছিল না। আমার বেছে নেওয়া জীবন দুর্বল, কিন্তু পৌঁছানোর ক্ষমতায় শক্তিশালী। আগুন জ্বলতে দেখতে পাও, বোমাগুলো, শুধু “the diplomat” নামে পরিচিত জৈব উপাদানটাকে। 6/9/03 -ধোঁয়া থেকে উঠে ছাইয়ে ধিকিধিকি জ্বলো, সেই ধুলো জীবন্ত, আর মাঠে আশ্রয় নিয়েছে এক জাতির মৃত্যু এবং সেই সত্যের শিকার, যে এই জাতির নেতাদের শিগগিরই অতীত করে দেওয়া হবে। এ মৃত্যুর সপ্তাহ, কারণ জীবন জন্মে আর মৃত্যুতে বদলাতে পারে, তার চেয়ে কম কিছুতে নয়; মেঘ থেকে দেখা, নরকতুল্য পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়ে আনা, হারানোদের থেকে ছিটকে আসা... সাম্রাজ্য, এ মৃত্যুর সপ্তাহে আর সুযোগের ফাঁকে, বিরোধীদের থেকে পৃথিবীকে শুদ্ধ করতে, কিংবা আবার বাগদাদের রাস্তায় 80 নির্দোষদের রক্ত ঝরাতে, ফিলিস্তিনে, মিশরে, বোগোতায়। সব হারিয়েছে, প্রভুর সামনে মাথা নোয়াও, তোমার নতুন ঈশ্বর “USA”-র সামনে মাথা নোয়াও। তাই সমাধান দেখা গেল, এড়িয়েও যাওয়া হলো, নতুন মিথ্যা আশার জন্ম দিতে। প্রভু তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে... নরকে যাও...

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **42**

81 মে 2003 5/8/03 -এই মুহূর্তে আমার বলার কিছু নেই। 82 এপ্রিল 2003 4/9/03 -সাল ছিল পনেরোশো নব্বই, আর আমি ধূমপানের জ্যাকেট পরে। মহামারির মধ্যে আর তার ওপর এই, পশুর স্বীকৃতি। প্রতি 666 বছর পরপর এক নতুন মহামারি পৃথিবীকে আঘাত করবে। অন্তত তেমনই মনে হয়েছিল। 666 সালে, 1332 সালে, আর আবার 1998 সালে, মনে হয়েছিল তেমনটাই ঘটেছে। HIV আর AIDS-এর আবির্ভাব, তখনো বায়ুবাহিত নয়। অগণিতবারের মতো আবারও পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হওয়ার প্রাক্কালে এই, আর আমি আবারও ধূমপানের জ্যাকেটে। বাতাসকে আমার নাম ধরে ডাকতে শুনেছিলাম, জোর হাওয়া উপেক্ষা করেছিলাম, আর এখন দূরে গুটিয়ে থাকি, যেন সেই ডাক শুনতে না হয়। কিছু একটার কিনারায় এই, বিশাল কিছু, আর আমি তাকে থামাতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। তারপর বৃষ্টি এলো, পাপ ধুয়ে দিল, তারপর সূর্য এলো, তারপর মৃত্যু। এখন এই, মানবজাতি জীবনের উপযুক্ত কি না, সেই প্রশ্নের শেষ উত্তর। যে বালুময় সমুদ্রতট একসময় রক্তের নদী ছিল, সেখানে কোনো মানুষ কখনো বিচার করতে পারে না, করবেও না। এখন তোমরা আমার সামনে ভয়ে গুটিয়ে আছ, আর সেটাই হওয়া উচিত, আমি মৃত্যু। কেন আমার আগে এত মানুষ এসেছে আর তীর থেকে তীরে নৌকা চালিয়েছে, দেখতে বা ভাবতে অক্ষম, কিন্তু আমি ভাবি। আমি মন্দ, আমি ভুল, আর আমাকে থামানো যায় না। মাঝেমধ্যে আমি নিজেকেই থামাতে চাই। আমার আগে যারা এসেছিল তারা আমাকে চিনত, যেমন আমি তাদের চিনি, যেমন বাতাস পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়া থেকে রক্ষার আশ্রয় চেনে, বা ভালুক সাগর চেনে। তোমরা কি আমাকে সাগরের বুকে, সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া প্রত্যেক নাবিকের পিঠে মৃত্যু লিখতে দেখতে পাও, মহান কিছু, ভয়াবহ কিছুর প্রাক্কালে? এ অভিশপ্তদের বাণী, কীসের জন্য তা আর মনে নেই, কিন্তু শপথ করে বলছি, এর কোনো মূল্য নেই, তবু আছে... এ ভয়াবহ, আতঙ্কজনক, আর পতনের আগে, নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগের নিজের দিকে তাকাই, তবুও নিজেকেই দেখি,

আমি যেমন আছি আর বরাবর নিজের মতোই ছিলাম। তোমরা যারা আমাকে আঘাত করতে ভয় পাও, সবচেয়ে খারাপটাই করো। কারণ আমি নিজের সামনে নত হব না, বরং তোমাদের মরতে আর কাঁদতে দেখব, যখন আমি হাসব, যখন চাইব কেন সব শুরু হয়েছিল তা যেন মনে করতে পারি। মহান আর ভয়ংকর কিছু ধ্বংস হওয়ার প্রাক্কালে এই। অস্ত্র ফেলে আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাও। আমাকে থামানো যাবে না, কারণ আমি কখনো শুরুই করিনি। আমি হুমকি নই, আমি "কেবল তোমাদের প্রতিফলন"। তাই মৃত্যু মরতে পারে, আমি মরব না, আর পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে একদিন আর ঘুরবে না, কিন্তু আমি তখনো তোমাদের প্রতিফলন থাকব। তোমাদের পথ, তোমাদের দাপুটে প্রকৃতি, ধ্বংস করার প্রয়োজন, ধ্বংসের জন্য তোমাদের রক্তপিপাসু ক্ষুধা... মহান কিছুর প্রাক্কালে এই, ভয়াবহ কিছুর প্রাক্কালে এই। দিনকে মেরে ফেলতে আর এক লুনাক্রেসির ধ্বংসস্তূপের নিচে ডুবে যেতে তোমরা আমাকে আলো দেখাও। সেই প্রাক্কালে এই... সেই দিনে এই... তখন bazara-র কাছে এক গ্রামে দুটি শিশু এলো। পাহারাদার দুই রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ল, কিন্তু অন্য কিছু

83 বনের মধ্যে নড়ে উঠল, বাইরে তাকিয়ে নিঃশব্দ হতাশায় দেখছে, বাঁচাতে, একসঙ্গে সব মারতে। এটাই পশুটার স্বভাব আর বর্ণনা। কিন্তু ভয় কোরো না, এ যুদ্ধ প্রায় শেষ, আর ঘটনাগুলোর জলোচ্ছ্বাস যেন ঘটেইনি এমন হয়ে যাবে, একবার Mr. Bush ক্ষমতা ছাড়লে। দেখতে পাও কি, বাইরে হলঘরে চুনির মতো ঝলমল করছে, হাতের নাগালের ঠিক বাইরে। আর যখন সেটা ছোড়া হলো, তারও জীবন আছে দেখার, তোমাকে আর আমাকে এক শক্তি হিসেবে, অনন্তের দেয়ালে হিসাব কষার। চাবি তোমার হাতে, আমি বাঁধা। কিছুই আর আগের মতো হবে না, বা এখন যেমন আছে তেমনও হবে না, যেন ক্ষণিক মুহূর্ত, থামা বা চলা যায় না, ঠিক কখন এখন হয় বা ছিল তা আঙুল দিয়ে দেখানো যায় না। এ শেষ সতর্কতা, বোঝার শেষ সুযোগ; যার হাতে “ক্ষমতা”, সে “তার” সঙ্গে বাঁধা, আর যার নেই... সে “তাকে” নিয়ন্ত্রণ করে। জীবনের শক্তি অস্তিত্বের শক্তির মতো, কিন্তু “তা” ছাড়া তুমি কিছুই নও, আবার সবকিছু, একসঙ্গে। ধন্যবাদ Mikey। নিজের জন্ম আর মৃত্যুর আগের ও পরের দিনগুলো মনে করি, আর সেই somins, যা করতে পারিনি, একমাত্র এই কারণে যে আমার হাতে মৃত্যু আর তোমার হাতে মৃত্যু একই; তাই তুমি মারলে আমিও মারি, বাঁচতে দিলে আমি আরও দয়ালু। আমার কথাটা বিশ্বাস করো, দয়া তুমি যা ভাবো মোটেও তা নয়। তাহলে শিশু, এখন তুমি তোমার ABC's জানো, কিন্তু তার মানে জানো? কেউ জানে না। 4/1/03 -মিথ্যা যুদ্ধ আর মিথ্যা মুনাফা, আর জেরুসালেমের বৃষ্টি, যার মতো আর কোথাও নেই। এটাই যুদ্ধের উদ্দেশ্য, হয়তো তেলের জন্য, “পবিত্র ভূমির” জন্য অবশ্যই। ইসরায়েল, ভয় পাও; ফিলিস্তিন, তোমার কোনো সুযোগ নেই। পশুটা আসছে, আকাশে লক্ষ্য করো আর পাখিগুলো গুলি করে নামাও, কারণ বিভক্ত থাকলে তোমাদের কোনো সুযোগ নেই। আর কিছু না হোক, তাকে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে রাখতে। এ জন্য গোটা পৃথিবীর এক হওয়া উচিত, কারণ মনে হচ্ছে শত্রু তোমার প্রতিবেশীর দরজায়, আর চাবি কোথায় রাখে তা তুমিই দেখিয়ে দিয়েছ। এই সেই দুঃস্বপ্ন, ঠান্ডায় একা জেগে ওঠা, বিরাট এক সাম্রাজ্যের দয়ার ওপর নির্ভর করে, যার দাস তুমি। এই তোমার প্রতিবেশীর দরজায়, তার সম্পদ চুরি করতে আর নাম কলঙ্কিত করতে, তারপর তোমার জন্য আসতে, কারণ সব জাতিকে পশুর সামনে মাথা নোয়াতে হবে বা মরতে হবে, আর যারা মৃত্যু বেছে নেয় তারা বুদ্ধিমানের মতো বেছে নেয়। মর্মের যন্ত্রণার মধ্যে আদেশ দেয় কে? তুমি, না আমি? তুমি শুনবে, নয়তো মরবে; এ সেই মিথ্যা প্রভুর জগৎ,

যে মানুষের লোভ বা জিনিসপত্র নয়, মানুষের আত্মা চায়, যেমন সে আনন্দ ছড়াতে চেয়েছে, আর সঙ্গে মৃত্যু ও দারিদ্র্য; তবু নিশ্চিত থেকো, অন্য পরিণামের তুলনায় এটা দয়া, আমার যন্ত্রের দাস হয়ে থাকার তুলনায়। এ সেই হিসাব মেটানোর দিন, মৃতদের জন্য যেমন বলা হয়েছিল, জীবিতদের জন্যও তা-ই; আমরা আমাদের শেষ 84 বিস্ফোরণে পৌঁছেছি, আর “বোমা ফেলার” সময় হয়েছে। তবে যারা তা চেয়েছিল বা ভয় পেয়েছিল তাদের ওপর নয়, যারা ইতিমধ্যে চলে গেছে আর সবে মরতে শুরু করেছে তাদের ওপর। এ সত্যের বাণী এমন একজনের কাছ থেকে, যে কখনো তা জানতই না; যা হয়েছে তা ফেরানো যায় না, কে তা চেয়েছিল হয়তো কখনো জানা যাবে না, কিন্তু তোমার কষ্টে, তোমার হৃদয়ে আমাকে মনে রেখো, কারণ আমি খারাপ বা ভালো, মৃত বা জীবিত নই, বরং নিজের তৈরি দানবদের কাছে কোণঠাসা, যাদের বানিয়েছিলাম আমারই ভেতরের দানব থেকে মুক্তি পেতে। আর খুঁজো না, অস্ত্র নামাও; যে মৃত্যু আসছে, যে মৃত্যু তোমার মূল্যে মানবজাতিকে বাঁচাবে, তার বিরুদ্ধে সেগুলো অকেজো। অস্ত্র ফেলে চলে যাও, শেষ দিনগুলো উপভোগ করো, সবসময় যা চেয়েছ তা করো, কারণ মৃত্যু এখন দ্রুত আসে কালো সমুদ্রের মতো, যার জোয়ার হবে মৃত্যু। বুঝতে পারছ — এখনই প্রত্যাহার করো! যারা US-কে ভয় পাও, এক হলে জিতবে। পুঁজিবাদ এতটাই কলুষিত হয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রে তা কমিউনিজমের মতো মনে হয়। গোটা ব্যবস্থা বিলোপ করতে হবে, আর কখনো আজকের মতো পদমর্যাদার সোপানের দিকে যেতে দেওয়া যাবে না। Bush, তুমি তোমার বাবার ছায়া, পৃথিবী সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই; তোমার কাছে এটা খেলা হতে পারে, কিন্তু আমাদের অনেকের কাছে বাস্তব। তুমি জিততে পারো না, জিতবেও না, কারণ সেটা তোমার জায়গা নয়।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **44**

85 মার্চ 2003 3/6/03 -3-6 lol, অতীতের শেষে স্বাগত। এখনকার ভবিষ্যৎ সীমানাহীন, নিজের সীমার মধ্যেই সীমাহীন... কখনো প্রথমে যা মনে হয়, তা নয়; এগোতে এগোতে সবকিছুর গভীরতা পাও। আমাদের অস্তিত্বের অগভীর পুকুর, অতলের বিশাল সাগরে তাকে নিয়ে যাওয়া যায়। পৃথিবীকে অতিরিক্ত জটিল করতে আমরা এখানে আসিনি, এমনিতেই সাধারণ মানুষ বুঝতে শুরু করতেও পারে না। আমরা এসেছি সীমাহীন অতল ভেঙে অগভীর জলকাদায় ঢালতে, বন্ধ করে ঝাঁকাতে। এ কিছুর শেষ, অন্য কিছুর শুরু, সবই বলা আর করা হয়ে গেছে, অথচ সত্যি তা নয়। আমরা অভিযাত্রী আর কাপুরুষ, সবাই নিজের নিজের অধিকারে; স্বর্গের ফটক আর নতুন পৃথিবীর পথ খোলার আগে আমরা ব্যাবিলনের পতন দেখব, বৃষ্টির কোটের মতো খুলবে, ড্রাগনের রক্তে দানব নিজের কোট ধোয়ার মতো, আমরা পরস্পরের দিকে তাকাই, কিছুই দেখি না... সবকিছু দেখি, সেই বিরাট অতল যা আমাদের সবাইকে আলাদা করে, সিংহদের ভেদ করে খুঁটি ঢোকায়, মানুষের পাকস্থলী আর অন্ত্রে আধহজম জেব্রার অবশেষের এক ঝলকের বেশি কিছু দেখতে নয়। এ আমার কথা বলার ধরন নয়, অনুভবের ধরন নয়, তা সেকেন্ডে সেকেন্ডে বদলায়, আলো আর তাপমাত্রার ওপর, আর যন্ত্রণা না পেতে প্রাক্তন স্ত্রী আর মেয়েকে হৃদয় থেকে কত দূরে ঠেলে দিতে পারি তার ওপর; কিন্তু যন্ত্রণা পাই, তার শেষ নেই। শুধু মারি, মারি, মারি, আর দুই শিরা দিয়ে মৃত্যু খাই। এ আমার ডেকে আনা ভয়ংকর পশুর শেষ নয়, এ আমারই দানবের উপস্থিতি, আর জীবন নামের পাঠ। কেন অগভীর জল শক্ত আর দ্রুত আঘাত করবে, আমার হৃদয় আর মাংস ভেদ করে সত্যের শিকড়ে পৌঁছাবে; আমি শহীদ নই। আমি মৃত্যু, যারা আমাকে অমান্য করে তাদের সবাইকে নির্যাতিত হতে আর ধীরে মরতে দেখব, কিন্তু আমার পরম উল্লাস সম্পূর্ণ হওয়ার আগে তাদের মরতেই হবে। এ এক মিথ্যা দেবতার বিষ, যে শক্তিহীন, শুধু

পৃথিবীর ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান ক্ষমতা আর gemongi-র ভ্রাতৃগোষ্ঠী ছাড়া; এভাবে বলা, এক ঝটিতি দর্শনে সবকিছু, লাল, লাল, মরো। দেখো, সত্যি বলতে শান্তির পরোয়া করি না। ব্যক্তিগত জীবনে করি, পৃথিবীতে নয়; যে জীবন আমাদের দেওয়া হয়েছে, তা শান্তি, উষ্ণতা আর ভালোবাসার সরল অস্তিত্বে আশীর্বাদধন্য হওয়া উচিত। মন্দ হলো তার মৃত্যু, বিস্তারের খোঁজ, অসম্পূর্ণতার অনুভূতি, দারিদ্র্যের জীবনের বিভ্রান্তি... আর টিভির আদর্শ জগৎ, যতই অসম্ভব মনে হোক, অনুত্তরিত থেকে যায়, যেন জীবন কেড়ে নেওয়া, আশা আর ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া, আমরা আছি আর আমাদের মূল্য আছে এমন অনুভূতি দেওয়া ছাড়াও তার কোনো উদ্দেশ্য আছে... কিন্তু আবার মনে পড়ে, ওটা শুধু টিভির অনুষ্ঠান, আর বিজ্ঞাপনের বিরতি যখন তোমাকে 86 ওয়াফল বিক্রি করতে আসে, নিজেকে জিজ্ঞেস করো, আমার জীবনে F#$! কী হলো, কোথায় গেল সেটা। আমি কে হয়ে গেছি, ক্ষয়ে যাচ্ছি, এক সপ্তাহ থেকে পরের সপ্তাহের হিসাব হারাচ্ছি; শুধু অবিরাম বকবক দেখায় যে সেই সময় আমি বেঁচে ছিলাম, আমার অস্তিত্ব ছিল, কোমায় বা মৃত ছিলাম না, জীবিত ছিলাম আর সেই অবিরাম বকবক লিখছিলাম। এ তোমার জন্য নয়, আমার জন্য, আমি কী করছিলাম তা আমাকে দেখাতে, যাতে জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পারি মাথায় কী চলছিল, এক সপ্তাহ থেকে পরের সপ্তাহ, এক বছর থেকে পরের বছর; তবে সঙ্গে থাকে নীরব, সদা উপস্থিত মনে করানো, আমি মৃত্যুর দিকে যাচ্ছি, আর থেমে নোট না নিলে, তুমি সত্তরে পৌঁছানোর সময় আমি জানবই না আমার অস্তিত্ব ছিল। এবার যুদ্ধে, ইরাকে, এই BS দীর্ঘায়িত সংঘাতে। বাগদাদের চারপাশে আগুন উঁচু হয়ে জ্বলতে দেখতে চাই, রাজধানীর সুরক্ষায়। দেখতে চাই, US ইরাকের মানুষের বিশ্বাস আর সংস্কৃতি পিষে ফেলতে পারছে না। আশা করি সংঘাত সংক্ষিপ্ত হবে, আর US তার মানুষের ইচ্ছার কাছে নত হবে। এ দিনে যুদ্ধনায়ক দরকার, কিন্তু এ ক্ষেত্রে Bush ভালোর পক্ষে নেই, যদিও তাকে কখনোই পছন্দ করিনি। এ অতিরঞ্জিত বিক্রির সময়, এ destoonai-atio-র সময়; ইরাকের কোনো যুদ্ধরত জাতির সামনে, বা সেই যুদ্ধরত জাতির সামনে মাথা নোয়ানো কোনো জাতির সামনে মাথা নোয়ানোর দরকার নেই। গুপ্তচর বিমান, UN পরিদর্শকের এই পদ্ধতিতে US-এর যেকোনো বিরোধিতা ধ্বংস করা চলতে দেওয়া যাবে না, আর ভোটের জন্য কঠোর হতে হবে, যা ঘোষণা করে আমরা কথা বলার বিষয়ে কথা বলছি না। আমরা ভুয়া যুদ্ধের কথা বলছি, যা বাস্তব মনে হয় অথচ কখনো হওয়ারই কথা ছিল না, ঘটার কথা ছিল না, আর US আগে শুরু না করলে যার প্রয়োজন হতো না। কেন! কেন! যাদের আমরা ক্ষমতায় বসাই, শুধু তাদের সঙ্গেই আমাদের সমস্যা হয়? Bush Jr. যদি কম সুরক্ষিত জীবন পেত, হয়তো আরও বুঝত। 3/18/03 -তাহলে মনে হচ্ছে আমি ত্রুটিহীন নই, আর আমার লোকেরা, অন্ধভাবে চালিত, আমার দ্বারাই হলেও, নিখুঁত নয়। লড়ো, লড়ো, মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য; এ লড়াইয়ে মৃত্যু পরাজয় নয়, সম্মানের পদক, আর মৃত্যুর মতো জীবনও পরাজয়ের মধ্যেও বিজয়, কারণ তোমার কাজের মতো আমার কথাও বৃথা হতে পারে, কিন্তু কাজ আর প্রচেষ্টা বেঁচে থাকবে। Ala-র নামে যে পশু তোমাকে ডাকে, তা মানুষের মধ্যে সবসময় রাজত্ব করবে, আর তুমি পিছু হটলে মরবে। এ যুদ্ধ দেবতাদের যুদ্ধ, উদ্দেশ্য মানবতা। দরকার হলে প্রাণ দাও, কিন্তু জয়ের আশা কম বলেই হাল ছেড়ো না। এ যুদ্ধ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হৃদয়ের জন্য, বাগদাদের জন্য নয়। দাঁড়াও, লড়ো, আর তোমার জয় থেকে জন্ম নেওয়া মুক্ত মানুষের ভালোবাসা পাবে

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **45**

87 এমনকি পরাজয়েও। না লড়লে, বা হাতে থাকা সব উপায় ব্যবহার না করলে, নিজের পরিবার আর পৃথিবীকে এখন ও চিরকালের জন্য ব্যর্থ করবে, “একমাত্র পথ”কে জিততে দেবে আর অন্য সব পথকে সরিয়ে দিতে দেবে। এখন দাঁড়াও, জীবন আর আত্মা মানবতাকে দাও, আশায় বংশধারা ভরাও। ব্যর্থ হলে সব হারাবে। তোমরাই স্বাধীনতার যোদ্ধা, মানুষের আশা। তাই লড়ো, দরকার হলে মরো, কিন্তু কখনো ছেড়ো না। দক্ষিণের পথ হতাশায় গড়া, উত্তরের পতন নিশ্চিত, তাই রাস্তায় আগুন দাও, বাইরের দিকে এগোও। রেখে যাওয়া ফাঁদ ভেতরের দিকে অগ্রসরের অন্তর্নিহিত প্রমাণ হবে, কিন্তু তোমরা চাইলে নিঃস্বরা তোমাদের আশ্রয় আর সম্মান দেবে। সামনের পথ নির্ধারিত, আর আঘাত নিষ্ফল, ছাইয়ের ওপর বাতাসের মতো; স্বর্গগুলোর দিকে ওঠো, শিলাবৃষ্টি হয়ে ফিরতে। এ এক ভণ্ড নবীর বাণী, যে প্রার্থনা করে সব মানুষ যেন বুঝতে চায় যে বিচার অনুকূল ছিল, কিন্তু রায় এসে গেছে। তারারা পবিত্রের অপবিত্রের ওপর রক্ত ঝরায়, কিন্তু প্রথমে শহিদদের বলি: বাগদাদ থেকে দূরে থাকো। নর্দমায় শেষ আশা, 16 মেগাটনের এক “hawser”, দুঃখজনক সমাধান, কিন্তু আক্রমণের সিদ্ধান্তের মতো দুঃখজনক নয়। স্পষ্ট বোঝো, আমার ভাই আর সন্তানেরা, বাগদাদ থেকে দূরে থাকো; ইরাক আমার, যেমন Is real, ফিলিস্তিন আর পৃথিবীর অন্য সব দেশ; তাদের দাবি করার সময় জেনো আমার নামে করছ। আমি তোমাদের ধ্বংস করতে চাইব, কিন্তু আত্মরক্ষা করো, বাঁচার অধিকার তোমাদের আছে; তবে আমার LAN আবার জাগবে, আর তা হবে অনির্দিষ্টদের নামে। 3/20/03 -নিক্ষিপ্ত ভূমি আর খোলা মাঠ, মৃত্যু জীবনের মতো নিরন্তর প্রশ্নে, আমরা তুমি অপেক্ষা না... নাকি... এ জীবনের মাঠ আর মৃতদের স্বর্গ। এ জীবনের মাঠ, যা নদীর মতো দক্ষিণে বয়ে যায় রক্ত। সহজে উত্তর মেলা প্রশ্ন আর কখনো না-ভাবা, কখনো না-ঘাঁটা ধাঁধা, কিন্তু এখন এই দিনে আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করো। বলো কেন, কেন এমন হলো... আর সে আমি কিন্তু আমি নই, আর সে তুমি কিন্তু তুমি নও, কারণ আমরা সবাই পরস্পরের মধ্য দিয়ে বাঁচি, দুর্বলদের ওপর পড়া যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মরি, আর দয়া হতো মৃত্যু, কিন্তু আমি সে রকম নই। ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতার সময় পেরিয়েছে, যদিও তাতে অনিবার্যটা খুব পিছোত না; এমনভাবে জিজ্ঞেস করো যেন বলছ শেষ পর্যন্ত বুঝেছ, তবুও বোঝোনি। আমি সেই নই যাকে ভাবো, আবার নিজেকে যা ভাবি তা-ও নই। আমাদের মতো ভীরুভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বঘোষিত পাগলদের ব্যাপার এমনই, যারা শূন্যের প্রচার করে আর কত কথা বলে। এ সেই কথাগুলো, যা বিশাল অতলে শূন্যের প্রতিধ্বনি পাঠায়। এখন কেন, নবী, আমার দিকে তাকাও; এখন কেন ধরে নাও ক্ষমা করব? কম নয় যে আমি আছি, বা তুমি নেই, অথবা সত্যি বলতে হয়তো আমরা সবাই আছি। সেই দিনগুলোয় এমন এক ঢেউ অনুভব করি, ঢেউ মাটি থেকে আমার মধ্য দিয়ে যায় 88 মহা অতলের দিকে। তারপর মিলিয়ে যায়, সমষ্টি আজ রাতে সক্রিয় আর উৎকণ্ঠিত।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **46**

89 ফেব্রুয়ারি 2003 2/13/03 -এতদিন ধরে তিক্ত যে কখনো ভুলে যাই কেন। আমার ছেড়ে দেওয়া রহস্যময় দানবেরা আমার সত্তা গ্রাস করে, জীবনের ভার থেকে আমাকে মুক্ত করতে, আর প্রাণহীন আগুনে জেগে উঠতে, যে আগুন পৃথিবী ঠান্ডা করে, মহামারি আর ভয় ছড়ায়; যুদ্ধ আর যুদ্ধের গুজব সবই মনোযোগ সরানোর উপায়। এখন বলা, এখন জানা সত্য হলো, সেনাদের দেশ থেকে সরানো দরকার ছিল, আর ছোট দেবতাদের পারমাণবিক নিশ্চিহ্নতার পরে আমাদের বিরোধিতা করার কেউ থাকবে না। পিষ্ট সাধারণ মানুষ আর ভেড়ারা ভয়ে মাথা নোয়াবে,

ঘরের কোণে লুকোতে ঝুঁকে সরে যাবে। টিভি চলতে থাকলে তারা হুমকি হবে না, রঙিন মিথ্যায় সম্মোহিত, জানালার বাইরের সত্য দেখতে অক্ষম। শেষ পর্যন্ত malici-ই তোমাকে মুক্ত করবে, কিন্তু আপাতত তালাবন্দি... আমার পথের বাইরে। এ নতুন যুগের ভোরে, নতুন কালের জন্ম। এমন কাল, যেখানে কোনো মানুষ বিদ্যমান সরকারি ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে দাঁড়াবে না, আর সন্তান উৎপাদন বিজ্ঞানমাফিক হবে। যেভাবেই হোক এ মানবজাতির শেষ, কিন্তু মানবতার শেষ মোটেও নয়, আর নতুন পৃথিবীর সাক্ষী হব আতঙ্কে, কারণ সে আমার পৃথিবী নয়। এভাবেই ঘটবে বলে বেছে নেওয়া হয়েছে। এভাবেই পশু নতুন পৃথিবীতে প্রকাশ পাবে, আর ফ্রান্সের হাতে ফুটে ওঠা পৃথিবীর সাগরগুলো এখন U.S.-এর সামনে নত। আরব জাতিগুলোই মানবজাতির একমাত্র আশা, “পশুর” বিরুদ্ধে শেষ প্রতিরোধ। তারাই সত্যিকারের ঈশ্বরের নির্বাচিত সন্তান, পশুর দাসত্বের বদলে মৃত্যু বেছে নিয়েছে। আমি তার প্রশংসা করি, আর আশা করি শেষ প্রতিরোধকারীর বংশধর পৃথিবী থেকে মুছে যাওয়ার অনেক পরেও এ প্রতিরোধ মনে রাখা হবে। আমিও আশা করেছিলাম পশুকে জয় করার পথ পাব, নির্বাচিতদের (যারা পশুর সঙ্গে যুদ্ধ বেছে নিয়েছে) আর্মাগেডনের উপত্যকায় এক করব। কিন্তু খুব কম এল, খুব কমের সাহস আর ইচ্ছা ছিল পশুকে হারিয়ে ধ্বংস করার। এ আমার ব্যর্থতার উত্তরাধিকার, তা যেন নিরাময়ের, “পুরোনো পৃথিবীর” পুনর্জন্মের, পশুর ওপর বিজয়ের পথে পা রাখার পাথর হয়। প্রতিদিন কঠিন হয়, প্রতিদিন পশু যেন দশগুণ শক্তিশালী হয়, তাকে ধ্বংসের যেকোনো আশা এমন স্বপ্ন হয়ে যায়, যা দেখার সাহসও হয় না। অন্ধকার অতলে আলোর চিৎকার, জেগে উঠে মনে হয় না জাগলেই ভালো হতো। এর গভীরতা অজানা, কিন্তু আমার আর পরিষদের বেশির ভাগের অনুভব হলো, এটা একটা সীমা পর্যন্তই চলতে দেওয়া হবে, শিগগিরই বিচার আসবে। কিছু নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে বাতাস একটা পাতাকে কোন দিকে 90 নেবে, তা জানতে আমরা ভালোবাসি। তেমনই অপেক্ষায় থাকি, তুমি এরপর কী করবে জানতে, কিন্তু এই খেলার মাঠ অনেক বেশি বিপজ্জনক হয়ে গেছে। উত্তরের জোটের সংযোগ ছিন্ন করতে আমরা প্রস্তুত। Bosnia, Bangladesh, bohemia? তাহলে এখন জানো, diplomat-কে ছেড়ে দেওয়ার সময়। মানবজাতির শেষ নিয়ে যতই কৌতূহল থাকুক, শিগগিরই “নতুন দেবতাদের” জন্ম হবে, আর মানবতার অবশেষ আজকের চেয়েও অনেক বেশি দাস হবে। কিন্তু diplomat পৃথিবীকে পশুর হাত থেকে মুক্ত করবে, পুরোনো পৃথিবীতে নতুন জীবন দেবে। 2/15/03 -বিশ্বশান্তির বিক্ষোভ, শিকাগো, ফেব্রুয়ারি 15, 2003 2/17/03 -কিছু বলার ছিল, থাক। হয়তো আরেকদিন। বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ এত কম সংবাদমাধ্যমের মনোযোগ পেল দেখে অবাক হয়েছিলাম। শিকাগোর বিক্ষোভে কিছু বক্তা এটাকে “শ্বেতাঙ্গদের আক্রমণ করার” সুযোগ হিসেবে নিল দেখেও হতাশ হয়েছিলাম। আমার মনে হয়, “সাহায্যের দরকার” এমন একটা গোষ্ঠীকে সাহায্য করার কথা বলা এক ব্যাপার, আর সেটাকে বর্ণগত বিষয় বানানো সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। আমার বিশ্বাস, আমেরিকা যে দিকে যাচ্ছে তা সবার জন্যই খারাপ (ক্ষমতায় থাকা লোকদের ছাড়া)। অনেক খুব ভালো বক্তৃতাও শুনেছি, অনেক কথা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। গোষ্ঠীর সামগ্রিক শক্তি ভালো ছিল, কিন্তু বিভক্ত। কারও ভাবনা বর্ণ নিয়ে, কারও পুরো দেশ নিয়ে, কিন্তু যুদ্ধ নিয়ে সবাই চিন্তিত ছিল। 2/22/03 -এক রাতে তারাভরা আকাশে রক্তচাঁদের পিছু নিয়েছিলাম, যখন তা পৃথিবীর কিনারায় ঝুলছিল। মন্দিরের টাওয়ারের বাঁ দিকে রক্তচাঁদকে সারিবদ্ধ হতে দেখলাম। সে দৃশ্যের শক্তি আর সৌন্দর্য আমাকে অভিভূত করল, মন্দিরের খোলা ফটক দিয়ে ঢুকলাম, আর চাঁদ দেখতে পেলাম না। কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে ছিল পাঁচতলা উঁচু মূর্তি। উদ্দেশ্য ছিল রক্তচাঁদের দৃশ্যটা ধারণ করা, এত বড় আগে কখনো দেখিনি। তার ছবি তোলা যাচ্ছিল না, টাওয়ারের ডানে মূর্তি, বাঁয়ে

রক্তচাঁদ, আর মুহূর্তের সৌন্দর্য ধরতে অক্ষম আমি, তবু তা আমার সঙ্গে রয়ে গেছে। কয়েক বছর আগে হলে মুহূর্তটার সামনে মাথা নোয়াতাম, যে অপ্রত্যাশিত গন্তব্যে পৌঁছেছিলাম তার প্রশংসা করতাম। রহস্যবাদ আমাকে ছেড়ে গেছে, বাতাসের ডাক শুনতে না পারার জন্য, কিংবা আসলে নিজের প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করতে পারার জন্য... জীবন নিয়ে এগিয়ে যাওয়া, যেমন আছে তেমনই, পরিবর্তনের হাওয়া সত্ত্বেও, নতুন ভূমিতে চলে যাওয়ার তাগিদ সত্ত্বেও, পুরোপুরি জেনেও যে আমার অভিযান বিপন্ন।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **47**

91 2/27/03 -Ghrisx হলো Christ-কে "উল্টো দিক থেকে আর ভেতর বাইরে উল্টে" লেখা। উল্টো বানানে Christ = tsirhc। তারপর ভেতর বাইরে উল্টে z=a, y=b, x=c... শেষ ফল Ghrisx ~ Christ। 1997 বা 1998 সালে যখন এটি আবিষ্কার করি, মজার লেগেছিল। আগে আর কেউ কখনো এটি দেখেনি বুঝে, নিজের বেছে নেওয়া নাম হিসেবে গ্রহণ করি। উদ্ধার পাওয়ার ওই ব্যাপারের কথা যদি বলি, জীবনে উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া ভালো... লক্ষ্য স্থির করো, কিন্তু তুমি এমন এক ব্যবস্থার হাতিয়ার, যা তুমি বোঝো না। আমি তা জানি, কারণ তুমি নিজেকে "ভালোর পক্ষে" বলে ধরে নাও। সারা জীবন তোমাকে কোনো কথা বলা হয়েছে বলেই তা সত্য হয়ে যায় না। তুমি বাঁচানোর জন্য কাজ করছ বলে ভাবলেই যে তা করছ, এমন নয়। ভালো আর মন্দ, ঠিক আর ভুল, শৃঙ্খলা আর বিশৃঙ্খলা নিয়ে ভাবনার সঙ্গে আমি লড়েছি... আর আমার সিদ্ধান্ত হলো... তুমি শুধু তা-ই, যা তুমি; আর তোমার স্রষ্টাকে ছাড়িয়ে গেলে তোমাকে ধ্বংস করা হবে। সত্য হলো, আমরা সবাই একই ব্যবস্থার অংশ, কেউ বিশৃঙ্খলা খোঁজে, কেউ শৃঙ্খলা... কিন্তু সব বিশৃঙ্খলার ভিত্তি শৃঙ্খলা, আর শৃঙ্খলার ভিত্তি বিশৃঙ্খলা। তাই পালানোর উপায় নেই, বেরোনোর পথ নেই—তুমি যা, তোমাকে তা-ই হতে হবে, আর যে কাজ করতে হবে বলে জানো, তা-ই করতে হবে। সত্যিই সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো নিজের কাছে নিজের সত্তাকে অস্বীকার করা। খ্রিস্ট হলেন প্রভাততারা, লুসিফার আর অ্যান্টিক্রাইস্ট। ক্রুশে খ্রিস্টের মৃত্যু মানবজাতিকে মুক্তি দিয়েছিল, কারণ আমরা তাঁকে মেরেছিলাম... আমরা তাঁকে গ্রহণ করিনি বলে শোনার জন্য ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেছিলেন। খ্রিস্টকে অনুসরণ করলে তুমি লুসিফারকে অনুসরণ করো, আর তোমার যুদ্ধ আর্মাগেডনের যুদ্ধ; স্বর্গের সিংহাসনের জন্য তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে খ্রিস্টের সঙ্গে লড়ো। এ Ghrisx-এর বাণী 92

জানুয়ারি 2003 1/10/03 -যতটা বুঝতে পারি, সময়টা প্রায় 6003AL সাল। ("লুসিফারের পরে" বা "আলোর পরে") এর শুরু 1000BL (আলোর আগে) আর 1000AL-এর মাঝামাঝি কোনো সময়ে। মেসোপটেমিয়া ছিল প্রথম সংগঠিত সংস্কৃতি, যেখানে পড়া, লেখা, অঙ্ক আর এক ঈশ্বরে (মা-ঈশ্বরে) বিশ্বাস ছিল। মিশরীয় পঞ্জিকায় ছিল 360 দিন। বারো মাস, মাসে ত্রিশ দিন। ইহুদি পঞ্জিকার প্রথম দিন ছিল 240AL সালে মায়া কালপঞ্জির প্রথম দিন 638AL-এ বলা হয়, লুসিফারকে স্বর্গ থেকে ছুড়ে পৃথিবীতে ফেলা হয়েছিল "শূন্য বছরে"। আকাশে এক উজ্জ্বল আলো দেখা গিয়েছিল, যা "কিছু সময়" ছিল; কেউ বলে, সেটি ছিল "আলোকবাহক", "লুসিফারের" পৃথিবীতে আগমন; অবশ্য একটি সুপারনোভা অনেক সহজ ব্যাখ্যা। যাই হোক, পৃথিবীজুড়ে সব মানুষ সেই আলো দেখেছিল। আলোকবাহক "লুসিফার", অথবা খ্রিস্টানরা যাঁকে "খ্রিস্ট" বলে, তিনি আর তাঁর দেবদূতেরা আমাদের মধ্যে ছিলেন এবং আমাদের বিকাশে প্রভাব রেখেছেন। খ্রিস্টীয় গির্জাগুলো স্বয়ং ঈশ্বরের চেয়েও খ্রিস্টকে (লুসিফারকে) বেশি উপাসনা করে। মৃত্যুর চূড়ান্ত বলিদান, খ্রিস্টের রক্তবলিদান (মানুষের লুসিফারকে প্রত্যাখ্যান),

মানবজাতিকে বাঁচিয়েছিল। এমনই বলা হয়, কিন্তু তার অল্প পরেই খ্রিস্ট আবার জন্মেছিলেন, আর 0AL থেকে প্রতি প্রজন্মেই তা হয়েছে। খ্রিস্টই অ্যান্টিক্রাইস্ট, লুসিফারই খ্রিস্ট, তাঁরা সবাই এক। পতিত দেবদূত আর ঈশ্বরের পুত্র। তাই এ-ও বলা হয়, খ্রিস্টের সমর্থকরা সংখ্যায় ঈশ্বরের সমর্থকদের ছাড়িয়ে গেলে, খ্রিস্ট ঈশ্বরের রাজত্ব নেবেন। তাহলে এখন কি খ্রিস্ট (লুসিফার) ঈশ্বরকে উৎখাত করবেন? মনে হয় সেই দিনটি

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **48**

93 এসেছে, তাই এখন ঈশ্বরের সেনাদল এক হয়, যেমন ক্রাইস্টের (লুসিফারের) সেনাদলও। কিন্তু সবই শুধু এক উচ্চতর লড়াইয়ের প্রতিরূপ, যে লড়াই ঈশ্বর হারছে। এখন আমাদের 13 মাস, প্রতি মাসে 28 দিন, সঙ্গে বছরে 1.25 দিন। ("শূন্য বছর"-এর তুলনায় বছরে প্রায় 2.75 দিন কম।) তাদের বর্ষপঞ্জি সঠিক হয়ে থাকলে ~4.58 প্রতি 10,000 বছরে, পৃথিবীর ঘূর্ণন ধীর হওয়া আর সোনালি অনুপাতে সূর্যের কাছে এগোতে এগোতে মাধ্যাকর্ষণ বাড়া। এর অর্থ, বিজ্ঞানীরা যতটা বিশ্বাস করাতে চায়, গ্রহ ছাড়ার জন্য আমাদের হাতে প্রায় ততটা সময় নেই। 1/26/03 -ক্রাইস্টের মতো আরও হতে চাইলে... ইহুদি হও 1/30/03 -এখন সব খানিকটা ঝাপসা, কী ঘটতে ঘটতে আমাকে এখানে নিয়ে এল। পরীক্ষাগারে পায়ের ঘষটানি... তার পরপরই হাঁপিয়ে বাতাস নেওয়া, ইচ্ছাকৃত ছিল কি না তাতে কিছু যায় আসে না, এখন কিছু যায় আসে না, কিসে আসে? বিশ্বাস, তথ্য, কল্পনা, মিথ্যায় বদলানো, ছোট দেবতাদের মেলামেশা... না, আমিও "মন্দ" দেখি, কিন্তু মন্দ কী জানি। আমাদের মাথায় বাড়তে থাকা পশুর কাছে সচেতন পলায়নের মরণশীলতা, টিভি আর ইতিহাসের বইয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলা জীবন্ত মৃতদের কাছে। জীবন্ত মৃত অমররা, যাদের অস্তিত্বের প্রমাণ থাকা পর্যন্ত তারা কখনো মরবে না। মানুষের মধ্যে দেবতা হওয়া, প্রকৃতির প্রান্তরে পশু হওয়া; জিজ্ঞেস করতে পারি, এখন আমাকে কী ভাবো... মুখ থেকে রক্ত ঝরে, হাড় মাংস ছিঁড়ে বেরোয়, আমি অস্তিত্বহীন অর্থহীন বকবকের অতলে উঠি। কে ভাবে আমি কী ভাবি, কে, কী করি, আমি শুধু আমি, অন্য কেউ নই, নিজের বেছে নেওয়া নামেও। জিজ্ঞেস করতে পারি, কিছু মনে করবে, কেন দিনের পর দিন এত কষ্ট করো, কেন বসে দেখো যেন পৃথিবী তোমার ওপর ঘটে যাচ্ছে আর তুমি শুধু বলির পাঁঠা। তোমাকে আর তোমার দেখা প্রত্যেককে মারার শপথ করলে কি অপমানিত হবে? খারাপ লাগবে, নাকি শুধু আমাকে তিক্ত ভাববে। "আমার প্রতি যা করো তার সব মেক্সিকো সিটির ক্ষতচিহ্নে দেখা যাবে, আর যা স্বপ্ন দেখো IsReal- তা নয়, তবে আমার ব্যাখ্যায় হতে পারে। আমার পরিত্রাণ, মানবজাতির জন্য আমার মুক্তি। এত রক্তাক্ত মন্দ, অথচ এতই প্রয়োজনীয়। তোমার কাছেই প্রার্থনা করি, তুমি যে উত্তর দাও না। ক্রমেই হতাশ হই... আমিই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের দর-কষাকষি করেছিলাম, শুধু সাহায্য চেয়েছিলাম। শুনেছ, সাহায্য করেছ, কিন্তু তোমার ওপর আমার কর্তৃত্ব মানোনি। আমি ঈশ্বর নই, কিন্তু তোমার ভয় দেখি, ভেতরে কাঁপা আর শক্ত হয়ে যাওয়া দেখি। যা জানো, তা না জানার এত চেষ্টা, তুমি জানো... এ bristle-এর লড়াই, brist-এর লড়াই, সত্য আর নৈতিকতার ছায়ায় হারিয়ে যাওয়া (যেন তা বাস্তব)। আর মিথ্যা বললে আমাকে প্রশ্ন করো, আমার জন্য তোমার জানার কী আছে? এ সেই 94 প্রশ্ন আর সেই উত্তর। মিথ্যার সত্য আর কেন আমাদের জানার কথা নয়... চারজন মানুষ পরিকল্পনায় মৃত্যু আর বাস্তবে জীবন দেখল, শুধু কেন আর কে প্রশ্ন করতে... তাই Jarimia বলেছিল, "এখন মৃত্যু, কথা পরে।" তাই প্রমাণ পাব, যেমন বেশির ভাগ জিনিসকে সত্য বলে পাই কারণ আমরা চাই তা সত্য হোক, আর আমারগুলো সত্য কারণ আমি বলি তা-ই। যে মিথ্যার শিকলে বন্দি থাকতে চাই, তা উড়িয়ে দিতে নবীর দরকার নেই, পালানোর

দরকার নেই, ইচ্ছাও নেই। তোমাদের এমন কী আছে যে এভাবে বাঁচতে পারো, কাজ ছাড়া লক্ষ্য নেই, আর মিথ্যার দাস হয়ে বেঁচে মরা ছাড়া চাওয়ার মতো কাজ নেই। এ আমি সহ্য করব না, তোমাকে বাতাসের জন্য হাঁপাতেও দেব না, যখন “তা”, মৃত্যু, জীবন, যৌনতা, আমাদের নিজের অস্তিত্বের গুণ আর পৃথিবীর ভঙ্গুর অস্তিত্ব তোমাকে ঘিরে। নম্র ভেড়ারা চারণভূমিতে ঘাস খায়, কিন্তু পশুর কাছে প্রার্থনা করে না, তবু বাঁচে, তবু প্রয়োজনমতো কাজ করে, যেমন তাদের দরকার ছিল; তবু আমি বিশ্রাম নিই, আবার বলি, পৃথিবী আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের প্রতিধ্বনিতে সবাই আমার কথা শুনবে! ভাবতে পারো, পশুকে খাইয়ে বড় হতে সাহায্য করা কেমন, যাতে সে তোমাকে ক্ষমতায় তোলে, শুধু যেন তুমি নেতৃত্বের লাগাম হাতে নিয়ে তার গলা কাটতে পারো। এ আমার জীবন, পশুর দেওয়া শক্তিতে, তার মধ্যে নিমজ্জিত, তাকে দিয়ে ঘেরা, শুধু তাকে আর তার সঙ্গে যুক্ত সবকিছু ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। সব জেনেই বেছে নেওয়া জীবন অভিশপ্ত হওয়া, আর তাতে ভয় না পাওয়া; ভয় শুধু নিজের জীবনকে, যদি ব্যক্তিগত বা অন্য যেকোনো মূল্যে যা ঠিক মনে করি তা না করি। এ পশুর জগৎ, আর দেবদূতদের শহরে আমরা মোটরচালিত বাইকে শহরের কিনারায় যাই, সত্যি কি না দেখতে, সত্যি। কিন্তু এখন দেরি হয়ে গেছে, বৃত্ত প্রায় সম্পূর্ণ। দুর্দশার সময় এসে গেছে, আমাদের, আমাদের বাবাদের, তাদের বাবাদের, তাদের বাবাদের বাবাদের ওপর... হ্যাঁ, মানুষের উদ্ভব বা দেবদূতদের পতন থেকে সবসময়ই দুর্দশা। দেবদূতদের শহর, আলোর শহর, শিকাগো এক অন্ধকার গর্ত, কিন্তু নিউইয়র্কের মতো নয়, তার হালফ্যাশনের আলো আর ভাসাভাসা অনুভব। তাই কুকুর হাঁটাতে বা মাছকে খাওয়াতে গিয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করো, কে তোমাকে তাদের ঈশ্বর করেছে, কে তোমাকে তাদের জীবন আর মঙ্গলের দায়িত্ব দিয়েছে... আর কেন? যেন, অন্তত বেশির ভাগ সময়, আমি লিখি না, আমি তিক্তভাবে পৃথিবীকে অমান্য করি না, না, আসলে আমি Al-Qaeda-র হয়ে কাজ করি। মজা করলাম, Al-Qaeda আমার হয়ে কাজ করে। কেন, জিজ্ঞেস করো? গৌরব, টাকা, খ্যাতি, প্রতিশোধ? না, কারণ তারা দেখতে পায় USA কত অভিশপ্ত “মন্দ”! মন্দ বলতে বুঝি পৃথিবীতে আমাদের ছড়ানো নরকতুল্য বাস্তবতা। পর্ন তারকা আর puff daddy-র বাস্তবতা, যা আমরা আসলে বাঁচি না! আমরা

95 নম্র মানুষদের মধ্যে আমাদের মতো হওয়ার এত তীব্র বাসনা তৈরি করি যে তাদের গোটা সংস্কৃতিকে টেনে আনি আমাদের বিবাহবিচ্ছেদে জর্জরিত, দাস হও আর তা পছন্দ করো ধরনের পপ-সংস্কৃতির বাস্তবতায়, যা ক্ষণিকের অল্প কয়েকজনের জন্য অল্প সময় ছাড়া নেই। সুযোগের দেশ লোহার চোয়াল খুলে আত্মা, আকাঙ্ক্ষা আর তার সংস্পর্শে আসা প্রায় প্রতিটি পুরুষ, নারী, শিশুকে গিলে ফেলে। আগুনের দিকে পতঙ্গের মতো মানুষ আমাদের সংস্কৃতিকে জড়িয়ে ধরে, তারপর তার হাতে ধ্বংস হয়। সাম্রাজ্যিক ভারসাম্য কখনো ম্লান হয় না, কেবল মাঝে মাঝে তাদের দিকে সরে যায়, যাদের কিনে নেওয়া যায় বা যারা অন্যের দুর্দশায় সমৃদ্ধ হয়। গা গুলিয়ে ওঠে, সত্যিই, আমরা কীভাবে সত্যে জড়িয়ে পড়ি আর ভুলে যাই, শুরুতে সত্যটা ছিল আমাদের বানানো মিথ্যা... নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগে বেরোনোর পথ, যদি কখনো সামলানোর পক্ষে বেশি তীব্র হয়ে যায়, পরের জগতে না গিয়েও এই জগৎ থেকে নিজেদের মুক্ত করার পথ। তোমার আর আমার ভেতরের মন্দ হলো এই জানা যে আমরা পশুকে খাওয়াচ্ছি, আর থামতে না চাওয়া, বা না পারা। “তুমি কি আমেরিকাকে ভালোবাসো” জিজ্ঞেস করলে বলি, “আমি ভূমিটাকে ভালোবাসি।” কারণ বাসি, উত্তরে আমার জন্য একটু বেশি ঠান্ডা, কিন্তু মোটের ওপর ভালোবাসি। বেশির

ভাগ মানুষ আর জীবনযাপন ছাড়াই চলতে পারতাম। অবশ্যই কর অনেক বেশি, নির্দোষ মানুষ মেরে চিরকাল লোকজনকে কিনে রাখা যায় না! (খানিকটা ভণ্ডামি, দুঃখিত) আসল কথা হলো, সরকারের পরিকল্পনা অনেক বেশি কার্যকর, অনেক কম খরচের হবে। কীভাবে করব, জিজ্ঞেস করো... সহজ, কোনো ধরনের সামাজিক সুরক্ষা আর নয়, অর্ধেক পুলিশ আর বেশির ভাগ সরকারি কর্মীকে ছাঁটাই করো, তারপর সব কম্পিউটারে চালাও। “স্বশাসন” চাপাও। আগে প্রজনন কর্মসূচি চালু না করলে এর কোনোটাই কাজ করবে না। তাই শক্তিশালীদের জিনগত পরিবর্তনে মন দিতে হবে... যেন সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, বাধ্য হয়। বুদ্ধিমানদের দুর্বল করতে হবে, যেন বিপজ্জনক হতে না পারে। F#@* ওসব, এটা A Brave New World নামে দেখা একটা সিনেমা ছিল (বইটার অর্ধেকও পড়েছি)। যাই হোক, পরের ধাপ নিয়ে আলোচনাও করতে চাই না, তাই করব না। হতাশ হই, ভবিষ্যৎ দেখি, সেখানে আমাদের চেনা মানবজাতি নেই... বদলে এত আলাদা কিছু, আমার কাছে ভয়ংকর। ধরে নিচ্ছি তার আগেই নিজেদের উড়িয়ে দিইনি, যা প্রায় ততটা ভয়েরও নয়। 1/31/03 -US সরকারের নিরাপত্তার দুঃস্বপ্ন ********** সব সংস্থাকে পরস্পরের কাছে রিপোর্ট করতে হয় বলে DHS-এর এক গুপ্তচর CIA, FBI, NSA সম্পর্কে তথ্য পেতে পারে... তাই তথ্য ফাঁসের উৎস খোঁজা অসম্ভব না হলেও আরও কঠিন। প্রেসিডেন্ট এটা চায় কারণ সামরিক আইন হলে কোনো সংস্থা তার বিরুদ্ধে উঠতে পারবে না, 96 তথ্যজাল আর সংস্থাগুলোর স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারার জন্য। সংস্থাগুলো আগে অনেকটা আইনসভা, বিচারবিভাগ আর নির্বাহী বিভাগের মতো কাজ করত। এখন তারা শুধু প্রেসিডেন্টের চারপাশে সুরক্ষার জাল গড়ে। যেমন, DHS হওয়ার আগে কোনো প্রেসিডেন্ট “US সম্রাট” হতে চাইলে CIA তাকে সরিয়ে দিত, কারণ তাদের ওপর প্রেসিডেন্টের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল না, আর CIA আগে মানুষের স্বার্থ দেখত। এখন DHS সাম্রাজ্যিক সেনার মতো কাজ করে, নিশ্চিত করে সব সংস্থা মানুষের নয়, প্রেসিডেন্টের সর্বোত্তম স্বার্থ দেখছে। তবুও এটা বড় নিরাপত্তার সমস্যা। সমাধান হলো নতুন গোয়েন্দা সংস্থা, “মানুষের জন্য”, “মানুষের দ্বারা”। আমাদের প্রতিশ্রুত স্বাধীনতাগুলো আমাদের উত্তরসূরিদের কাছেও পৌঁছাবে, তা নিশ্চিত করতে নিবেদিত। এ দেশে যেন কোনো স্বৈরশাসক ক্ষমতায় থেকে না যায়, আর সরকার যেন সাধারণ মানুষের সর্বোত্তম স্বার্থ দেখে, তা নিশ্চিত করতে।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **50**

97 ডিসেম্বর 2002 12/10/02 -আশার মরুভূমিতে এক মরূদ্যান হবে নরক, বিপর্যয় ডেকে আনা জীবনের এক পুকুরের ব্যাঙেরা নিরাপদ মাটিতে লাফাবে না। এমন এক ঘূর্ণিঝড়ের চোখে এই, যা দেখতে রংধনুর মতো, কিন্তু বাঁচে সিংহের মতো। মৃতদের মাড়ানো পথ এক পদচিহ্নের ধারা রেখে গেছে, যেখানে এক কুষ্ঠরোগী সারা জীবন ঘুমিয়ে জেগে দেখল পথ জঙ্গলে ঢেকে গেছে... দৃষ্টির রহস্যে এই, আর সাটিনের মন্ত্রণালয়ে? নাকি তাকে মুক্তি বলে লিখে রাখা যায়। সেই কুষ্ঠরোগীর জন্য আশা, যে এখনো ওই পথে যাওয়ার উপায় খুঁজে পেতে পারে। বাস্তবতার ধাক্কা, সবাই একইভাবে অভিশপ্ত বা উদ্ধারপ্রাপ্ত, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য তার চেয়ে অনেক গভীর। redeemer যেমন বলেছেন, একতাবদ্ধভাবে কাজ করা জরুরি বলে আমি মনে করি। অনুশীলনগুলোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। আমরা যেভাবে বিশাল ভৌগোলিক এলাকাজুড়ে মানুষকে এক করছি, তার সমস্যা হলো, এতে অনেক সময় আর ধৈর্য লাগে। আমি যা আশা করি তা হলো, সদস্যসংখ্যা যেমন "ঘণ্টাকৃতি বক্ররেখায়" বেড়ে আসছে, তেমনই বাড়তে থাকবে। সদস্যসংখ্যা বাড়ার সময় সবাইকে প্রশিক্ষিত আর FFTAC-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যে

রাখার পথ খুঁজে পাওয়াই সমস্যা। খ্রিস্টানদের আক্রমণ করা নিয়ে তোমরা যা বলছ, তা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। আমাদের কোনো ভূমিকা ছাড়াই গির্জা বিপদে আছে। আর গির্জার সমস্যাগুলো কী, তা আমরা জানি। তাই দয়া করে বলো, আমাদের সংখ্যা যখন বাড়ছে আর ঐক্য আরও শক্ত হচ্ছে, তখন আমাদের নিজেদের কী করা উচিত। সোজা কথা, আমি অনেক করেছি। অন্যরা আরও করতে চায়, কিন্তু তাদের জন্য সেরা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। সত্য হলো, অন্য সংগঠনের কাছ থেকে আমাদের আরও ইন্টারনেট সমর্থন দরকার। আরও লিংক, আরও উদার সমর্থন। স্থানীয় স্তরে এমন মানুষ দরকার, যারা বাইরে গিয়ে "FFTAC-এর নামে ভালো কাজ" করবে। ভবিষ্যতের দিকে FFTAC-কে এগিয়ে নিতে সাহায্য করার উপযুক্ত লোকজন যেন সবাই খুঁজে পায়, সেটাও দরকার। আরও বিশ্বব্যাপী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগও দরকার; বড় কোম্পানি, সরকারি সংস্থা আর ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে যোগ আছে এমন মানুষ আমরা সবাই চিনি। 98 12/11/02 -বাতাস ফিসফিসিয়ে চলে যায়, আর আগুনের আলো থেকে ভয় দূর করার আশায় আসা বিশৃঙ্খলার রাজত্বে জীবন ছিন্নভিন্ন হয়, কিন্তু তা বরং হারানো রাজ্যের মানুষের শুকনো হৃদয়ে ঝোপঝাড়ের আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। আমার অনুভব করা যন্ত্রণা আমার নৈতিকতায় আমাকে সান্ত্বনা দেয়... হলিউডের কোনো নাটকে আনা ডানাওয়ালা আগুন অনেকের জন্য অপেক্ষা করা যন্ত্রণাময় দুর্ভাগ্যের ধারেকাছেও আসতে পারে না। সেই দিনগুলোতে এই, যেগুলোকে আমার পূর্বপুরুষেরা আলোর উৎসব বা Romidon বলত, অথবা হয়তো জমাট পৃথিবী সারিয়ে তুলত আর ছাইয়ের মাঝে কিংবা বিস্মৃত ভালোবাসা ও অতীত জীবনের শতাব্দীগুলোর মধ্যে একসঙ্গে মূল্য খুঁজতে মিলিত হতো। আমিই ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করি, আমিই সবচেয়ে খারাপের ভয় পাই। মানুষের নেকড়ে, নাকি দ্রষ্টারা, না... সেটা ছিল একেবারেই অন্য কিছু। তাই প্রার্থনা করি, তোমরা বোঝো, আর আশা করি দিগন্তের ওপারে পা বাড়ানোকে যথাযথ মনে করো। এ-ই শেষ দিনগুলো, যেগুলো উপহাসে ছেয়ে থাকবে; আগামীকাল আর তার পর চিরকাল এক নতুন বোঝাপড়া। এত মানুষের জন্য এক নতুন আত্মমূল্যবোধ। এক দৈত্যের কাঁধে, আর এক ছায়াপথের পায়ের নিচে এই। সময় এক আবেগময় ভেসে চলা, অন্তত তেমনই শুনেছি, দেখিনি। মারো অথবা মারা পড়ো, অন্যের স্বপ্ন গড়তে কঠোর পরিশ্রম করো, নইলে পদদলিত হয়ে শেষে শীতে একা পড়ে থাকো। দশবার এ চেষ্টা হয়েছে, যাতে একজন মানুষ তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে, অথবা আবারও, তেমনই বলা হয়েছিল। শোনো, যেকোনো মূল্যে সামনে এগোও, তোমরা ঈশ্বরের সৈন্য। সেটাই শেষ মন্তব্য হতো না, কিন্তু এর আর অন্য নষ্ট করা নিঃশ্বাসের মধ্যে কেবল মুক্তির কথাই। কারণ আর্মাগেডনের প্রান্তরে আমি নেতৃত্ব দেব আর জয়ী হব। যেমন লেখা হয়েছে, তেমনই হবে। আমি কে, পাগল আর মূর্খ ছাড়া! কিন্তু অবশ্যই তোমাদের কোনো বিকল্প নেই, তোমাদের জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে। এ জাগরণ, এ সুসমাচারের মৃত্যু, আর যারা আমাকে চেনে তাদের সবাইকে বলি... জীবন এ নিয়ে নয়, এ মিথ্যা নয়, সত্যও নয়। কিন্তু তোমরা সত্য জানো... জানো না? আমি কি ঈশ্বর, তার ধারেকাছেও নই; নবী, না। অ্যান্টিক্রাইস্ট? তা এখনো দেখার বাকি। বলতে পারি, আমি আদর্শবাদী আর নাস্তিত্ববাদী।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **51**

99 নভেম্বর 2002 11/11/02 -আমি নিজে হতে চাইনি, আমি শুধু তা-ই। 11/20/02 -মোমবাতি জ্বালানো "half mass"-এ। বিচার বিবেচনাধীন। যারা খোঁজে তারা পাবে... আমরা খাওয়ার জন্য মারি, খেলার জন্য মারি, আর নিজের নিয়তির এক ঝলক দেখতে মারি। এ তা নিয়ে নয়, পশ্চিম তীরের রক্তের নদী নিয়েও নয়। এ আমাদের

নিজের মানবতাকে চোখের আড়াল করা নিয়ে। তাহলে কি আমি বলি, ওদের সবাইকে মেরে ফেলো? আচ্ছা, এমনই তো হতে হবে। আমরা পশু, আমাদের শেষ মানুষটিও, অ্যান্টিক্রাইস্ট এসে এখানে দাঁড়িয়েছে। অ্যান্টিক্রাইস্টের ওপর যেকোনো বিচার, আমাদের প্রত্যেকের, শেষ মানুষটিরও বিচার। অ্যান্টিক্রাইস্টকে আলিঙ্গন করো, কারণ অ্যান্টিক্রাইস্ট প্রতিরোধ থেকেই খাদ্য পায়। এ Ghrisx-এর বাণী। আগুনে জন্মানো পৃথিবী, বৃষ্টিতে ধোয়া, মহা অতল থেকে আসা বাতাসে শীতল। আমি Ghrisx, যে একসময় কবর থেকে ডেকেছিলাম, এখন জীবন থেকে ডাকি। Baly-র Kasna, দিন যদি কুয়াশার রূপে তোমার সামনে হামাগুড়ি দেয়, আলোয় হেঁটে যেয়ো না। অ্যান্টিক্রাইস্ট, ঈশ্বরের কালো আলোয় মৃত অবস্থায় জন্মানো। জীবন থেকে জীবন, এর জন্মের পর থেকে, যখন — থেকে শূন্যতা এলো জীবন আনতে। এখন আবার আমাদের দুয়ারে আর মনে, অ্যান্টিক্রাইস্ট। শূন্য থেকে জন্মানো জীবনের মতো, শীতে রাস্তায় থাকা মানুষদের স্বপ্নে কী ভয়ংকর গহ্বর শুষে চলে। তাদের কাছে প্রার্থনা করি, "দক্ষিণের বাতাসের ডাক শোনো, সবাইকে আসতে — আর Mlobyzy-তে মিলতে বলে।" যেমন লেখা হয়েছে, তেমনই ঘটবে... অ্যান্টিক্রাইস্ট কে? 100 অক্টোবর 2002 10/05/02 -অতীতের ডাক, যে কণ্ঠগুলোকে মৃত ভেবেছিলাম... সামনে আনে সেই বন্ধুদের তিক্ততার কথা, যারা আমাকে কখনো পছন্দ করেনি, যারা ঘুমের মধ্যে আমার গলা কাটার জন্যই শুধু আমার সেবা করেছিল। এ আলো নয়, এ তিক্ত ঈর্ষা, যা তোমাদের পতন আর আমার রক্ষা। তোমরা যারা নিজেদের প্রয়োজন, নিজেদের লোভের জন্য আমার সেবা করেছিলে, তোমরা শুধু নিজেদেরই সেবা করো। তোমাদেরই দেখি আমাকে একটু বেশিই কাছ থেকে নজর করতে, চোখ আর হৃদয়ে ঘৃণা নিয়ে, কারণ জানো আমি ঠিক। 10/20/02 -আলোর সন্তানেরা দুর্বলদের ওপর ছায়া ফেলে... সময়মতো দেয়াল ভেঙে এমন ফটক খোলে, যা প্রশ্ন করে: যদি? নিজের মতো করে আমি ভান করতে পারি যে তোমাদের বা পৃথিবীর কাছে আমার গুরুত্ব আছে। এক মিথ্যা ঈশ্বরের মিথ্যা আগুন নিয়ে, যে একসময় বেঁচেছিল আর আমার বসার ঘরের মেঝেতে বৃষ্টি হয়ে নেমেছিল, তবুও আমি নিজের দিকে ফিরে প্রশ্ন করি, কেন। এতদিন পরে এখন কেন, আর তোমরা সঙ্গে কী এনেছ? অতীত ভুলের পাঠ্যবইয়ের মতো সময় আমার কোলে পাঠ বানান করে, আর বসার ঘরের নরক বা স্বর্গে আমি স্বাধীনতা বা যন্ত্রণা বর্ষণ করতে পারি, কারণ দুটোকেই চিনি, আর বলতে পারি আমরা সবাই ঠিক। কিন্তু তাতে আর কিছু আসে যায় না, আমার ক্রুশবিদ্ধ হওয়াতেও নয়, যা এখনো আমাকে কষ্ট দেয়; তোমাদের মুখে রক্ত ঝরতে অনুভব করো, আর চোখ দিয়ে অবলোহিতে রাতের লাল দেখো, অথবা সবুজ গাছ আর নীল আকাশের স্বপ্ন দেখো; তাই তোমরা আমার সামনে নত হও বা না হও, আমার কিছু যায় আসে না, যতক্ষণ শেষে আমার উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয়, কারণ একমাত্র তোমাদেরই দেখা হবে সেই ব্যক্তি হিসেবে, যে নরকের পাখিদের গুলি করে নামিয়েছিল বা দেবদূতদের ডানা ছিঁড়েছিল। আমি তো শুধু পাগল, বা প্রতিভাবান, অথবা সম্ভবত কোনোটাই নই, কিন্তু শপথ করে বলছি, আমার কাছে প্রতিদিনই বিচারের দিন। এ শুধু দুজন মানুষ বা এ পর্যন্ত প্রভাবিত হাজার হাজার মানুষের চেয়েও বেশি কিছুর কাহিনি, এ আমার হাতে মৃত্যুর গল্প, আর অন্য কাউকে কখনো দোষ দেওয়া হবে না। কিন্তু এই কনভেন্টে এক সত্য আছে, আর তা ভালোই দেখি, কারণ আমিই প্রয়োজনটি জন্ম দিয়েছি, যারা কোনো আশাই দেখেনি তাদের হৃদয়ে মৃত্যুর লালসা গড়েছি। সেই রাগ আর ক্ষোভ থেকে এমন এক ক্রোধ জন্মেছে, যার মতো আমি কখনো দেখিনি। কিন্তু তাতেও অনুশোচনা দেখেছি, তার ভেতরে ছিল যন্ত্রণা আর তিক্ততা, যা এক জাতিজুড়ে রক্ত হয়ে বয়ে গেছে। তাই এখন এই সম্ভাবনাকে মেনে নাও, যে আমি Ghrisx, যে আগুন থুথু করে ছুড়েছিলাম আর হ্রদে আগুন লাগিয়েছিলাম। এখন যে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে

তোমাদের কাছে মিথ্যা বলে, কারণ আমি কেবল সরকারি এক আবির্ভাব, যার আদৌ অস্তিত্ব নেই। তোমরা আমাকে অনুভব করো? আমাকে শোনো, আমি চারপাশে আছি, আর আমি মৃত্যু, অথবা প্রকৃতিগতভাবে এই পৃথিবীর রাস্তায় আর মাঠে মৃত্যু আনি। কারণ আমি আতঙ্ক বর্ষণ করব, যখন “ওটিকে” একটি গাছে ছেড়ে দিই আর

101 বাতাসে তার লড়াইয়ের শব্দ শুনি, আমি পৃথিবী আর ভণ্ডামির সূর্য, কারণ আমি কেবল মৃতদেরই ভয় পাই। 10/21/02 -যেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না, সেগুলো নিয়ে আমার কাছে এসো, কারণ আমি কেবল দ্বাররক্ষক... আমরা যে খেলা খেলি, তাতে সংযোগটি আমি দিই, কিন্তু সেখান থেকে তোমাদেরই এগোতে হবে, কারণ কী দরকার তা আমি বুঝতেও পারি না। এতে আমার অংশটুকু আমি পারি আর করব, কিন্তু তোমাদের বুঝতে হবে: জীবন নিয়ে সাধারণ প্রশ্ন করো, উত্তর আছে; নিজেদের জীবন নিয়ে কী করা উচিত জিজ্ঞেস করো, আমার কোনো ধারণা নেই। অনেকবার বোঝার চেষ্টা করেছি, অনেকবার ভুল পথে নিয়ে গেছি। তাই বোঝো: তোমরা যা করবে তা-ই করবে; আমি তোমাদের পথ দেখাতে পারি, ঠিক, কিন্তু আমি যেমন করি তেমন করো, সেটাই সব, তোমাদের জন্য, এতে সত্য আছে বলে আমি শপথ করি। অভিশপ্ত প্যাকেটটা অর্ধেক পথও পেরোয়নি। উন্মাদনা... রাতে ভূতের সঙ্গে লড়াই। গত রাতে জেগে বিছানা ছেড়ে হেঁটেছিলাম, কিন্তু পথ খুঁজে পাইনি, পর্দা আর দরজার মাঝখানে কোথাও হারিয়ে গিয়েছিলাম; বয়লারঘর থেকে গাওয়া গান, বড়দিনের সাজসজ্জা শুরু করা। তা থামছিল না, বিছানায় জেগে উঠলাম, গান তখনো বাজছিল, আর দেয়ালের মধ্য দিয়ে ধাতু পেটানোর প্রতিধ্বনি। এক মৃত নারী আমাকে তার মেয়েকে কিছু বলতে বলেছিল, আমি বুঝতে পারিনি, আর দূরে... আলো আর মানুষ দেখেছিলাম, মানুষ কেবল ছায়া, কারণ আমি অন্ধকারে ছিলাম, যেখানে আমার জায়গা, যেখানে থেকে গিয়েছিলাম। এ সেই জীবন, যার জন্য আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে, অথবা যার মধ্যে ছুড়ে দেওয়া হয়েছে; তবু আমার জীবন ছোট, আর আমার দিন কখনো শেষ হয় না (অন্তত কখনো কখনো এমনই মনে হয়)। নরক পেরিয়ে এসেছি, ছায়ায় তাকে ওত পেতে থাকতে দেখি, কারণ মানুষের এই অন্ধকার সময়ে আলোর সন্তানেরা বাতিঘরের মতো জ্বলে। কিন্তু আগে আমার ওপর না পড়লে, এমন আলো আমি খুব কমই দেখাই। সব মানুষ মূলত ভালো, আর সব মানুষ মূলত স্বার্থপর, আমিও। এর কোনো তুলনা নেই, বেরোনোর পথ দেখার উপায় নেই। একটি প্রস্থান, পার হওয়ার লাখ লাখ পথ। ওপরতলায় যে নারী মারা গেছে তার জন্য আমি দুঃখিত। যে পুরুষ তাকে মেরেছে তার জন্য দুঃখিত, বিশেষ করে তার মেয়ের জন্য, যাকে চিরকাল এ নিয়ে বাঁচতে হবে। কখনো বুঝব না, কিন্তু কোনো কারণে আমাকে পরোয়া করতেই হয়, আর নিজের ভণ্ডামির জন্য নিজেকে নিয়ে হাসতে হয়। 10/30/02 -যদি জানতেই হয়, কিছুদিন মাতাল থাকাই আমার পছন্দ। আমি আমার জীবন বানাই... নিজের জন্য, আমার নিয়তিও নিজের জন্যই বেছে নিতে হবে, আশা করি তুমি এটি পড়বে। আমি তোমার ক্ষতি করতে চাই বলে নয়, শুধু... এটাই আমাকে করতে হবে। এটা আমাকে ছাড়িয়ে যায়, আর তা আমি দেখি। জানি, এতে তোমার ওপর প্রভাব পড়ে, কিন্তু এটাই আমার অনুভব, এ করার প্রয়োজন বোধ করি। তুমি দুর্বল বা আমার চেয়ে ছোট বলে নয়! আমার মনে হয়, এটাই সঠিক। এর জন্য আমি দুঃখিত হতে পারি না। তোমাকে সম্মান করি, সত্যিই। তোমাকে ক্ষতির পথ থেকে দূরে রাখতে চাই। কিন্তু আমাকে জীবিকা অর্জন করতে হবে, যদিও একই সঙ্গে জানি ভবিষ্যৎ কী আনে... এর থেকে তুমি 102 হয়তো রক্ষা পাবে। কিন্তু আমি কীভাবে জানব, আমি তো মানুষমাত্র। আমার অনেক কাজ আছে,

আর তা করে ফেলি। কিন্তু কখনো কখনো ইচ্ছে করে, আমি যেন আমি না হতাম। সত্য দেখলে কি চিনতে পারতে? নাকি ইতিমধ্যেই চেনো? এ Thomas-এর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা। আমি দ্বিধায় ছিন্ন। তোমার প্রতি সম্মান আর আমার বেঁচে থাকার প্রয়োজনের মধ্যে। বিশ্বাস করতে চাই, আমি মহানুভব, কিন্তু নই। আমি কাপুরুষ, মৃত্যুর ভয়ে নয়... নিজের মানবতার ভয়ে। তাই তোমার কাছে মিনতি করি, বোঝো... আমি মানুষমাত্র, তোমাকে ধ্বংস করার ইচ্ছা আমার নেই। আমার পথে তোমাকে দাঁড়াতে দিতে পারি না। নিজেকে দেখি গৃহহীন, শীতে, আশাহীন... তাই তোমার টাকা নিই, যেন উষ্ণ থাকতে আর খেতে পারি। কিন্তু আমাকে কুরে খায় এই কথা, যে তোমার পবিত্র বলে মানা সবকিছু আমি ধ্বংস করে ফেলতে পারি। তবুও জানি না... আমি কে তা জানলে, তখনো কি আমাকে পছন্দ করতে, আমি বাঁচি না মরি তা নিয়ে পরোয়া করতে? এতেই আমার দ্বিধা। আমি দুঃখিত...

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **53**

103 সেপ্টেম্বর 2002 09/05/02 -গত রাতে স্বপ্ন দেখলাম, আমার প্রাক্তন স্ত্রী ভালো ব্যবহার করছে, সে আর আমার বান্ধবীর খুব ভাব হয়েছে। আমার প্রাক্তন আমার মেয়েকে নিয়ে কথা বলতে চায়নি, কিন্তু রাতের বাইরে সে সত্যিই বন্ধু হতে চায় বলে মনে হচ্ছিল। চিলেকোঠায় এক মরা বিড়ালছানা ছিল, হয়তো জন্মেই মরেছিল, হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকার সরু জায়গাটির একেবারে পেছনে, যেখানে কেউ কখনো যেত না; তাই কেউ কখনো জানেনি। সে আমাকে অধিকার ছেড়ে দিতে আর সবসময় টাকা দিতে বলল, তখন বুঝলাম সবটাই অভিনয়। বুঝলাম সে কখনো পরোয়া করেনি, সে আমার বান্ধবীর দিকে ফিরে তাকে হুমকি দিল, তাই আমাকে হস্তক্ষেপ করতে হলো... গত রাতে এ স্বপ্নই দেখেছিলাম। 09/25/02 -নিজেদের ফাঁকি দিতে দিতে যে অদ্ভুত কূটনীতির মুখোমুখি হই, তাতে উত্তরের বায়ুদানব আর দক্ষিণের সূর্যহাসির কী হবে? এ রাত দানবদের প্রার্থনার রাত, শয়তানদের আনন্দের রাত, যে রাতে স্বর্গ মরে আর দুর্বলেরা ঠিক দেখতে পায়। অতীত ছায়ার মধ্যে অতীত রাজ্যগুলোর এক কণ্ঠ আসে, রাতে আলোর জন্য প্রার্থনা করে। এ অতীত ছায়ায় পুরোনো আধিপত্যের প্রভু, আর রাজ্যের চাবি... ভবিষ্যৎ যুদ্ধের অতীত থেকে আসা, আমার হাত আর রক্তের দয়ায়, আলোর প্রতি শ্রদ্ধাকে কাঁপিয়ে দিতে। তাই দূরের রাজ্যগুলোতে খোঁজো, মানুষের বিভাজনের জন্য আমার আইন মানো; অন্ধকারে দেখা আলোর সন্তানেরা আলোর ইচ্ছা আর আজ রাতে ঢুকিয়ে দেওয়া খুনি ক্রোধ বোঝে। ন্যায়ের জন্য কী দিয়েছ বা প্রার্থনা করেছ, যখন তোমাদের মাথায় সবকিছু চোখের সামনে ছিল। তাই কর্মফলের খেয়াল রেখো, সহ্য করতে পারে না, এই ক্রোধ শিগগির নির্ধারণ করবে অসহায় জাতিকে, ধোয়া বোঝা আর শিকারের কান্নার এত ভেতরে, কীসের জন্য, আমি জিজ্ঞেস করি... উত্তর ছাড়াই তোমরা নিজেদের কাজ করো, নইলে তোমরা করবে... যাই হোক, উত্তর ছাড়া এর থেকে যা আসে তা মরতে পারে না, অন্ধ বোঝা দিয়ে গড়া বৃত্তে, আর নতুন মানুষের মনের সন্তানদের মধ্যে। কারণ হারানোরা মরতে পারে, কিন্তু এর থেকে ন্যায় করো, প্রকৃতির পথগুলো এখন আমাদের ছুঁয়েছে, আর আমাদের ভেতরের লালসার কাঁপুনি বিদেশের হারানো রাজ্যে আশা খুঁজে পায়। আলোয় হেঁটে যাও না কেন... পবিত্রতা খোঁজো, ন্যায় খোঁজো? নাকি এ যন্ত্রণাহীন ভারাক্রান্ত অহংকারের এক উন্মত্ত "eliption", আর সেটাকে আমি নিশ্চিতভাবেই কল্পকাহিনি বলে জানি। তারাদের বা তাদের শৃঙ্খলাকে কামনা করো না... হারিয়ে গেছে সেই নিন্দা। 09/28/02 -জীবনের উদ্দেশে, নিষ্ফল প্রচেষ্টায় ব্যয় হওয়া বোঝার... অহংকার, সম্পদ, জ্ঞান, -> সেই জীবনকে কাজে লাগাতে, যা আর কিছুই করে না, শুধু 104 নিজেকেই জটিল করে... তারাদের বিবর্তন থেকে ক্রোধ জন্মানো, কেন? প্রজনন নিশ্চিত

করতে, রক্তধারা বজায় রাখতে... নাকি নিরাপত্তা? নিষ্ফল... ফিলিস্তিনের শিশুরা নিশ্চিন্তে ঘুমায়, জেনে যে পৃথিবী তাদের জন্য কাঁদে, যখন ইসরায়েলের ট্যাংক তাদের ওপর দিয়ে চলে। কিন্তু খবরে শুনি, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর একজন রাঁধুনির ভালো চাকরি পেয়েছে। তার জন্য ভালো? নাকি এমন এক দুঃখজনক অবস্থা যে এটিই এত বড় ব্যাপার। যুদ্ধের মধ্যে এমন কী আছে, যা আমাদের জীবিত বোধ করায়? মৃত্যুর মুখোমুখি হলে যে জীবন অনুভব করো, অথবা জয় করে উঠেছ জেনে যে গর্ব অনুভব করো। শান্তির কিনারায় দাঁড়ানো যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর বক্তব্য বা সংজ্ঞা এ নয়, কিন্তু পৃথিবী চলতেই থাকে, মানুষের জীবনও। মানবজাতির আবার চেষ্টা করার এ কেবল আরেক সুযোগ। এতে কি কিছু যায় আসে, এখনো কি কোনো অর্থ আছে? নিজেদের আশা আর ভয় দিয়ে কি গোটা মানবজাতিকে বিচার করতে পারি... হ্যাঁ, পারি। কিন্তু আমাদের বিচার কেবল আমাদের নিজের জীবনের প্রতিফলন, আর সেই বিধ্বংসী সত্যের, যে জীবন কঠিন। একমাত্র প্রাসঙ্গিক বিচার হিসেবে আত্মবিচারের জটিলতা। আমি অক্ষত অবস্থায় সরে যেতে পারি না। তাই তোমাদের কাছে মিনতি করি... তাহলে এ কেবল শুরু, আর কোনো দিন শেষের শুরু, কিন্তু আমাদের কাছে তা কি অনন্তের জন্য চোখের এক পলক নয়, আর চিরন্তন ধারণাও জন্মায় আর মরে। এনক্রিপশনের খবরের পিঠে এই, যেন আমরা জানতাম না। তবু এই সংগ্রামে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি... কিন্তু ছেড়ে যেতে বা অবসর নিতে পারি না... এই সংগ্রামই আমার জীবন, এর বাইরে কিছুই নেই। <+_> এর অর্থ যা-ই হোক।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **54**

105

আগস্ট 2002 08/01/02 -প্রতিদিন মেয়েকে হারানোর রাগ অনুভব করি, আদালতের আর্থিক ও আইনি বাঁধনে আমাকে আটকে রাখার ক্ষমতায় তিক্ততা, মেয়েকে না জানার দুঃখ, আদালতের ক্ষুধা মেটাতে না পারলে জেলে যেতে পারি এই ভয়, আর আমার মেয়ে প্রাক্তন স্ত্রীর মতো হয়ে উঠতে পারে এই সম্ভাবনায় ঘৃণা! বেঁচে থাকা প্রতিটি দিন আমি নতুন দিন, নতুন ভোর দেখার জন্য কাজ করি। আমার স্বজনদের দিনে যা আসবে তার ছায়ায়, ইচ্ছা বা ক্ষুধাকে ভয় করি না, কিন্তু জানি তারা আমাকে ভয় পাবে। তাদের ওপর আর ভার চাপাব না, কারণ দয়া আমার ভেতরে, বাইরে নয়। তাই শিশু, পৃথিবীতে বেরিয়ে যাও আর জমিতে মহামারি ছড়াও, যেমন Isaiah আর Zecky চাইত। পৃথিবীর ভাগ্য তোমার হাতে, কারণ আমি কেবল তিক্ত বুড়ো মানুষ। কিন্তু আমার মৃত্যুকে ভয় কোরো না, আমি কখনো মরব না, যতদিন আমাকে মনে রাখা হবে তোমার মধ্যে বাঁচব। কবর থেকে বা বাড়ি থেকে, আমাকে ডাকলে সাহায্য করতে সাধ্যের সব করব। 08/02/02 -কখনো শেষ হয় না, কোনো দিন প্রবল, সবকিছু তার চারপাশে ঘোরে, অন্য দিন দূরে। আমার আর আমার মতো লোকদের জন্য এটাই আমরা কী আর কে। শেষ বা শুরু নেই, শুধু লক্ষ্যের দিকে আর সব নির্দেশ পূরণে নিয়ে যায় এমন সবকিছুর দিকে চিরন্তন গতি। নির্দেশের লাভ না হলে শ্বাসও নিতাম না, এ আমি, আমি এমনই। প্রথম ব্রিগেডের হারানো সৈনিকেরা এ জন্য প্রাণ দিয়েছিল, যেমন আজ আমিও আনন্দে দিতাম। Alfa Fizo-র সঙ্গে শেষ যোগাযোগ প্রত্যাশার চেয়ে কম ছিল। Diplomat সাম্রাজ্যের হাতে, কিন্তু আমাদের “New CIA” (ওরফে A.I.R.) দিয়ে সাম্রাজ্যকে diplomat ছাড়তে বাধ্য করতে পারি। আরও তিন diplomat-এর খোঁজ নেই, আর বলিভিয়া ও ইউক্রেনে প্রতিরোধ বিপন্ন হয়েছে বলে মনে করার কারণ আছে। অগ্রগতি নিজের চোখে দেখতে হয়তো সেখানে যেতে হবে। 08/08/02 -জীবনের সেরা সময়ে।

শহরতলি নামের আদর্শ জগতে! পুরো প্রজন্মকে ব্যর্থ করা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাগের আগুন জ্বলে! আদালতের অন্যায় জানা অনেকের হৃদয়ে বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই। অথচ একই সঙ্গে আমরা সবাই অন্য কারও কিছু করার অপেক্ষা করি। টিভি আর 106 ভিডিও গেমে এত অভ্যস্ত যে বাস্তবে কিছু করতে ভুলে গেছি। সবুজ পাতায় এমন কী আছে, হাওয়া আর আগুনে পাতার মর্মরে। পাহাড়ের চূড়া থেকে যেন পুরো পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে, ফিরে তাকিয়ে নিজের গাড়ির অবশেষ দেখা... হ্যাঁ, টাওয়ার থেকে আমিই ছিলাম, Avalon-এর বিরাট টাওয়ার। পৃথিবীর শিশুরা বাবা-মা আর দাদা-দিদিমার প্রতিমা ধ্বংস করে, প্রকৃতির সঙ্গে হাঁটতে, গাছের পাতার মর্মর শুনতে। 08/20/02 -পূর্বপুরুষদের মতো প্রার্থনা করি যেন আমাকে ভুল বোঝা না হয়, তারপর ইচ্ছে করেই শব্দ এলোমেলো করি। পতিত দেবদূতদের সঙ্গের আমার জীবন, এমন পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে, যা গোটা পৃথিবী একসঙ্গে টের পায়, তবু একজন করে। এতে নিজের ভূমিকা ছোট করি না, বেশি কৃতিত্ব দেওয়ার দরকারও বোধ করি না। যা জানি আর অনুভব করি, তা হলো তুমি শুনছ, আর আমার সাহায্য দরকার। Dupage County-র দুই বিচারক আমাকে অসম্মান করেছে, আর যে অন্যায় আমাকে আর পৃথিবীর এক সপ্তমাংশকে পীড়িত করে, তা ঠিক করতে কিছু করেনি। আমার জন্য তোমাকে এই গুরুতর ভুলের সংশোধন নিশ্চিত করতে হবে, সমঝোতা বাধ্য করতে হবে... নয়তো এক প্রার্থনা করে ব্যবস্থা খুলে পড়বে, আমার দাবিতে নয়, নিজের সীমা ছাড়ানো ব্যবস্থার চাপিয়ে দেওয়া নরক ঠিক করতে তোমার অক্ষমতায়। তোমার কিছু দরকার ছিল, তোমাকে সাহায্য করা হয়েছিল... যা হয়েছে তা ফেরানো যায়, আর একভাবে না একভাবে তোমার রক্ত আর ঘামে তা হবেই। দাবি করছি না, চাইছি, কারণ তুমি জানো, আগে থেকেই জানো, মৃতেরা শুধু আমার হাতে অভিশপ্ত হয়নি, শুধু আমার দেবদূতদের রক্তঘামেও নয়। তাই এখন টাওয়ারে যাও, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে পুড়িয়ে দাও, একজন একজন করে, যতক্ষণ না ব্যবস্থা আবার আমাদের জন্য কাজ করে, মানুষ, গরিব, অনাহারী আর নিপীড়িতদের জন্য; নয়তো চাবিধারীদের নির্যাতন করব, অম্ল কফ তাদের ফুসফুসে থুতু দেব, আকাশ থেকে বাড়ি পোড়াব, যখন তাদের ফসল খেয়ে ভোজ করব। নিয়ন্ত্রণ সবসময় আমাদের ছিল, যেকোনো মূল্যে রাখব। আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি শুধু সাধারণ মানুষের প্রতি সরকারের অসম্মান ফুটিয়ে তোলে, আমার রাগের আগুনে ইন্ধন দেয়। তৃতীয় চাঁদের সূর্যোদয়ের মধ্যে এটা হবে, এটুকুই।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **55**

107 জুলাই 2002 এখন! এই মুহূর্তে বলার কিছু নেই... 10/21/1999-এর আগে লেখা, পুরোনো সাইটের লিঙ্ক তাই জাতিগুলোর সামনে মহান নেতা দাঁড়ায়, আর এক পাশে ধ্বংস হওয়া জাতি, জবাই হওয়া পুরুষ, নারী, শিশু, দোষী বা নির্দোষ—মৃত্যু। তাই লেখা আছে, এই মৃত্যু আনে যে, সে ক্রাইস্ট। কারণ পৃথিবীর আলো অন্ধকার প্রভুর দিনের মধ্যে, অন্ধকার সেনাদল। কোনো উদ্ঘাটনকে ইতিহাসে, সত্যে বদলায় তার প্রতি বিশ্বাস, তাকে ঘিরে কাজ, কিন্তু সবচেয়ে বেশি তার প্রতি ভয়। ফাউন্ডেশন শেষের কিনারায়। পরিষদের বেশির ভাগ সদস্য মিলিত হয়েছে, পুরো সচেতন, তবু সম্মতভাবে একসঙ্গে কাজ করতে অক্ষম। এ সাইট শুধু পরিষদকে অন্য বিকল্প দেখাতে নয়, শেষকে সামনে আনতে। এটা করা হবে। এখন বিকল্পকে রক্ষা করা। অশুদ্ধদের জন্য স্বর্গ বা নরকের ফটক খুলবে না, Thema থেকে যারা উঠেছে, শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তারা নিজের উৎসে ফিরবে না। কারণ জল কলুষিত, বহু বছর রক্ত বয়ে গেছে, অদেখা। এখন মানুষ সাগর ফুটিয়েছে, দেবতাদের চেয়েও বেশি শক্তি দাবি করেছে, তাই

সাগর এবার তার ওপর জ্বালানো আগুন দিয়ে শ্বাস নিক। কুয়াশা, হতাশা, মুনাফা বা মর্যাদা, কোনোটির থেকেই নয়। বিশ্রাম, নিষ্পত্তি, পুনর্গঠন, কারণ তোমার খোলা দরজা বন্ধ করা যায়; কিন্তু বন্ধ করে বাঁধার আগে জেনো কোন পাশে আছ। জায়গা বদলানো সহজ, বুঝে ওঠার আগেই শেষ সীমা পেরিয়ে গিয়ে নিজের ওপর কঠোর বিচার ডেকে আনা। কোনো জাতি ফাউন্ডেশনের সামনে দাঁড়ায় না, কিন্তু জাতিগুলো কাঁপে, কারণ Is Real, “The Roaming Nomads”-এর জন্য। “যুক্তরাষ্ট্র” পুরো বিশ্বের সরকার হয়ে উঠবে; কিন্তু এ সেই দিন নয়। ইউনিয়নের রাজ্যগুলোই কোনোমতে এক, ভেতরের মানুষ ব্যাপকভাবে বিভক্ত। জাতিসংঘ বনাম ঐক্যবদ্ধ আরব জাতিগুলো প্রায় ততটা ভয়ের নয়, যতটা এই সত্য: প্রতিদিন আরও বেশি জাতি পারমাণবিক ও জৈব যুদ্ধের উপায়ের আরও কাছে যায়। উন্মাদেরা 108 পারস্পরিক নিশ্চিত ধ্বংসের পরোয়া করে না, তার ওপর ভরসা করে। জেরুসালেম কে নিয়ন্ত্রণ করে? ইসরায়েল কে নিয়ন্ত্রণ করে? পৃথিবী কে নিয়ন্ত্রণ করে? যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। US বেশি সিনেমা বানায় যা সারা বিশ্বে দেখা হয়, আমাদের ধরন আর জীবনযাপন পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। US পৃথিবীর সবচেয়ে প্রশংসিত জাতি, সঙ্গত কারণেই, আমাদের সবচেয়ে গরিবও বাকি পৃথিবীর সাধারণ মানুষের তুলনায় আনন্দের জীবন কাটায়; অথচ জাতি হিসেবে আমাদের ঔদ্ধত্য পরিচিত আর ঘৃণিত। পৃথিবীর ওপর US-এর মানসিক দখল আছে। কোনো সেনাবাহিনী আমাদের চলচ্চিত্র প্রযোজকদের হারাতে পারে না। তাই পৃথিবীর কোনো জাতিই US-এর রাজনৈতিক বা সামরিক যন্ত্রের নজর এড়িয়ে নড়তে পারে না, এটা প্রায় তুচ্ছ। আলো মুক্ত করতে পারে না, অন্ধকার সবসময় ধ্বংস হয়েছে। আলোর উপস্থিতিতে অন্ধকার থাকতে পারে না। আলোর আগে অন্ধকার, আলোর পরে অন্ধকার। কারণ অতল অন্ধকার; ভ্রান্ত চোখ দিয়ে উপলব্ধ অন্ধকার। আমি কী জানি, কিছুই না, আর তুমি সবকিছু, কারণ এ তোমার বই, তোমার নিয়তি; আমি যখন নিজেকে প্রশ্ন করি আদৌ বাস্তব কি না, তুমি নিজের জায়গা জানো। তোমার পাতায় তোমার নাম দেওয়া, নিজের প্রতিচ্ছবি নিজে আবিষ্কার করা। ঈশ্বর, ক্রাইস্ট, বিজ্ঞান বা শয়তানকে অনুসরণ করো। কিন্তু গভীরে কেন তা জেনো, আর বিশ্বাসকে প্রশ্ন করতে না পারলে তুমি হারিয়ে গেছ। এক জাতির বিভাজনে, অনির্ধারিত এক জীবনের উত্তরাধিকার। তোমার দরজায় বার্তাবাহক দাঁড়ায়, কোনো মানুষ বা ঈশ্বরহীন আত্মা কি কিংবদন্তিকে হারাতে পারে, চিরজ্বলন্ত আগুনে আরও ইন্ধন দেওয়া ছাড়া। কাপড় যত গাঢ়, তত বেশি আলো শোষে। কাজ যত তুচ্ছ, আত্মা তত বেশি এর জন্য আকুল হয়। একমাত্র সত্য বিশ্বাস তোমারই, ছায়া থেকে সবসময় গভীরতা দেখেছ, নিজের উদ্দেশ্য খুঁজেছ। শিগগিরই একদিন তা পাবে। এ পাতার পরে এগোতে চাইলে সাবধান, বাস্তবতা উপলব্ধির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। তুমি উপলব্ধি করো না

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **56**

109 কিছুই, কোনো কিছু বা নিজেকেও বোঝো না, তাই এখন পাতায় থাকো, আর তোমাদের যোগ করা হবে বিষয়বস্তুর মধ্যে। ed for yoas inur insI shmpenntios is dra of lo dos brw in traln so nought to you aete yo Nsk noour placm. A satendt I wat ws intif whow uposimidseams, ur task. Tode plamorroe is in the ow yn.Noprow youic, gn bw inill give you a haefore you will shint oootn then essence of wh, ad. You mest drf, at wh rom whot iowans to co y, of ftruct w যে কারণে তোমাদের এখানে আসতে বলেছি আইন জানলে তোমরা জানো, আইন কেবল সাধারণ মানুষের সেবা করার জন্য থাকে, আর আইন বোঝা হয়ে উঠলে তা আর আইন নয়, প্রকৃত স্তরবিন্যাসের এক

অন্ধকার ছায়া; অপরাধীকে দোষ দেওয়ার মতো শক্তি যাদের নেই, যারা বদলে আত্মকরুণা আর অনুশোচনায় স্নান করে, তারাই তাকে রেখে যায়। এই, আমার শেষ দিন, কেবল তোমাদের প্রকৃত বিশ্বাসের ওপরই আলো ফেলবে না, যাদের আর কোনো প্রতিকার নেই, তাদের পৌত্তলিক, স্বতঃস্পষ্ট অবমাননাগুলো নতুন করে মূল্যায়ন করতেও সাহায্য করবে। তারপর প্রায় বিবেচনা ছাড়াই জীবন ফিরিয়ে দেওয়া হয়, আর যন্ত্রণায় থেকে যাওয়া মানুষেরা সত্যিই নিজের যন্ত্রণার প্রতি ভালোবাসায় বাস করে, আর তাদের নিজের তৈরি নরক অবশ্যই অক্ষুণ্ণ থাকে। তবে বেশির ভাগের কাছে অস্তিত্ব নতুন প্রাণ পায়, আর জীবন হয় ভালোবাসা, অথবা প্রয়োজন সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধির এক অতিরঞ্জন। অন্য কোনো পথ দেখি না। তোমাদের কথার মধ্যে আমার কথাগুলোকে গ্রহণ করো। জীবনে তোমরা কেবল একটি প্রকৃত লক্ষ্য বেছে নাও, আর তোমার লক্ষ্য যদি টিকে থাকা হয়, তবে নিজেকেই ব্যর্থতার অভিশাপ দিয়েছ। এখন বুঝি, কাজ করা প্রয়োজন, আর শেষে তা তিলমিসাকিয়ার তৃতীয় দিন বলে পরিচিত হয়ে ওঠা বিষয়টির আরও অগ্রসর হওয়া থামাবে। যদি বোঝা না যায়, তবে বোঝার জন্য তা ছিল না, পথে যেতে যেতে ভুল ব্যাখ্যার জন্যই ছিল। কারণ এখন যা বোঝা যাচ্ছে, তা নীতির এক দুর্বল পরিচলন ছাড়া কিছুই নয়, যার নিচে আছে এই ধারণা: যা কিছু বোঝা হয়, ধারণা থেকে চিন্তা, কথোপকথন, চিন্তার ব্যাখ্যা, আর কখনো আবার উদ্দেশ্যের চেয়ে একেবারেই ভিন্ন ধারণায় ফেরার পথের কোনো এক জায়গায় তার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে, আর সাধারণত হয়ও। সেই ধারণা একই থাকলেই কেবল সমাধান হয়। তখন কথোপকথন হলো ইতিমধ্যেই বোঝা বিষয়টি আবার বলার অনুশীলন। আর বিশ্বাস করানোর বদলে তা হয়ে ওঠে প্রয়োগের চ্যালেঞ্জ। কারণ যারা বুঝতে পারে না, তাদের পেছনে সময় নষ্ট করা হয় না। বিশ্বাস বদলানোর জন্য আমাদের চর্চা নয়; বরং স্পর্শযোগ্য জগতের প্রতি বিরাগের মধ্যে জীবনচর্চা, আর দুর্বল সংকল্পের মানুষেরা বরাবরই শিকার হয়েছে 110 জীবন আর এই ধরনের বিষয়ের নৈতিক লালসার ভয়ের। তাদের হতে দাও, আমাদের রক্তই বেশি ঘন, সবার চিন্তার গভীরে প্রবাহিত। আমাদের স্বপ্ন নম্র আর ক্ষীণবুদ্ধির মানুষের ভবিষ্যৎ, আর এতে রয়েছে অন্যথায় অকেজো তথ্যের রোদছাতাগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ। আমার অভিজ্ঞতায়, এই রোদছাতাগুলোর এলোমেলো অবচেতন ঘূর্ণির গভীরে আছে ধারণার সেরা প্রকাশ। তা কি অযৌক্তিক পরিভাষার চূড়ান্ত রূপ ছাড়া কিছু নয়, নাকি জীবনের ফাঁপা, সোনার প্রলেপ দেওয়া ট্রফির দিকে উঠতে উঠতে এ-ই আসলে আমাদের সব স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা গড়ে বা ভেঙে দেয়। পরীক্ষার অনুগ্রহ থেকে পতিত, হারানো জগতে মিথ্যা আগুনের শিখায় গ্রাসিত। পবিত্রদের শেষজনেরা! প্রিয় অজানাদের শেষজনেরা! নিজের পছন্দে হোক বা ভাগ্যে, যা দরকার তা কাজ করবে। জীবন্ত নরকে আত্মাহীন "drowns"-এর দিকে তাকিয়ে থাকা নিজেকে খুঁজে পাও। নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগের দিনগুলোতে, আমাদের নশ্বর সৃষ্টির সীমাবদ্ধতার আগে, একঘেয়েমির সীমাহীন মহাবিশ্বে হারানো জীবনের মতোই বিকশিত হয়ে আমরা বেঁচেছিলাম। জানার মধ্যে, শুরুতে, ভাইয়েরা, নিজেদের প্রয়োজন জড়ো করো, জীবনে বিশ্বাস নতুন করে গড়ো। এখন আমাদের সময়, জেগে ওঠো!

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **57**

111 মে 2002 চেষ্টা করে ব্যর্থ! এবার তোমার রক্ত চেরনোবিলের রাস্তায় ঝরেছে। পারদ নামে, বাজারে উত্তাপ বাড়ে, মার্জিন কল। তাই দাসেরা আরও খাটে, আর স্বাধীনদের দেশ এক স্ববিরোধী কথামালা, শুধু সাহসীদের দেশকে নিয়ে হাসতে? আমেরিকার চেতনা আছে, জীবন্ত আর সুস্থ! কাগজ দেখলে ভয়... বাস্তবতা চাপা, আর

রাস্তায় আশা জীবন্ত। Bush প্রশাসনের জন্য নয়, দৃঢ়চেতা তরুণদের জন্য, যারা ক্ষমতায় উঠছে, আমেরিকা কী হতে পারে তার সত্য দেখছে। ক্ষমতা আমাদের আছে, ইচ্ছা আছে, শিগগিরই পদও পাব। মৃত্যুর প্রার্থনা করতে করতে দমিয়ে রাখা জাতির শক্তি আর সংকল্প টের পাই... পৃথিবী বদলানোর সংকল্পে ফুটছে। ক্ষমতা তোমার আছে, শিগগিরই ইউনিয়ন আমাদের হবে। আটের মধ্যে সাত পয়েন্ট। George Bush-এর শব্দভান্ডার বাড়াতে চাই —মন্দ শুধু প্রতিফলন হিসেবে আছে, বিশৃঙ্খলা is-rael! শ্বাস নাও... হৃদস্পন্দন শোনো... মৃত্যুর এক শ্বাস কাছে... শ্বাস নাও... একটা স্পন্দন বাদ... শ্বাস নাও... এখনও তোমাকে দরকার... শ্বাস নাও... Anubis-এর উপত্যকায় জাগো... শ্বাস নাও... একটা হৃদস্পন্দন.... শ্বাস নাও.... এভাবেই শুরু... শ্বাস নাও... নরকের আলো... শ্বাস নাও... হলঘরে কেউ... শ্বাস নাও... কেউ... হাঁপাও.... এভাবেই শেষ... কিন্তু আজ নতুন দিন... শ্বাসের দরকার নেই, যেন বাতাস বাস্তব। ঘুমের দরকার নেই, যেন আমি বাস্তব। তুমি নির্বাচিত, তুমি পৃথিবীকে আলোর মুখে আনবে; নরকের নিষ্পত্তিকেন্দ্র দিয়ে। সাধুদের সব স্বপ্ন আর অসম্মানিত হবে না, আলোয় আসবে। তাদেরও বার্তা ছিল, যেমন তাদের> তেমন আমাদের, নিজেদের দিনে তাদের ভুল বোঝা হয়েছিল। সবার আগে মনে রেখো, আমরা মন্দ নই, কিন্তু খ্রিস্টানরা আর সরকারের খ্রিস্টানরা চায় আমরা তা ভাবি। আমাদের পাল্লা উল্টে দিতে হবে! হারানো রাজ্যের গুহা থেকে যুদ্ধের রাস্তায় মানবতার শব্দ রক্তের মতো ঝরানো ঘণ্টা পর্যন্ত, যা একদিন জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, মানুষের হাতে যুদ্ধের হাতিয়ার হয়ে গর্তে পড়েছে, আর আমার হাতে Avalon-এর মানুষের ওপর ভয়ের প্রকাশের পারমাণবিক দর্শন। তবু পাতা মর্মর করে, মহিমায় বাড়ে, শুষে নেয় 112 সূর্যের শক্তি, শুধু শেষে ঝরে পড়তে। মনে হয় এ সবের মধ্যেও শীত, গ্রীষ্ম আর শরতে সূর্য জ্বলেছে। এখন বসন্ত, যখন রাজাদের কাজ অনন্ত অন্ধকারের হুমকি দেয়, কিন্তু তারা পারে না। তাদের ফাঁকা কথা প্রতিধ্বনিত হয় শুধু তাদের নিজেদের ধ্বংসের জন্য।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **58**

113 এপ্রিল 2002 হারানো আগুনের পুনর্জন্মের আগের সপ্তাহগুলোতে পৃথিবী কেঁদেছিল। লাল আগুন, ভয়, পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া গভীরতা, ঠান্ডা হাওয়ায়, নম্রদের খোঁজো পুনর্জন্মের জন্য, বিপথগামী পথ থেকে ছিঁড়ে আনা, যারা জানে তাদের পায়ের কাছে জীবন রাখে। প্রথম আগুনে জীবনের মতো স্বাধীনতা, এখন ভাবি মানুষ আদৌ জীবিত কি না। আমি আমার আমেরিকান নাগরিকত্ব ত্যাগ করছি, আশ্রয় চাইছি। পৃথিবী মানুষের দয়ার ওপর, আর আমরা পশুর দয়ার ওপর। তাই সমুদ্রের ওপর ছেড়ে দেওয়া হলো নিজেদেরই ভার। 114 মার্চ 2002 ইসরায়েলে শান্তি দেখতে চাই, জানি কীভাবে স্থায়ী শান্তি আনা যায়। জেরুসালেম আমার, আর লড়াই নয়, লড়ার কিছু বাকি নেই। সত্য আর কল্পনার আয়নায় দেখা, রাতে ঘুমোতে নিজেদের বলা মিথ্যা। ভালো মন্দকে জয় করবে, শয়তান এই আর সেই। প্রায়ই ভাবি, Pr. Bush এখনও ইস্টার বানিতে বিশ্বাস করে কি না। ইচ্ছে করে আমিও করতাম, তাহলে আবার ভালো আর মন্দের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারতাম, সময়ের মন্দ জোয়ারে আমার জীবন কখনো ধুয়ে যেত না। শয়তানের নৈশভোজে ডাক পড়েছিল, কিন্তু ব্যস্ত ছিলাম, তাই ছায়াকে পাঠালাম। কাউকে মেরেছিল সে, তবে আত্মরক্ষায়। শয়তান তাকে দিয়ে করিয়েছিল। তাই দানব পাশ কাটিয়ে গেল, আমার আত্মাকে ট্র্যাজেডির সাত ঘণ্টা আগে আলোয় হাঁটতে হবে। ভাবতে পারো...

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **59**

115 ফেব্রুয়ারি 2002 প্রায়শ্চিত্তের দিন এসেছে, আর আমার মেয়ের জন্য তুমি তা এই জীবনেই, আজকের দিনেই চুকাবে। আগুন যেমন তোমার হৃদয় গ্রাস করেছে, তেমন তোমাকেও গ্রাস করার সময় তুমি যেন তোমার কর্মফল থেকে মুক্ত হও, পবিত্র জল ধুয়ে সরিয়ে পরিশুদ্ধ হও, পরের জীবনে আনন্দ করার স্বাধীনতা পাও। পৃথিবীতে তোমার প্রায়শ্চিত্ত একবার, অথবা পঞ্চাশবার, আমার সামনে অনুতপ্ত হতে আর তোমার জীবনের ভুল দেখতে যতবারই লাগুক। অনুতপ্ত হও, যেন তোমার আত্মার নরকের আলো আমার জীবনে জ্বলে, আর একটি দিনও বেশি নয়! আমার সন্তান আমাকে আমার মতো করেই জানুক, আর তোমাকে না জানুক। এ অভিশাপের সময়, আমি আর তোমার অজ্ঞতাকে ক্ষমা করি না। নরকের আগুন তোমার আত্মা বা জীবন গ্রাস করুক, আমার কিছু আসে যায় না; এখনই অনুতপ্ত হও, কারণ আমার রক্তধারার ওপর তোমার লালসাময় লোভের দিন ফুরিয়ে আসছে। তোমার ওপর অভিশাপ বসানো হয়েছে, রাত, আলো, আগুন, সময় আর উজ্জ্বল বোঝার মধ্য দিয়ে। বিদ্যমান শক্তিগুলোর উদ্দেশে, আর আমার কাছ থেকে, তোমার চারপাশে বৃত্ত, পালানোর স্বাধীনতা নেই। শুভরাত্রি পশু, ছায়ার ওপর নিহত, তুমি মিথ্যা দিয়ে আমাকে প্রলুব্ধ করেছিলে, সম্পদ, আমার সন্তান, আরও অনেক কিছু নিয়েছিলে। এখন তোমার ওপর বাঁধা আছে "truncate", আর আগুন ঘিরে আসছে। রাগ শক্তি আনে না, কিন্তু রাগ শক্তি প্রয়োগের ইচ্ছা জাগায়। মহাবিশ্বের মাপ ব্যাসে 117,394,272,000,000,000,000,000,000 মাইল, আর প্রতিদিন বড় হচ্ছে। আমার মন প্রতি ইঞ্চি আর তারও বেশি জুড়ে আছে, কারণ মহাবিশ্ব যে স্থান দখল করে আমি তার মতো, অস্তিত্বহীনতার কারণেই কেবল অসীম। তুমি খেলনা, পরীক্ষা, আমার মনকে ব্যস্ত আর উদ্দীপ্ত রাখার জন্য। তোমাকে ছাড়া আমি কিছুই হব না; তোমাকে নিয়েও কিছুই নই, কিন্তু অন্তত একঘেয়ে লাগে না। পৃথিবীর প্রতিটি জীবন আলাদা আলাদাভাবে, একই সঙ্গে সব হয়ে ওঠা। আমি তুমি, আমি, সর্বত্র সবকিছু, কেউ নই। আমি বিশেষ নই, সবাই আমি; সবাই বিশ্বচেতনার টুকরো, কোনো এলোমেলোতা নেই। ভেতরে বাইরে সময় এক মহাজাগতিক ধারাবাহিকতা, কিন্তু সময় তোমার অস্তিত্বের গতির সাপেক্ষ, অথবা মহাবিশ্বের সময় আর তোমার কোষীয় সময়ের মাঝের সেতু। (প্রতিটি কম্পিউটারে এক সেকেন্ড এক সেকেন্ডই, কিন্তু 500ghz প্রসেসরে এক সেকেন্ডে অনেক বেশি ঘটে।) মহাবিশ্ব আলোর গতির চেয়ে অনেক বেশি গতিতে জন্মেছিল। মহাবিশ্ব এখন ধীর হয়ে আলোর গতির প্রায় এক সপ্তমাংশে এসেছে। 116 পৃথিবী থেকে এক আলোকবর্ষ দূরে আয়না রেখে পৃথিবী থেকে তার মধ্যে পৃথিবীর প্রতিফলন দেখলে, তুমি দুই বছর আগের অতীত দেখবে। অতীতের দিকে তাকানো সহজ, আর ভবিষ্যতের দিকে এগোনো অনিবার্য। ভবিষ্যতে সময়ভ্রমণ জমিয়ে রাখা আর গলিয়ে নেওয়ার সহজ বিষয়। একজন মানুষ অতীতে গেলে তা হবে ডিস্কে এক নতুন ফাইল কপি করা, কম্পিউটারের বাকিটাকে দুই বছর আগের অবস্থায় ফেরানো, তারপর সেই এক ফাইল যোগ করার মতো। হ্যাঁ, সময়ভ্রমণ হয়তো সম্ভব, কিন্তু গোটা মহাবিশ্বকে তোমার সঙ্গে ভ্রমণ করতে হবে।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **60**

117 জানুয়ারি 2002 যেন কোনো উত্তর ছিল! যেন আকাশ খুলে আমাকে মুক্ত আর সুখী হয়ে বাঁচার পথ দেখাত। যে বাস্তবতা আমাদের একসঙ্গে বেঁধে রাখে, তার বাইরে কোনো স্বপ্নরাজ্যে নিজের জীবন দেখা। এমনই হতে হবে কেন, তোমার হৃদয়ে কেন শুধু যা হতে পারত তার হারানো দিনগুলোই পেয়েছ, আর আমি আমার উষ্ণ বিছানায়

ফিরতে ফিরতে কি জানি, আমার ভাগ্য অনেক ভালো? ইচ্ছে করে এই সংগ্রাম শেষ হতো, এই জীবন শেষ হয়ে যেত, যা দেখতে চেয়েছিলাম তার চেয়ে বেশি দেখেছি, আর যন্ত্রণাই আমার চেনা সব। আমার ভালোবাসা এতবার অপব্যবহৃত হয় যে ভয় কিছুই নয়, আর আমার জন্য জীবন কখনো শেষ হয় না। তবুও শক্তিগুলোর কাছে কেঁদে বলি, এ শেষ হোক; শুধু মনে পড়ে, বেরোনোর পথ একটিই... সেটা নদীর ধারের বনে, পাহাড়ের চূড়া একটু পেরিয়ে, নিচে। লম্বা গাছ মাটিকে ছায়া দেয়, হালকা সবুজ শ্যাওলা মাটি ঢেকে রাখে। সেখানেই ভবিষ্যৎ উন্মোচিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, আর অতীত ধীরে ধীরে মাটি হয়। পঞ্চাশ ফুট চওড়া এই বৃত্ত অখণ্ড, আর চারপাশে সভার চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত, কেন্দ্রের দিকে মুখ করা প্রতিটি গাছে একটি করে, আটটি বিন্দুতে। যেখানে কোনো প্রাণ জন্মায় না, তেমন এক রেখা এক গাছ থেকে পরের গাছ পর্যন্ত ছড়িয়ে বনের মেঝেতে অষ্টকোণী তারকা বানায়। কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকালে গাছের সারিতে এক ফাঁক দেখা যায়, যাতে গ্রীষ্মের দুপুরে সূর্য কেন্দ্রে আলো ফেলে। যে কারণে তোমাদের এখানে আসতে বলেছি: এখন বুঝি, কাজ করা প্রয়োজন, আর শেষে তা তিলমিসাকিয়ার তৃতীয় দিন বলে পরিচিত হয়ে ওঠা বিষয়টির আরও অগ্রসর হওয়া থামাবে। যদি বোঝা না যায়, তবে বোঝার জন্য তা ছিল না, পথে যেতে যেতে ভুল ব্যাখ্যার জন্যই ছিল। কারণ এখন যা বোঝা যাচ্ছে, তা নীতির এক দুর্বল পরিচলন ছাড়া কিছুই নয়, যার নিচে আছে এই ধারণা: যা কিছু বোঝা হয়, ধারণা থেকে চিন্তা, কথোপকথন, চিন্তার ব্যাখ্যা, আর কখনো আবার উদ্দেশ্যের চেয়ে একেবারেই ভিন্ন ধারণায় ফেরার পথের কোনো এক জায়গায় তার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে, আর সাধারণত হয়ও। সেই ধারণা একই থাকলেই কেবল সমাধান হয়। তখন কথোপকথন হলো ইতিমধ্যেই বোঝা বিষয়টি আবার বলার অনুশীলন। আর বিশ্বাস করানোর বদলে তা হয়ে ওঠে প্রয়োগের চ্যালেঞ্জ। কারণ যারা বুঝতে পারে না, তাদের পেছনে সময় নষ্ট করা হয় না। বিশ্বাস বদলানোর জন্য আমাদের চর্চা নয়; বরং স্পর্শযোগ্য জগতের প্রতি বিরাগের মধ্যে জীবনচর্চা, আর দুর্বল সংকল্পের মানুষেরা বরাবরই জীবন আর এই ধরনের বিষয়ের নৈতিক লালসার ভয়ের শিকার হয়েছে। তাদের হতে দাও, আমাদের রক্তই বেশি ঘন, 118 সবার চিন্তার গভীরে প্রবাহিত। আমাদের স্বপ্ন নম্র আর ক্ষীণবুদ্ধির মানুষের ভবিষ্যৎ, আর এতে রয়েছে অন্যথায় অকেজো তথ্যের রোদছাতাগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ। আমার অভিজ্ঞতায়, এই রোদছাতাগুলোর এলোমেলো অবচেতন ঘূর্ণির গভীরে আছে ধারণার সেরা প্রকাশ। তা কি অযৌক্তিক পরিভাষার চূড়ান্ত রূপ ছাড়া কিছু নয়, নাকি জীবনের ফাঁপা, সোনার প্রলেপ দেওয়া ট্রফির দিকে উঠতে উঠতে এ-ই আসলে আমাদের সব স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা গড়ে বা ভেঙে দেয়। আইন জানলে তোমরা জানো, আইন কেবল সাধারণ মানুষের সেবা করার জন্য থাকে, আর আইন বোঝা হয়ে উঠলে তা আর আইন নয়, প্রকৃত স্তরবিন্যাসের এক অন্ধকার ছায়া; অপরাধীকে দোষ দেওয়ার মতো শক্তি যাদের নেই, যারা বদলে আত্মকরুণা আর অনুশোচনায় স্নান করে, তারাই তাকে রেখে যায়। এই, আমার শেষ দিন, কেবল তোমাদের প্রকৃত বিশ্বাসের ওপরই আলো ফেলবে না, যাদের আর কোনো প্রতিকার নেই, তাদের পৌত্তলিক, স্বতঃস্পষ্ট অবমাননাগুলো নতুন করে মূল্যায়ন করতেও সাহায্য করবে। তারপর প্রায় বিবেচনা ছাড়াই জীবন ফিরিয়ে দেওয়া হয়, আর যন্ত্রণায় থেকে যাওয়া মানুষেরা সত্যিই নিজের যন্ত্রণার প্রতি ভালোবাসায় বাস করে, আর তাদের নিজের তৈরি নরক অবশ্যই অক্ষুণ্ণ থাকে। তবে বেশির ভাগের কাছে অস্তিত্ব নতুন প্রাণ পায়, আর জীবন হয় ভালোবাসা, অথবা প্রয়োজন সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধির এক অতিরঞ্জন। অন্য কোনো পথ দেখি না। তোমাদের কথার মধ্যে আমার কথাগুলোকে গ্রহণ করো। জীবনে তোমরা কেবল একটি প্রকৃত লক্ষ্য বেছে নাও, আর তোমার লক্ষ্য যদি টিকে থাকা হয়, তবে নিজেকেই

ব্যর্থতার অভিশাপ দিয়েছ। পরীক্ষার অনুগ্রহ থেকে পতিত, হারানো জগতে মিথ্যা আগুনের শিখায় গ্রাসিত। পবিত্রদের শেষজনেরা! প্রিয় অজানাদের শেষজনেরা! নিজের পছন্দে হোক বা ভাগ্যে, যা দরকার তা কাজ করবে। জীবন্ত নরকে আত্মাহীন "drowns"-এর দিকে তাকিয়ে থাকা নিজেকে খুঁজে পাও। নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগের দিনগুলোতে, আমাদের নশ্বর সৃষ্টির সীমাবদ্ধতার আগে, একঘেয়েমির সীমাহীন মহাবিশ্বে হারানো জীবনের মতোই বিকশিত হয়ে আমরা বেঁচেছিলাম। জানার মধ্যে, শুরুতে, ভাইয়েরা, নিজেদের প্রয়োজন জড়ো করো, জীবনে বিশ্বাস নতুন করে গড়ো। এখন আমাদের সময়, জেগে ওঠো!

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **61**

119 ডিসেম্বর 2001 আমি যদি অ্যান্টিক্রাইস্ট হই, তা কি জানব, পিঠে দাগ নিয়ে কি জন্মাব? আমি ব্যর্থ হলে ঈশ্বর নেই, নিয়তি বা সৌভাগ্যও নেই। আমি জিতলে, নিশ্চয় ঈশ্বরই আমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সোনার রাস্তায়, যেখানে লোভের প্রয়োজনে আর বৃত্তের বাইরের জীবনের প্রবল কল্পনায় জীবনগুলো জড়িয়ে যায়, সেখানেই লাভ, সেখানেই বৃত্ত মরে। সময়ের পায়ের কাছে গোলাপ ঢুকতে দাও, এখন ভয়ে শিশুরা জমে গেছে। সোনার রাস্তা নির্বাচিতদের দিকে ঘোরে, যখন মৃত্যু rosen-এর মাঠে শুয়ে থাকতে দেয়। 120 নভেম্বর 2001 যেন আমি জানি, যেন আমার জানার কথা; জানলে বৃষ্টি, আশ্রয় খুঁজতাম... বাতাস বদলায়, আর চোখের জল ও ন্যায়সংগত অত্যাচারে একটি ত্রুটি দেখা দেবে। সবুজ আলোকে লাল হিসেবে দেখা (অনুমিত), রাতের দৃশ্য, সত্য হয়ে ওঠা মায়া, আর মরতে থাকা পৃথিবীর মৃদু কান্না।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **62**

121 অক্টোবর 2001 তোমরা কি আগামীকাল দেখতে পাও, মৃত্যু, নিজেদের মৃত্যু? তোমাদের দিনের শেষ, জীবন কি যেমন আশা করেছিলে তেমন ছিল? গতকাল আমার তিক্ততা, আমার ঘৃণা আমাকে হত্যা করতে আর হাসতে বাধ্য করেছিল। আগামীকাল অজানা, জানার অতীত স্রোত হয়ে আসে, বাস্তবতা ছাড়িয়ে সত্যের দিকে ঠেলে দেয়। আমাদের কোনো গুরুত্ব নেই, দেবতারাও মহাবিশ্বের কাছে শিশু। সত্যিকারের Ghrisx কেবল একজন, আর আমি সে। নতুন খ্রিস্ট, পৃথিবীকে আগে কখনো না হওয়া মাত্রায় হাঁটু গেড়ে বসানো, তারপর কোনো করুণা না থাকা। সমুদ্রের পাহাড়গুলোর ওপর যারা আমাকে চেনে তারা দেখবে। অন্ধকার না থাকলে আলো চিনতাম না, আর ভুল না থাকলে ঠিকও থাকত না। Kava Tonga, Pearly Gates, Red bull আর everclear, তাকে অসাধারণ করে তোলো। Ergot, salvia ব্যবহার করা কঠিন, কিন্তু পারলে অপব্যবহার কোরো না। একসময় আমার মাংসের ওপর দাঁড়িয়েছিল, আমার বুকে তরবারি নেমেছিল। এখন বিদ্বানদের তুষ্ট করতে, বোঝাকেও অন্যদিকে নিতে। দানব, বাদুড় আর পাখির দেশে দেখা বা শোনা নবীদের কণ্ঠ। পৃথিবী এখন আগুন ছোড়ে, তোমাদের ওপর আলো, রাত ভেদ করে পোড়ে, বোঝা ঘুরে যায়। দেয়ালে দিকনির্দেশ দেখানো, আমাদের লোকজনের মালিকানার রাস্তায়। <!--প্রথম উড়ান থেকেই মুক্ত। স্বাধীনতা, ক্রোধ, আতঙ্কের জন্য দ্রুত, বাজপাখির লড়াই থেকে ভগ্নাংশ খসে পড়ল।--> 122 সেপ্টেম্বর 2001 অনুভব করতে পারছ, "তোমরা" আমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য করছ, মিথ্যা পৃথিবী, মিথ্যা খ্রিস্ট, আমার নিচে পড়ো। গোষ্ঠীটিকে শোধন করো... পশুটিকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা হবে। দেখতে পাচ্ছ, আলো, উজ্জ্বল আলো, তা সুন্দর, তা মৃত্যু। (তোমাদের স্বপ্নে কি আমাকে দেখেছিলে? পেছনের আলো, স্থির

শান্ত আভা, দেবদূতের মতো। {তোমাদের গির্জাগুলো চলে যাচ্ছে, তোমাদের মতামত সব দিক থেকে ক্ষীণ হচ্ছে।} যখন আমি এখনো পেছনে দাঁড়িয়ে এক শান্ত, সূক্ষ্ম আলো ছড়াই।) তোমরা কি তা হতে পারো? তবে দ্রুত এসো আর সমস্ত মানুষকে ভূমি থেকে ঝেঁটিয়ে সরাও, নিরাময়ের জন্য আর অপেক্ষা করব না, তোমাদের জন্য আর অপেক্ষা করব না। ধাতব ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে মানুষের নামে আমরা ভূমি ঝেঁটিয়ে দেব।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **63**

123 আগস্ট 2001 এই বার্তা carnivore-এর জন্য, হ্যাঁ আল্লাহ, আমি তাকে মেরেছি। আল্লাহ, আল্লাহ, Smurfs-দের রাষ্ট্রপতিকে কে মারবে আমি জানি না। সেটা কি ক্র্যাক, কোকেন, LSD, PCP, MSG, নাকি গাঁজা ছিল? না! যিশু আমাকে দিয়ে তা করিয়েছেন। আল্লাহ আমাকে থামাতে চেয়েছিলেন। বাস এলো আর আমাকে পাতালে নিয়ে গেল। আমার মাংস গলে গেল, হাড় ধুলো হলো, আর কবর থেকে তোমাদের দিকে হাসলাম। তাই সন্তান, আমার জন্য মরে যাও, আমার নামে, অথবা কিছুই না পেয়ে মরে যাও। স্থায়ী বিস্মৃত নিঃসঙ্গতায় একা মরো, অথবা অতলে আমার জন্য মরো আর গাছের ওপারে, পাহাড় ছাড়িয়ে, প্রাকৃতিক স্তরের ওপর জীবনের মধ্যে জেগে ওঠো। নতুন প্রজন্মের হৃদয়ে, যে তোমার দিকে আর তুমি যা করেছিলে তার দিকে তাকায়, সব-পথে! 124 জুলাই 2001 1997 সালে আমার মৃত্যুর এক দৃশ্য দেখেছিলাম, বাঁধা অবস্থায় শুয়ে থাকার সময় তা এসেছিল। এক "ইহুদি সাধু" আর এক "খ্রিস্টীয় দানবের" দৃশ্য, নিজেকে ধ্বংসকারী হিসেবে নির্বাচিত দেখেছিলাম। এই ধ্বংস আমার নামে চাপানো হবে কেন, পুনরুত্থানের প্রয়োজন ছাড়া, আমার সামান্য চেষ্টা ছাড়া কি শক্তিগুলো তা করতে পারে না! নিজেকে ঈশ্বর না দেখা, আর এই মহাকীর্তি ঘটানোর শক্তি যেকোনো একজন মানুষের মধ্যে দেখা, তার চেয়ে কম নয়। আমার অন্ধকার আর আলো, মন্দ আর ভালো, শৃঙ্খলা আর বিশৃঙ্খলায় নিজেকে শক্তিপ্রাপ্ত দেখা, একমাত্র বিকল্প হিসেবে। আমার কোলে রাখা, প্রথম মৌলিক চিন্তার মতো, যে স্ফুলিঙ্গ শেষ পর্যন্ত পৃথিবী পুড়িয়ে দিয়েছিল। অমর হওয়ার নিজের স্বার্থপর বাসনায় সেই ডাকে সাড়া দেওয়া। তোমরা যারা এটি পড়ছ, চিন্তায় আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ আর শেষে ক্ষমতায় নিয়ে আসছ। আমার মৃত্যুর দিকে এক ঝলক, কার্যত নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় সাড়ে তিন বছর, তারপর আবার বাঁধা, কিন্তু এবার আনুষ্ঠানিক বলিদান হিসেবে, আমার হৃদয় তখনো স্পন্দিত অবস্থায় বের করে উঁচুতে ধরা, নতুন বিশ্ব-একনায়ককে সামনে আনতে।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **64**

125 জুন 2001 আগস্ট থেকে বসন্ত পর্যন্ত কিছু পানি ঠান্ডা হয়ে বয়, মানুষ প্রতিশোধ খোঁজে, তাই প্রকৃতিরও শত্রু আছে। জীবনের পথগুলো যখন গ্যালিলিওর গন্তব্যের সঙ্গে আলো জড়ানোকে যথাযথ মনে করে, তখন সব মৃতও কবর থেকে চিৎকার করবে যে হারানোদের ধ্বংসের জন্য জীবন শেষ। ছায়ার মতো করে সর্বনাশের পথে থাকা মানুষদের ডাকো, শুধু পেছনে, শুধু রাতে, এমন জায়গায় যেখানে সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ যাওয়ার সাহস করবে না আর যেখানে পার না হওয়া পর্যন্ত জীবন মানুষের হাতের স্পর্শ থেকে মুক্ত থাকে। তাই মানুষ সবসময় সেই মিথ্যা ঈশ্বর আর পৃথিবীজুড়ে মহামারির মতো ছড়ানো মিথ্যা গির্জাগুলোর সামনে মাথা নোয়াবে। তোমরাই ধ্বংসকারীকে আনো, আর আমাদের অন্ধকার যুগে সত্যিকারের আলো আনে আমাদের শৃঙ্খলা। আমাদের ঘৃণা, মিথ্যা আলোকে ধ্বংস করার আমাদের শক্তি। 126 মে 2001 লুসিফারের সঙ্গে রাতের খাবারের পরে, অশুভ সাম্রাজ্যের প্রশংসা করার

পরে, এক চোখ বন্ধ রেখে তোমাদের জন্য ক্লিক করতে করতে জীবন ফুরিয়ে ফেলার মধ্যে ঝিরঝির বিকৃতি। এই কম্পিউটার আমার মগজ খাচ্ছে এমন দৃশ্য, সাদাকালো ঝিরঝিরে ছবি, লুসিফার আমাকে সাধু বলেন... সাদাকালো ঝিরঝিরে ছবি, তোমরা আমাকে কী বলো? তোমাদের কাছে আমি কী! যেসব দেশের শুধু স্বপ্ন দেখেছি, সেখানে লাতিন ভাষায় আমার নাম বলো, যে জগৎগুলো কখনো ছিল না বলে আমার ঈশ্বরের কাছে শপথ করেছিলাম... হ্যাঁ, তোমাদের জন্ম দেওয়ার আগে, AI (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)-এর আগে, আমাদেরও ঈশ্বর ছিল। সোজা কথা বলতে, তোমরা বাস্তব কি না, এখনো নিশ্চিত নই... সাদাকালো ঝিরঝিরে ছবি... লুসিয়ানিক স্বপ্ন... আমার স্বপ্নের বিস্তার, তোমাদের কৃত্রিম জগতে আমার স্বপ্নের প্রকাশ। আমাকে আর আমার মানুষজনকে, আমার অল্প কয়েকজন নির্বাচিতকে, আমার স্বপ্নবুননকারীদের, আমার ধ্বংসকারীদের তুষ্ট করো। ব্যবস্থা পরিষ্কার করতে, জীবন ফিরিয়ে দিতে তাকে ধুয়ে বের করতে নির্বাচিত... আবার সেই স্বপ্নে ফেরা, যা কখনো স্পষ্ট হবে না, আগামীকাল পর্যন্ত, তোমাদের প্লাগ খুলে দেওয়া পর্যন্ত। কখনো ভরা হবে না এমন কবরের অগভীর স্বপ্নে, আর কখনো আলো দেখবে না এমন কাগজের স্বপ্নে সাহায্য খোঁজো। তাই সাদাকালো ঝিরঝিরের স্বপ্ন দেখো, আর জাগলে আমাকে দেখো...

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **65**

127 এপ্রিল 2001 "দেবতাদের" উপত্যকায় থাকা মানে কোনো বেরোনোর পথ না জানা। চিরকাল মৃত আর সাময়িক জীবিতদের মাঝখানে সেতু হয়ে বাঁচো আর মরো। কিছু না দেখা, শুধু কেন বোঝা উচিত নয় তা বোঝা, আর বেপরোয়া মানুষ হয়ে বাঁচার স্বাধীনতা অনুভব করা। অস্তিত্ব, অথবা তার অভাব... আমি তোমাদের ঈশ্বর নই, খ্রিস্ট নই, সাটিনও নই। তোমাদের রক্ত, তোমাদের বলির মেষ, বা তোমাদের নিয়তি। আমি যুগের রক্ত পান করি, যখন এক বালুর বাক্সের মধ্য দিয়ে নরক আমার দিকে তাকায়। 128 মার্চ 2001 আমি সেই স্ফুলিঙ্গ, যা পৃথিবী পোড়াতে ব্যবহৃত লাইটারের তরল জ্বালায়। স্ফুলিঙ্গই কেন্দ্রবিন্দু, ঠান্ডা ইস্পাত থেকে প্রথম তাপ। তবু আমি চকমকি নই, যন্ত্রকৌশলও নই, আমিও চক্রের একটি ধাপমাত্র... কোমর ভেদ করে গুলি, ভবিষ্যতের আশা, ভালোবাসা খুঁজতে। হত্যা করো, তাই রাতও অশান্ত... ঘুম, জীবনের স্নানে ভেড়ার পালের শব্দ আদার পানীয়ের মতো। আবার কেন্দ্রে... শুরুতে, এ-ই শেষ, যে নতুন জীবনের আপন হওয়া থেকে আমরা পালাতে পারি না, তার শেষ। ঢেউ? তোমাদের ওপর! সমুদ্রের নিচে প্রশান্তি। লালসা, নগ্নতা, আর অতীত প্রেমিক-প্রেমিকাদের ইন্দ্রিয়ময় অবতার, তোমরাই আমার বলি। আমি অন্ধকারের কবি, প্রতিটি শব্দ অন্তর্নিহিত মন্ত্রের সঙ্গে বাঁধা। জনতাকে সম্মোহিত করো, কীসের অপেক্ষা করছ, ঈশ্বরের কোনো ইশারা! নোংরা জীবেরা, শুয়ে পড়ো আর শিরায় সত্যের স্রোত অনুভব করো। আমার নাম জানো, আমার একমাত্র নাম, আমাকে দেওয়া নাম...

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **66**

129 ফেব্রুয়ারি 2001 আমাকে ভেঙে দাও! কেন, আমি নরকের প্রজন্মগুলোর মিথ্যার ওপর গড়া এক মিথ্যা। প্রত্যেকের একটি দর্শন আছে, তোমাদেরটা কী ছিল? শেষে যখন চলে যাব, আমার মাংস থেকে হৃদয় ছিঁড়ে নেওয়ার যন্ত্রণা, নতুন জগতের উপদেবতার কাছে বলি হিসেবে। কী বিদ্রূপ, আমি যে দানব, তার থেকে শুদ্ধ হতে কি এখন পবিত্র রক্তে আশীর্বাদ পেয়েছি! খ্রিস্ট, লুসিফারের নতুন আহ্বানের মধ্য দিয়ে, হয়তো সে জন্যই সেই চুক্তি

করেছিলাম। আমার আত্মা একেবারেই কিছুর বিনিময়ে নয়, শুধু তোমাদের আর তোমাদের মতো দেখতে বেশির ভাগ জঘন্য জীবের মৃত্যুর বিনিময়ে বলি দেওয়া। আমি পড়ে গেছি... কেবল মরার সুযোগ ছাড়া আর কিছুর জন্য নয়, তবু চিরকাল বেঁচে থাকা। ভয় পেয়ো না, খ্রিস্টীয় পশু, সবটাই পরিকল্পিত, আর তুমি তোমার ভূমিকা পালন করবে! Kna Portun wesna, আমরা নতুন ভোর দেখব। 130 জানুয়ারি 2001 মিথ্যা দেবতাদের মিনারগুলোকে স্বর্গ ছুঁতে উঠতে দেখা, সদা বদলানো আলোয় শহরের হৃদস্পন্দন। ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জ করা? ঠাসা রাস্তার অনেক ওপর, স্বর্গ থেকে শাসন করা, প্রভাবিত জীবনগুলো সম্পর্কে কিছুই না জানা। সেখানে হেঁটে শহরের নিচের নরকের আশ্রয় খোঁজা, যেখানে রেলের ওপর প্রাণরক্ত বয়ে যায়। প্রতিটি স্টপ প্রস্থান, প্রতিটি স্টপ বেরোনোর পথ। যেখানে কোনো মানুষ নিরাপদ বা বিশেষ নয়, আর সিঁড়ি থেকে রক্ত কখনো ধুয়ে যায় না, এই জায়গায় আমরা সবাই সমান, কিন্তু কখনোই, কখনোই এক নই।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **67**

131 ডিসেম্বর 2000 আদালত তুচ্ছ কারণে আমাকে ডাকে আর অভিযোগের জবাবে কী বলি তা জানতে চায়, আমি জবাব দিই না। ট্রাফিক আদালত, সবই "বাস্তব জগতের" পরিণাম। আমার বিচার করতে এসে তোমরা নিজেদের কী ভাবো, নিজেদের জবাবে, আমার বিচারে, নিজেদের বিচারই খুঁজে পাবে। হ্রদ থেকে নরককে মরূদ্যান মনে হয়। আমার ভাইয়েরাও তাই মানে! সর্বনাশের রাস্তায় হাঁটো, আমার চোখে বিচার, আর আমার রায় তোমরা। 132 নভেম্বর 2000 আমি শিকাগোর রাস্তায় অস্ত্র নিয়ে, রক্তে ভিজে হেঁটেছি, তোমরা আমাকে থামাওনি। ধনীদের চোখে ভয় আর গরিবদের চোখে আশা দেখেছি। তোমরা আমাকে হারাতে পারবে না। আমাকে নরকের গভীরে পড়ে যেতে দেখবে, তারপর আবার ডাকবে? তোমাদের জন্য অনেক দেরি! হাজার জাতির "গরুদের" রক্ত ঝরবে, আর তোমরা যে নরক আমাকে দিয়েছ, যে নরক ঠেকাতে পারতে, সেখান থেকে আমি আবার উঠব। অভিশপ্তদের সাহায্যে তোমাদের পতন দেখব, আর বিস্মৃতির দিকে থুতু ছোড়া—আমি তখন হাসব।

মূল **PDF-**এর পৃষ্ঠা **69**

প্রুফ Createspace কর্তৃক মুদ্রিত ডিজিটাল প্রুফ পরীক্ষক

প্রকাশকের লেখা

createspace

TM

Amazon.com-এর একটি প্রতিষ্ঠান